বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা

২

বিচারগান

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

বিশিষ্ট গবেষক, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী। বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক। ফোকলোরবিদ হিসেবে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। জাপানে ফোকলোরে উচ্চতর গবেষণা করেছেন, অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বাংলা ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন'। কবিয়াল 'রমেশ শীল রচনাবলী' সম্পাদনা করে সুনাম অর্জন করেন। ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর রচিত অনেকগুলো শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *ওয়াল্ট ডিজনীর মিকি মাউস, প-তে প্যালেস্টাইন, ডিজনীনগরে হৈ চৈ, বাঘের মাসী, ছড়ার ইশকুল, রমেশ শীল, ছড়ায় বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি, সুকান্ত শিশু-কিশোর সমগ্র, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন, ফণী বড়ুয়া : জীবন ও রচনা, Comparative Study in Oral Tradition* ইত্যাদি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

শাহিদা খাতুন

প্রাবন্ধিক, ফোকলোর গবেষক। আগ্রহের বিষয় ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র বাংলার লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। আশির দশকে আয়োজিত বাংলা একাডেমীর আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ নেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভস্ : মৌখিক সাহিত্যের তালিকা ও সূচি* গ্রন্থের কাজটি নব্বইয়ের দশকে ফোকলোরে আধুনিক তত্ত্ব-পদ্ধতি ব্যবহারকারী গবেষক আব্দুল হাফিজের সঙ্গে করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর অনেকগুলো গবেষণাধর্মী নিবন্ধ/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফোকলোর সংকলন *মেয়েলীগীত, লোককাহিনী: লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা, একুশের প্রবন্ধ : ফোকলোর, লোকশিল্প এ্যালবাম* (যৌথ), *বাংলা একাডেমী গ্রন্থপঞ্জি* ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে কর্মরত।

সাইমন জাকারিয়া

নিষ্ঠাবান ফোকলোর গবেষক, কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। নিজের চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে তিনি ফিল্ডওয়ার্কে নতুন নতুন উপাদানকে উপস্থাপন করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারে বাংলাদেশের ফোকলোর বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ : *প্রণমহি বঙ্গমাতা* (৪টি খণ্ড), *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য, বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস* (যৌথ) ইত্যাদি। দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন নাট্যসংগঠনে এবং বিদেশে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তাঁর রচিত ও মঞ্চস্থ নাটক : *[illegible], ন নৈরামণি, বিনোদিনী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা* ইত্যাদি। কাব্যগ্রন্থ : *সদানন্দের সংসারে, [illegible]*, উপন্যাস : *কে তাহারে চিনতে পারে*। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপি সম্পাদক পদে কর্মরত।

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকেই গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। গত শতকের ষাট দশকের প্রথম থেকে একাডেমী নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ফোকলোর উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিচ্ছা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ সকল সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে বাংলা একাডেমী সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো।

'বিচারগান' বাংলাদেশের একটি স্বতন্ত্র সংগীত ঘরানা হিসেবে আজ স্বীকৃত। এ ধরনের পরিবেশনায় মূলত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বহুবিধ বিষয় আলোচনা-সমালোচনার ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত হয়। বিচার গানের আসরে নিয়মানুযায়ী দুইজন প্রতিপক্ষ গায়েন এবং তাঁদের নিজস্ব বাদক ও সহকারী-দোহারগণ উপস্থিত থাকেন। প্রতিপক্ষ গায়েন সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বাদক ও সহকারী-দোহারদের সহযোগিতায় হাদিস, কোরান, বেদ-বিজ্ঞান, বাইবেল, সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি ঘেঁটেঘুঁটে এক ধরণের তর্ক-বিতর্ক নাটকীয় উপস্থাপনে পরিবেশন করে থাকেন। বিচার গানের আসরে নবি, ফকির-দরবেশ, মুণি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনীর অনেক তথ্য ও তত্ত্ব যেমন উদ্ঘাটিত হয়। তেমনি এই গানের আসরে জারি ও কবিগানের স্বাদও পাওয়া যায়। এছাড়া, আসরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিচ্ছা-কাহিনীসহ হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীয় বর্ণনা, মুর্শিদি-মারফতি তত্ত্বের বিবরণ এবং জ্ঞান-বিচ্ছেদও গীত হয়। বর্তমান খণ্ডে গত শতকের ষাটের দশকে মানিকগঞ্জ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিচারগান গ্রন্থভুক্ত করা হলো।

বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা-২

বিচারগান

উপদেষ্টা সম্পাদক
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

সম্পাদক
শাহিদা খাতুন

সহকারী সম্পাদক
সাইমন জাকারিয়া

বাংলা একাডেমী ॥ ঢাকা

বাংলা একাডেমী
ফোকলোর সংগ্রহমালা-২
বিচারগান

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৭ / জুন ২০১০

বাএ ৪৮৪৬

মুদ্রণ সংখ্যা
৫০০ কপি

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী

মুদ্রক
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

BANGLA ACADEMY FOLKLORE SANGRAHAMALA. Volume-2 : BICHARGAN [Compilation of Collected Folksong : Bichargan]. Adviser Editor : Syed Mohammad Shahed, Editor : Shahida Khatun, Assistent Editor : Saymon Zakaria. Published by Director, Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2010. Price : Taka 140.00 only.

ISBN 984-07-4854-8

মুখবন্ধ

সাবেক পূর্ববাংলা ও পরবর্তীকালের বাংলাদেশ সমৃদ্ধ লোকজ-সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এই সংস্কৃতির ভাবসম্পদ ও আঙ্গিকগত বিপুল বৈচিত্র্য এবং মানবিক উপাদানের গভীরতা যে-কোনো সংস্কৃতি-ভাবুক এবং ঐতিহ্য-গবেষককে সহজেই আকৃষ্ট করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—ড. দীনেশ চন্দ্র সেন যখন চন্দ্রকুমার দে এবং অন্যান্য সংগ্রাহকদের সংগৃহীত গীতিকাসমূহ ১৯২০-এর দশক থেকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, তখন তা বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। রোমারঁলা, হেন্স মোডে, সিঁলভা লেভী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতি-চিন্তক এই রচনাসমূহের অসাধারণ মানবীয় গুণাবলি এবং নারী চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাধীন চিত্ততার প্রশংসা করে লেখালেখি করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সঙ্গে বাংলাদেশের মৌল-সংস্কৃতির (basic culture) একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ঘটে। আন্ত র্জাতিক সংস্কৃতি-ভাবুকদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকজ-সংস্কৃতির এই পরোক্ষ সংযোগ ১৯৬০-এর দশকে প্রত্যক্ষ সংযোগের স্তরে উত্তীর্ণ হয় চেকপণ্ডিত দুশান জ্যাভিতেলের বাংলা একাডেমীতে এসে ময়মনসিংহ গীতিকার উপর তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কাজের সুবাদে, তখন বাংলাদেশের বাঙালি জাতিসত্তারও উদ্ভবকাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও চলে শেকড় সন্ধানের মধ্যদিয়ে বাঙালিত্বের নবনির্মাণের প্রয়াস। এই ধারার সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনে তরুণ প্রাণের জীবনদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালির জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমী সূচনাপর্ব থেকেই গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই একাডেমী সারাদেশ থেকে নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিচ্ছা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক

উপাদান-উপকরণ। বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমলের আশি'র দশক পর্যন্ত এসব উপাদান-উপকরণ জেলাভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করে প্রায় হাজার খণ্ডে সংরক্ষণ করা হয়। একাডেমীর সংগ্রহে এর বাইরেও অবিন্যস্তভাবে কিছু উপকরণ রয়েছে।

বাংলা একাডেমী সংগৃহীত এসব উপাদান প্রথমে 'লোকসাহিত্য সংকলন' নামে এবং পরে 'ফোকলোর সংকলন' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। বাংলা ১৩৭০ সন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংকলনের একাত্তরটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তা দেশি-বিদেশি ঐতিহ্যপ্রেমীক, ফোকলোরবিদ, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান গবেষণা-উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে শুধু ফোকলোর চর্চার জন্য নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যও এই সংকলনসমূহের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলা একাডেমী কর্তৃক বিগত পাঁচ দশক ধরে সংগৃহীত বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আমরা মনে করি, সংগৃহীত এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে এগুলো প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষে সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো। বাংলা একাডেমীতে পুরোনো সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্কাইভস্ না থাকায় উপরন্তু বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় সংগৃহীত বিপুল উপাদান বিনষ্ট হওয়ার মুখে পড়ায় সম্প্রতি কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। খণ্ডাকারে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' প্রকাশিত হলে মূল উপাদানসমূহ গবেষণা কাজে নিয়মিত ব্যবহার না করে নতুন প্রকাশিত উপাদানগুলোই সাধারণ অনুরাগী এবং গবেষকেরা ব্যবহার করতে পারবেন। মূল উপাদান বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবিত আর্কাইভসে্ সংরক্ষণ করা হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালায় ফিনল্যান্ডের প্রখ্যাত ফোকলোর পণ্ডিত লাউরি হংকো বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপাদান-ভাণ্ডার এভাবেই সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। ফোকলোর ভাষারীতি, বর্ণনাভঙ্গি এবং উপস্থাপনারীতিতে আঞ্চলিক হলেও ব্যাখ্যা-বিশেষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তত্ত্বপদ্ধতির অন্তর্গত। তবে তত্ত্ব প্রয়োগের বেলায় কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক (culture specific elements) উপাদানের ক্ষেত্রে দেশীয় গবেষণাতাত্ত্বিক স্বকীয় মডেল উদ্ভাবন করে তাত্ত্বিকভাবে তার ব্যাখ্যা-বিশেষণ করতে হবে। আমরা আশা করি, 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' সিরিজ প্রকাশের এই উদ্যোগ আমাদের মূল্যবান ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশিষ্ট সকলের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

ভূমিকা

বাংলাদেশে 'বিচারগান' একটি স্বতন্ত্র সংগীত ঘরানা হিসেবে আজ স্বীকৃত। এ ধরনের পরিবেশনায় মূলত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বহুবিধ বিষয় আলোচনা-সমালোচনার ভিতর দিয়ে উপস্থাপিত হয়। বিচারগানের আসরে নিয়মানুযায়ী দুইজন প্রতিপক্ষ গায়েন এবং তাঁদের নিজস্ব বাদক ও সহকারী-দোহারগণ উপস্থিত থাকেন। প্রতিপক্ষ গায়েন সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বাদক ও সহকারী-দোহারদের সহযোগিতায় হাদিস, কোরান, বেদ-বিজ্ঞান, বাইবেল, সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি ঘেঁটেঘুঁটে এক ধরনের তর্ক-বিতর্ক নাটকীয় উপস্থাপনে বিচারগানের মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকেন। আসরের অগণিত ভক্ত-শ্রোতা-দর্শক গায়েনদ্বয়ের উপস্থিত বুদ্ধি ঝলকানো গানে ও কথায় বিস্মিত হতে হতে রাত পার করেন। এককথায় 'বিচারগান' হচ্ছে জারি, কবি, পুঁথিপাঠ, মারফতি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদ, ভাটিয়ালি ইত্যাদি সমন্বয়ে রচিত গান। বিচার গানের আসরে নবি, ফকির-দরবেশ, মুণি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনীর অনেক তথ্য ও তত্ত্ব যেমন উদ্ঘাটিত হয়; তেমনি এই গানের আসরে জারি ও কবিগানের স্বাদও পাওয়া যায়। এছাড়া, আসরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিচ্ছা-কাহিনীসহ হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্রীয় বর্ণনা, মুর্শিদি-মারফতি তত্ত্বের বিবরণ এবং ভাব-বিচ্ছেদ গীত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বিচারগান' বেশকিছু নামে পরিচিত। ফরিদপুর অঞ্চলে এই গান 'বিচারগান' হিসেবে পরিচিত ও প্রচলিত থাকলেও যশোর-নড়াইল এলাকায় 'ভাবগান' বা 'তত্ত্বগান' নামেই অধিক পরিচিত; অন্যদিকে কুষ্টিয়া অঞ্চলে 'শব্দগান', চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 'কবির লড়াই' এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'বাউলার লড়াই' নামে পরিচিত। গানে-কথায় দুই গায়েন-কবির তর্ক বা তত্ত্ব আলাপ এই গানের প্রধান বিশেষত্ব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিষয়কে আশ্রয় করেই বিচারগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেদিক দিয়ে অনেকেই বিচারগানকে আধ্যাত্মসংগীত বলে থাকেন। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব মিশ্রিত বাউল গানের মাধ্যমে বিচারগান করা হয়। বিচার গানের আসরে মাঝে-মধ্যে ভাটিয়ালি ও বিচ্ছেদ গানও পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

বাউলগান মূলত শিক্ষার গান; আর বিচারগান প্রতিযোগিতা বা পাল্লার গান। গৌড়ীয় কীর্তনের আঙ্গিকের সঙ্গে বাউল গানের যোগ ঘটিয়ে এক শ্রেণীর পেশাজীবী গায়ক বিচার গানের প্রবর্তন করেন। তবে এর শুরু কোথা থেকে এবং কবে– তা সুনির্দিষ্ট করে বলার জন্য কোনো তথ্য-উপাত্ত না থাকলেও লালন সাঁই এবং তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাউলগানে প্রশ্ন-উত্তরমূলক কিছুগান-দৃষ্টে অনুমান করা চলে যে, বাউল ধর্মমত প্রবর্তনের শুরুতে বিচার গানের অস্তিত্ব ছিল অথবা একটি লোকসংগীত ঘরানা হিসেবে বিচারগান প্রচলিত হয়েছিল। এই অনুমানের ভিত্তিমূলে আছে বাউল সাধক শিরোমণি লালন সাঁইয়ের গান। লালনের অধিকাংশ তত্ত্বগানের মধ্যে জোড়া-গান বা জোড়-গান লক্ষ করা যায়। এ শ্রেণীর জোড়-গানের একটিতে কোনো বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে; অন্যটিতে প্রশ্নের উত্তর ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে লালনের একটি গানে ইসলামি পুরাণ অনুযায়ী মানুষ সৃজনের ইতিহাস বা আদমতত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন– 'জানতে হয় আদম

ছবির আদ্যকথা/না-জেনে আজাজিল সে কিরূপ আদম গড়লেন সেথা... ।' এই প্রশ্নের উত্তর মেলে লালনের আরেকটি গানে– 'আপন ছুরাতে আদম গঠলেন দয়াময়/নইলে কি ফেরেশতারে সেজদা দিতে কয়... ।' বর্তমান সময়ে বিচার গানের আসরে বাউল সম্রাট লালনের এমন অনেক প্রশ্ন-উত্থাপন ও উত্তর-প্রদত্ত গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং নিত্যনতুন আসরে প্রতিভাবান গায়েন-কবির সৃজন দক্ষতায় প্রশ্ন-উত্থাপন ও উত্তর প্রদানের নতুন গানও রচিত হয়। বিচার গানের অধিকাংশ আসরেই গায়েন-কবিগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তর্ক, যুক্তি এবং বুদ্ধিভিত্তিক ভাব যোগ করেন। বিচারগানে বিষয়ভিত্তিক পাল্লা সুনির্দিষ্ট রূপ নেওয়ার পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে এই গান বিভিন্ন রূপে ও নামে প্রচলিত ছিল। যেমন, ঢাকা ও কুমিল্লা অঞ্চলে এক ধরনের চাপান গানের প্রচলন ছিল। এই গানে দোতারা বাজিয়ে দুই পক্ষ গায়েন হালকা ও চটুল বিষয় নিয়ে ঠ্যাশ গান গাইতেন। সেই গানে কোনো গভীর তত্ত্ব বা ভাব খুব একটা ছিল না। ঢাকা অঞ্চলে যে ঠ্যাশ গানের কথা বলা হলো, একে পাল্লাগান এবং মালজোড়া গানও বলা হতো। দোতারা সহযোগে দুই পক্ষের মধ্যে এই গান হতো বলে একে দোতারার গানও বলা হতো। নারী-পুরুষ, শরিয়ত-মারফত এই ধরনের বিষয়ভিত্তিক গান ছিল না। দুই পক্ষ হালকা বিষয় নিয়ে গান করতো। একই গান ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাউলা গান, ফরিদপুর অঞ্চলে কড়চাগান, যশোর অঞ্চলে ভাবগান এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে শব্দগান নামে প্রচলিত ছিল। এ সকল গানে যে যেভাবে পারে বিপক্ষের গায়ককে প্রশ্ন করে আটকাতো; আবার বিপক্ষের গায়কও উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতো। এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে গায়ক-দল তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতেন না; অর্থাৎ শরিয়ত-মারফত, গুরু-শিষ্য, নবুয়ত-বেলায়েত এ ধরনের নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে গান হতো না। যে-কোনো বিষয় নিয়ে যে-কোনো গায়ক প্রশ্ন করতেন। যেমন–একজন গায়ক দেহতত্ত্ব বিষয়ে অন্য গায়ককে প্রশ্ন করলেন, বিপক্ষের গায়ক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিষয় পরিবর্তন করে নবিতত্ত্ব, মেরাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারতেন। তখন পর্যন্ত বিচার গানের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি এবং কড়াকড়িও ছিল না। গানের মাধ্যমে যে গায়ক আসর জয় করতে পারতেন তিনিই বিজয়ী হতেন। তখন বিচারকের রায়ের মাধ্যমে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতো না। কিন্তু বর্তমানে বিচার গানের আসরে দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনায় জয়-পরাজয় নির্ধারণের জন্য বিচারকগণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ফোকলোর সংগ্রহমালার বর্তমান খণ্ডে গত শতকের ষাটের দশকে মানিকগঞ্জ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিচারগান বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করে গ্রন্থভুক্ত করা হলো।

সংকলনভুক্ত উপাদানের বহু জায়গায় আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি উর্দু, ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত, আদিবাসী ইত্যাদি ভাষার শব্দ, এমনকি বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি—একই বাক্য, পদ, পদবাচ্য, চরিত্রের নাম ইত্যাদি অঞ্চলবিশেষে সংগ্রাহকগণ বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছুক্ষেত্রে আমরা তার মধ্যে একটি সমতা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার বিশেষত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাহক প্রদত্ত বানানরীতি, বাক্যের কাঠামো, বাক্যের গঠন, শব্দচয়ন ইত্যাদি অবিকৃত রাখা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *আবদুল হালিম বয়াতী : জীবন ও সংগীত*, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০০

২. মুর্শিদ আনোয়ার, *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন : ৬৯*, উদ্ধৃতি : আজিজুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

৩. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০৮

সূচিপত্র

ভূমিকা [সাত-আট]

দেহতত্ত্ব ১-১৭

এই ঘরেতে বসত করে ১
মন তোর আপন দেহের ২
ফকিরি করবি যদি মন ৩
নীল দরিয়ায় নালের শহর ৪
মানব দেহের ভেদ জাইনে ৪
মানুষ ছাড়া ভজন করবি ৫
কলেমার ভেদ-মাঝেরা ৬
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে ৭
ওরে কি হালেতে চিনবি তারে ৯
ভবে সহজ মানুষ ধরা কি ১০
প্রেমেরি তালানি ক্যাও ১০
ওরে ভালো তুমার নাও ১১
ওরে মাঝি ভাই তোমাকে জানাই ১৩
ও দেহ জমির সমান নাই রে ১৪
জানতে পাবি গুণের খবর ১৫
আমি ধইরব বইলে আশা করি ১৬

আত্মতত্ত্ব ১৮-২১

মৌ নিশায় হলে মত্ত আত্মতত্ত্ব ১৮
ও মন ঘুর ক্যান মিছে ১৯
আমার মন ঘুর ক্যান মিছে ১৯
আমি কেমন কই রে ২১

আদমতত্ত্ব ২২-২৬

আদমের তত্ত্বকথা ২২
সপ্ততালা আসমান জমিন ২৩
আদম আদমের গুরু কি সন্ধানে হয় ২৫
আদম ছবির আদ্যোখবর ২৫

নবিতত্ত্ব ২৭-৪০

নূর নবি পাক পাঞ্জাতন ২৭
নবির ভেদ করো দেখি সাধনা ২৮
হাতেক মতি নূরের আল্লা ২৮

গরল দেখিলে নবি ২৯
দুইড্যা ঠোঁটে তসপি ৩১
হইয়ে মাটি হও রে খাঁটি ৩১
দীন দুইন্যাই আখেরি নবি ৩৩
ওরে এইসে দুনিয়ায় ৩৬
ওরে নবি বৃত্তাকারে ৩৯

মনবন্দী ৪১-৪৯

মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়ারে ৪১
আমার কথা শুনে না যে ৪২
আঁখির নীরে টেনে আন ৪৩
মন মাঝে তার যেন ডাক ৪৩
করি করি দোষ না রে ৪৪
আমি তোমার পোষা পাখি ৪৪
মন তর পুইর‍্যান কথা ৪৫
আমার মন পাগলা রে ৪৫
ওরে মন দিয়া মন ৪৬
প্যাটের চিন্তার মতন ৪৮

আদিতত্ত্ব ৫০-৫৩

ডুব দিয়া রূপ দেখিল্যাম ৫০
হায় খোদা তুমার কুদরতি ৫১
খবর দিয়াছে আল্লা কোরানে ৫২
ও কিসের আবে সাঁই ৫৩

রসতত্ত্ব ৫৪-৫৮

আছে রসের মীন রে ৫৪
সোনাবন্ধুর কেমনবা চাতুরি ৫৪
ভাবেরি মরা মরলি না তুরা ৫৫
প্রেমের তাস খেইলতে গেলে ৫৭

বিবিধ ৫৯-১৮৫

ওজুদে মজুদ খোদা ৫৯
দেখবি যদি মালেক সাঁই ৬০
না জানিয়া না শুনিয়া ৬১
যদি চাও মানুষে ৬১
তুমি যদি না দেখ খোদা ৬৩
মন যদি যাবি সেই ৬৪
যাবি যদি মন ফকির হাটা ৬৫
ও তোর মারফত বিহনে খালি ৬৬

পরম চিনিবি যদি আগে মানুষ ধর ৬৬
আমি ভাবিত্যাছি অন্তরে কি দিয়া ৬৭
বেলায় দিছে ঝুকি রে ৬৭
ও কথা জেইনে শুইনে বলি ৬৮
গুরু পদে কেন মন ডুবে ৭০
নবিজি মেরহজে গেল ৭১
চরণের ভেদ বলব কি ৭৩
ভোলা মনটি আমার ৭৪
এসো হে দয়াল মওলা ৭৫
আচ্ছা মজার পথ দেখাইছে ৭৬
ওরে রূপ দেখাইয়া ৭৬
ওহে দাতা দয়ালু তুমি ৭৭
লা এলাহা ইল্লাল্লাহু জেকের ৭৮
মন তুমি ধ্যান বুঝ না ৭৮
ওরে আমার মন বিশ্বাসী ৭৮
যে জন প্রেমের ভাব জানে না ৭৯
আল্লার নামেতে হয় প্রেম উদয় ৭৯
ফকির কি গাছের গোটা ৮০
ডুইবে দ্যাখ দেখি মন ৮১
শুনরে ভাই সগল ৮১
শুনহে ভাই সগল ৮২
অচিন চিনবি যদি আয় ৮৩
ওগো দরদি ৮৪
সেবিতে তুমার চরণ ৮৫
মন যাবি যদি সেই ৮৬
নাম করো জপনা অধিক ৮৭
মন তোর মনের মানুষ ধরবি ৮৭
গুরু আমার বড়ই চালাক ৮৮
সত্য সারং ৮৯
সে যে ডাকতে জানলে ৯০
গুরু আমি কি তোমার ভজন ৯১
মালিকের নাম সম্বলে ৯১
মওলা তুমি বিনে আর তো ৯২
করো ভুল সংশোধন ৯৩
আদমকে আমানত দিল ৯৪
চলে দম সদায় সর্বদায় ৯৫
ধ্যানী জ্ঞানী হয় যাহারা ৯৫
আপনারে আপনি ভুলে গিয়া ৯৬
সাবধানে যাও তরি খানি বাইয়া ৯৬
কমলকে হুকুম করে মওলা ৯৭

লাইলাহা ইল্লাল্লা ভাব মনে ৯৮
দমেতে আদি আদম ৯৯
ছেদাতুল ইয়াকিনের গোরে ১০০
উলু হিয়াত নূর ঝরিয়া ১০১
ফাঁদ পাতিয়া অধর ধর ১০২
এই যে প্রাণের তোতা ১০২
কেবা হিন্দু কেবা মুসলিম ১০৩
বাজারের খবর জান না ১০৪
দেখ সাঁইর লীলা চমৎকার ১০৫
সাড়ে তিন রতির খবর জান ১০৬
বাঁকা চিন নিজে হায় ফানা ১০৭
বাউলার বেপারি ১০৮
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে ১০৮
কি চমৎকার দেখতে বাহার ১০৯
আল্লাহু আকবর বল গো ১১০
দয়াল রসুল দ্যাওয়ানা ১১০
আগে বন্দী বারিতালা ১১১
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে ১১২
আদি মক্কা মানব দেহ ১১৩
নবির ক্যাও না সঙ্গে যায় ১১৪
ওরে পূর্ণ চান্দের আলো ১১৫
ওরে আগে যাও মানুষের দ্যাশে ১১৭
গুরু কি ধন চিনলি না মন ১১৮
ওরে তুমি তো মোকছুদ মেরা ১২০
আদম নিরাকার বস্তু ১২১
আলী নবির ভেদের মহাজন ১২২
গুরু তোমার নিগূঢ় নামটি ১২৩
আমার মনে বলে হায় রে হায় ১২৩
ওরে বাবা মওলানা ১২৪
কিনা আগুন দিলি রে ১২৫
যতদিন ভ্রমের পাহাড় ১২৬
আমি আর কতকাল ১২৮
ঐ কাননে পাখি ডাকে গো ১২৯
ওরে গান গেইয়ে যাও ১৩০
হকিকতের হক না জাইনলে ১৩১
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি ১৩২
কোরানের মর্ম জানা চাই ১৩৩
ও আমার মন রসনা ১৩৩
হারে এই আসরে জানাই ১৩৫
গড়ছে কুদরতুল্লা কুদরতি ঘর ১৩৬

আমি কি সন্ধানে ১৩৮
আর যে থাকা যাবে না ভাই ১৩৯
বায়ু কোণে ম্যাক সাইজ্যা ১৪১
ভাব নদীর তরঙ্গ ভারি ১৪২
ওগো এই যে ভবে ১৪৩
বছর গেল দিন ফুইরিল ১৪৫
ওরে আমার ভাঙ্গা নাও রে ১৪৭
আছে দীন দুনিয়ায় ১৪৮
ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে ১৪৯
কুঞ্জি বিনে হয় না নামাজ ১৪৯
ঘরের বাহির হও রে মুনা ১৫০
হাপনা লৌকা না থাকিলে ১৫১
আমার মন কি করিলি ১৫১
নাই রে কুন খানে ১৫২
কও দরবেশ তার মানে কি ১৫৩
ভক্তি না হইলে ১৫৪
নবি বিনে বন্ধু নাই হাসরে ১৫৪
আমার গুরু কেমন চক্রধারি ১৫৫
রসুল নামের অর্থ ভারি ১৫৬
ডাইকবো কি শুইনবে কে রে ১৫৬
আদ্য মানুষ সাধ্য করো ১৫৭
কলির জীবকে উদ্ধারিতে ১৫৮
এ দুনিয়ার কর্তা যিনি ১৫৮
ইলসা মাছের জাল বুনিয়া ১৫৯
আগে আদম হাওয়াকে ১৬০
মন করো মিছা কাইক্যাবাড়ি ১৬১
নামাজ পড় ও মুসল্লি ১৬২
খোদা চিনলা না ১৬২
ধর ধর মানুষ ১৬৩
কারের আগে জন্ম নিল ১৬৩
নবির তরিক ধইরে ১৬৪
আগে জান মন ১৬৫
আমি ঘুরিয়া ব্যাড়াই ১৬৫
শুধু মন দিলে কি ১৬৬
আলেফ লামের বেদ না জেইনে ১৬৭
তুই সোনার ভরা লইয়া রে ১৬৭
শুধু প্রেম রাগে ১৬৯
মন রে বুইজ্যাইল্যাম কত ১৭০
সাপ্ত বতাম যার নেই গো ১৭০
কাম কামিনীর গহোনো সাগরে ১৭১

আছে আপন ঘরে ১৭২
ওরে আমার যৈবন কাল ১৭৩
মরিলে য্যান বন্ধু ১৭৪
চন্দ্রভেদের কথা আমরা সবাই ১৭৫
দেহের মানুষ ধরবি যদি ১৭৬
আসুকপুরে চল রে ভাই ১৭৭
আজব কথা শুইনতে আমার ১৭৭
মানুষ ধরবি কেমনে ১৭৮
শুন দেহের আঠার আকিরতি ১৭৯
সহজ না হইলে কি ১৮০
রঙ্গরসে করো এ বসতি ১৮১
মানব দেহ মমের বাতি ১৮১
কোরান মান আল্লা চিন ১৮২
ও বল ভেস্তে তারে কে আনিল ১৮৩
আদমকে তৈয়ার কইরে ১৮৩
ও নাইয়রি ১৮৪
পরিশিষ্ট : সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য ১৮৭-২০৫

বাংলাদেশ

জেলার অবস্থান

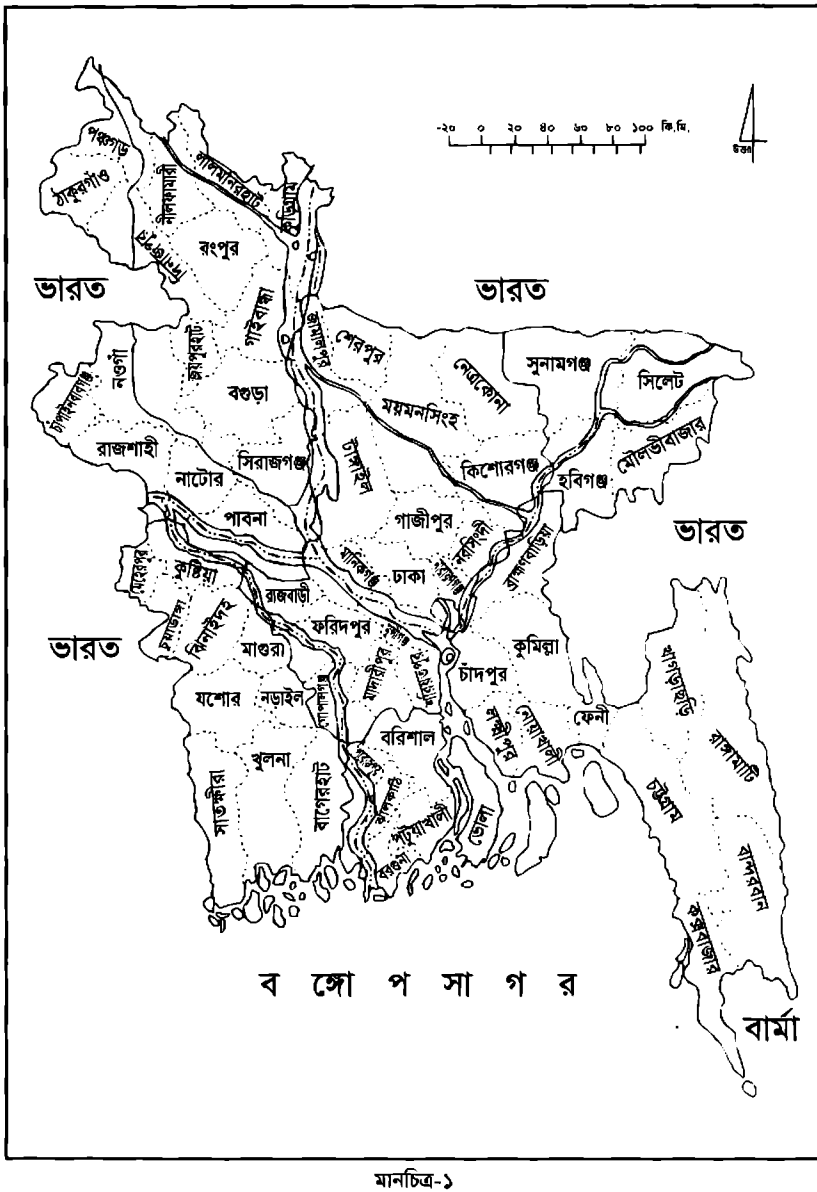

মানচিত্র-১

বাংলাদেশ

বিচারগান সংগ্রহ এলাকা

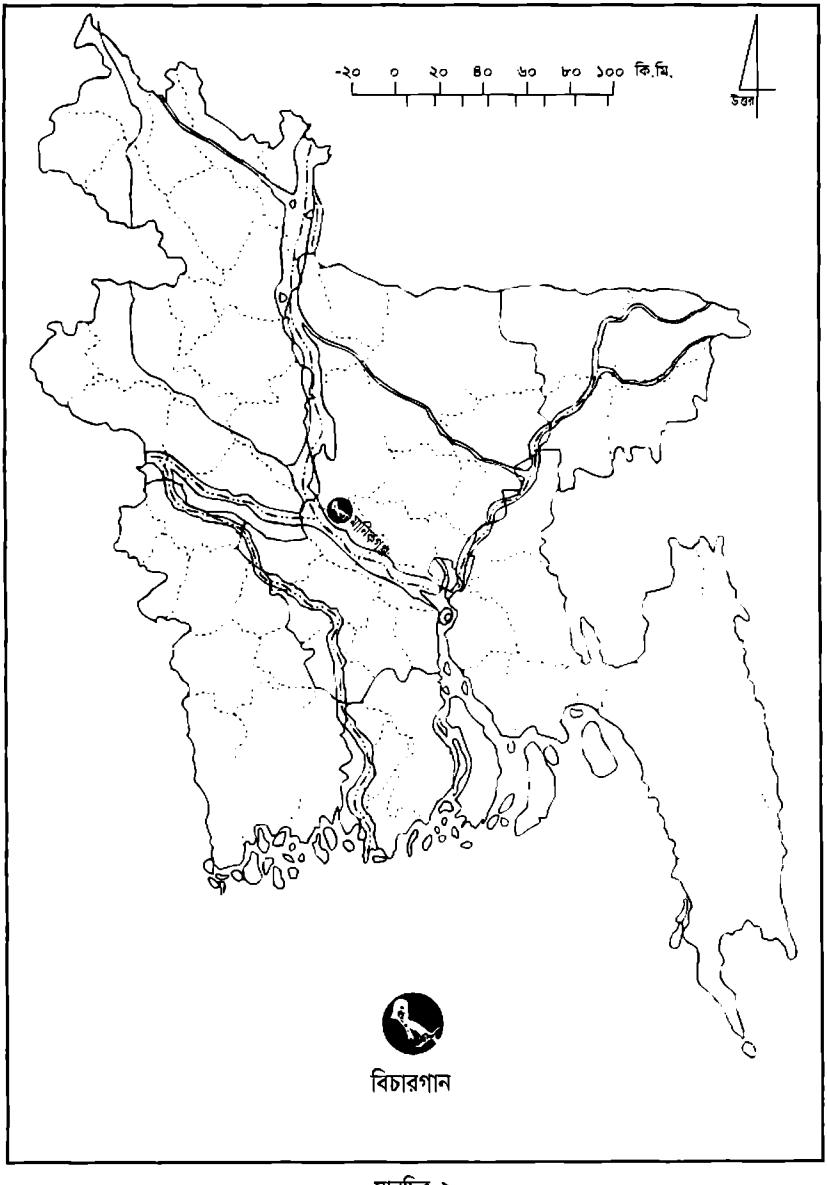

মানচিত্র-২

দেহতত্ত্ব

প্রসঙ্গ-কথা : বাংলায় একটি কথা আছে—'যা নেই দেহভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে'। অর্থাৎ যা মানবদেহের আধারে নেই তা পৃথিবীর কোথাও নেই। বাংলার মানুষের কাছে এই কথার প্রতীকী অর্থ দেহ সকল কিছুর আধার তথা সকল শক্তির মূল। বিচার গানের আসরে সেই দেহের তত্ত্বনির্ভর যেসব গান পরিবেশিত হয় সেগুলোকে দেহতত্ত্ব গানের পর্যায়ে ফেলা যায়। বিচার গানের আসরে দেহতত্ত্বের গানগুলো কয়েকটি নাম দিয়ে গাওয়া হয়, যেমন– দেহঘর, দেহজমি, দেহতালা, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি।

১

দেহঘর

এই ঘরেতে বসত করে
ঘরের কারিকর[১]
আমার দীন মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ
বামেতে বেইন্দাছে[২] ঘর।
লাম আলেফে নকশা কাটা
দেখতে বাঁকা কি সুন্দর ॥
আছে লাম আলেফে
রইয়্যাছে[৩] জোড়া
খুঁজিলে মানুষ পারিবে ভাই
এই দেহে খাঁড়া[৪]।
আছে আলেফ লাম
পিঞ্জিরা কই রে[৫]
আলেফ কইলু গেলেফ[৬] তার
এই ঘরেতে বসত করে
ঘরের কারিকর ॥
সেই ঘরের কিভাবে দিয়াছে ছাউনি[৭]
জন্ম ভইরে বৃষ্টি নামে
না পড়ে পাঠন।
এক পাইড়ের পর
দুই খুটির উপর

বাইন্দাছে ঘরখানি
ভাইঙ্গলে তো তুইল বেনা আর
এই ঘরেতে বসত করে
ঘরের কারিকর ॥
ঘরের বারো বুরুজ[৮]
চৌদ্দ কামান[৯]
আট কুঠুরি নয় দরজা
আঠারো মোকাম।
যে ঘরামি ঘর বেইন্দাছে
তারে মন তুই তালাস কর[১০]
এই ঘরেতে বসত করে
ঘরের কারিকর ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কারিগর, ২. বেঁধেছে, ৩. রয়েছে, ৪. দাঁড়িয়ে আছে, ৫. নির্মাণ করে, ৬. ঘেরাও করল, ৭. ছন্ দিয়ে ঘরের চাল নির্মাণ, ৮. আটন, আটকানো, ৯. দেহঘর-চৌদ্দ পায়ার সাড়ে তিনহাত, ১০. খুঁজে দেখো।

২

দেহতত্ত্ব

মন তোর আপন দেহের খবর নাই
এসে যার যার হাতের চৌদ্দ পোয়া দেখতে পাই।
লাহুত[১] নাছুত[২] মুলকুত[৩] জবরুত[৪] দেহ মাঝে রয়
একটি দেহ নয়টি মোকাম অনন্ত ধন পায়।
এক মানুষ দেহ মাঝে অন্যজন বল মিছে
গোপনে গুরুর কাছে জান তাই।
চৌদ্দ পোয়া দেহ মাঝে একলা মনরায়
মুলকুতে শব্দ শুনে, নাছুতে দেখতে পায়।
লাহুতে নিঃশ্বাস ফেলে, জবরুতে কথা বলে
নফছেতে রতি খেলে জান তাই।

নফছকে চিনিলে পরে খোদা চেনা যায়
নফছকে ভুলিলে খোদা ভুলিবা নিশ্চয়।
নফছের গোলামি ছেড়ে সর্বক্ষণ ডাক তারে
জালাল কয় ভাব তারে ভাব তাই।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : মোকামের নাম : ১. নাক, ২. চোখ, ৩. কান, ৪. জিহ্বা।

৩

দেহতত্ত্ব

ফকিরি করবি যদি মন
ম্যায়ার[১] বাজারে যাইয়্যা
প্রেম ধন খরিদ কইরো[২]
নিজে ম্যায়া হইয়্যা ॥

এই জগতে তিনটি নারী
তাদের হয় নাই বিয়া
তন মানুষে করছে খেলা।
ডাঙ্গায় আরু জলে
আমার সেই গুরুধনের বলে
তারা ফির‍্যা[৩] চলে
গুই ধর চতুইলে
সোনার বরণ সেই কমলে
চাইর দিকে তার নদী ঘেরা
রস চলে ঊর্ধ্বনলে
আছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-পাগলা ভোলা
তাদের বলেই প্রেমের খেলা ॥

চন্দ্র সূর্য প্রজাপতি
আরু আছে ভগবতী
তিনটি কুসুম একটি মতি
ডাকিনী যোগিনী কোলে
নাভী-মূল দশম-দলে
পরমহংস বিরাজ করে
তুমি দ্যাখ বিচার কই রে
তিন মানুষে করছে খেলা
ডাঙ্গায় আরু জলে ॥

ষড়দলে শ্বেতবরণ সেই কমলে
ত্রিধারায় তিন জন মানুষ
রসেতে ভাসে
রসিক যারা খেলছে তারা
সেই মানুষের সঙ্গে
ত্রিধারায় তিন জন মানুষ
রসেতে ভাসে ॥

বাম দলে মিন্নাল[৪] বইয়াছে
তার ভিতরে
বায়ু ময় পিত্তের গড়া গড়ি
সুষুম্নাতে শুঙ্ক কইরে
তুমি জানাও আইঞ্চাকারীরে[৫] ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মেয়ের, ২. করিও, ৩. ফিরে, ৪. মৃণাল, ৫. আসল মানুষকে।

৪

দেহতত্ত্ব

নীল দরিয়ায় নালের[১] শহর
চিন্যা[২] মানুষ ধর
যদি চিনতে পারো
তাইলে[৩] তুমি যাইব্যা ভব পার ॥

নলের মইদ্দে[৪] নীলের বাসা
মইদ্দে বালুর চর
সেই জাগাতে[৫] আছে
আল্লা রসুলের ঘর
চিন্যা মানুষ ধর ॥

ঘাট মাঝি উইঠগা বলে
পয়সা নেইন্যা কারো
দমের হিসাব দমে দিয়্যা আমার নৌকার[৬] উপুরি চর ॥
কালু শাহ ফকিরে বলে
(বাবা) আগে তুমি ঘাট মাঝি ঠিক কর
যদি দিবা-নিশি নৌকা বাইতে পার
চিন্যা মানুষ ধর ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. লালের, ২. চিনে, ৩. তাহলে, ৪. মধ্যে, ৫. জায়গায়, ৬. নৌকার।

৫

দেহতত্ত্ব

মানব দেহের ভেদ জাইনে করো সাধনা
দেল কোরান হইলে রুহ
আয়াত কোরান কেউ পড়ে না।
মস্তকেতে 'মিম' এলো

'হে' যে মগজে ছিল
'তে' তে দুই কান জানা গেল
'আয়েন', 'গায়েন' দুই নয়ন
অধর যুগল, 'লাম', 'মিম',
সর্ব অঙ্গ 'আলেফে'র চিন ।
দুই বাজুতে 'ছন', 'সিন'
মুখেতে 'বে'র গঠনা
মানবদেহের ভেদ জাইনে করো সাধনা
'লাম আলেফ' নাসিকাখানি
'ছে' দুই কণ্ঠ জানি
জিমে হয় জিকিরের ধ্বনি
হারেতে 'হ'র গঠনা ।
'খে'তে ফুপসা পানি পুরা
'কাফে' তে কলেজা খেরা
বড় 'কাফ' নাভিতে জুড়া
যেথা দমের ঠিকানা ।
মানবদেহের ভেদ জাইনে করো সাধনা ।
'তে', 'থে' তিল্লিতে ছিল
'ছোয়াত', 'দোয়াত' হৃদয় রাখিল
'নু' হরফে নফছ এলো,
'ওয়াও'-তে রগ যায় জানা ।
টিমটিমারী (বস্তি প্রদেশ) 'হামজা', 'ইয়া'
'রে' জান মুর্শিদের দ্বারও
'দাল', 'জাল' দুই জানুর পরও
দলিলে তার রিশানা (নিশানা)
মানব দেহের ভেদ জাইনে করো সাধনা ।

৬

দেহতত্ত্ব
মানুষ ছাড়া ভজন করবি কুন (কোন) জাগায়
মানুষ ছাড়া ভজন কইরলে
তার জনম বিফলে যায় ।
মন মোহন ত্রিশূলের ঘরে
বাজে বাঁশি নিঘুম সুরে
যার বুলি সেই করে
কেউ না তারে চিনতে পায় ।

সুখ-সুবিলা (বিলাস) শূন্যপুরী
আত্মারাম করে কাছারি
জ্ঞান করে চকিদারি
তত্ত্ব জানায় চাইর থানায় ।
মানুষ ছাড়া ভজন করবি কুন (কোন) জাগায় ।
আছে ঢাকা আর কলকাতা শহর
মইধ্যে আছে মানিক নগর
মুর্শিদাবাদ করিয়া সদর
প্রেম মোকামে বইসে রয় ।
হাওয়া ধুমধুম প্রেমের খেলা
খুঁইজলে পাইবা নিরালা
ফইর‍্যাত পুরে হয় উজ্যালা
খুঁইজে দ্যাখ ওজুদময় ।
মানুষ ছাড়া ভজন করবি কুন জাগায় ।

৭

দেহতত্ত্ব : ধুয়া

কলেমার ভেদ-মাঝেরা[১]
জানতে যদি হয় মনন
কি ভাবেতে কলেমা নাজেল
জেইনে[২] লও তার মূল কারণ ।

গঞ্জজাতে ছিল কলেমা
নজুল[৩] হইল আলেফে
লামের ছুরত ধারণ কই রে
স্থান নিলেন সাঁই মিমেতে
কলেমা রয় মওলার অজিফায়
যেখানে অক্ষর সৃষ্টি হয় ।
আলেফ লামে যোগমিল কইরে
কলেমা ছুরতের হয় গঠন ।
কলেমার ভেদ-মাঝেরা
জানতে যদি হয় মনন
কি ভাবেতে কলেমা নাজেল
জেইনে লও তার মূল কারণ ।
আলকাপ ছক্কা জেলিনেতে
সৃষ্টি করেন নিরঞ্জন

ঐখানেতে খোঁজ করিলে
হয় ছুরতের দরশন ।
জ্ঞানচক্ষু খুইলে যার যায়
কলেমার রূপ দ্যাখে সর্বদায়[৪] ।
বারো হরফে সাত পাঁচ মিলে
প্রচার করে আকিঞ্চন ।
কলেমার ভেদ-মাঝেরা
জানতে যদি হয় মনন
কিভাবেতে কলেমা নাজেল
জেইনে লও তার মূল কারণ ।

বুরখা আঁটা দেখতে মোটা
(আবার) কখন কখন মিহিন রয়
গুরুর নয়ন জ্যোতে জ্যোত মিশাইলে
সূক্ষ্মভাবে দেখা যায় ।
কলেমা মওলাতে ভাসে
কখনও নজুলে[৫] আসে
দয়াল চান দরবেশে কয়
নজুল কই রে দ্যাখ না রে মন
পাবি তার অন্বেষণ ।
কলেমার ভেদ-মাঝেরা
জানতে যদি হয় মনন
কিভাবেতে কলেমা নাজেল
জেইনে লও তার মূল কারণ ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ :১. তত্ত্ব, ২. জেনে, ৩. দৃষ্টিগোচর, ৪. সবসময়, ৫. নজরে ।

৮

দেহঘর

আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত কইরে
যায় না মনের ভয়
বাতাসে ঘর নড়েচড়ে
কখন য্যান পইড়ে যায় ।
তিন শ ষাইটটি[১] জোড়া আছে
রোয়া আটন ফুবসিতে[২]
মাটির গড়া ছাইনি করা
সাহস পাই না কামেতে[৩]

ঘর বাতাসে নড়েচড়ে
কখন য্যান[৪] আউনিয়্যা[৫] পড়ে,
ঝড় তুফানে ধাক্কা দিলে
ঘর রাখা হবে দায় ।
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত কইরে
যায় না মনের ভয়
বাতাসে ঘর নড়েচড়ে
কখন য্যান পইড়ে যায় ।

যে ঘরামি ঘর বাইন্দ্যাচে[৬]
সে তো ঘরের মধ্যে রয়
সে যে ঘরের মধ্যে নড়েচড়ে
তারে ধরা বিষম দায় ।
মন আমার বাতাসের বেলায়
এ ঘর মানতে না পেলায়
ঝড় তুফানে ধাক্কা দিলে
ঘর রাখা হবে দায় ।
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত কইরে
যায় না মনের ভয়
বাতাসে ঘর নড়েচড়ে
কখন য্যান পইড়ে যায় ।

ঘর পবন হিল্লোলে চলে
বন্ধ হইলে হবে লয়
ঘরেতে প্রহরী যারা
ঘর ছেইড়ে[৭] দৌড়িয়্যা পলায় ।
ঘরের প্রহরী যারা
ঘর ছেইড়ে দৌড়িয়্যা পালাবে তারা
ঘরের ছাইনি নইড়ে যাবে
কে বাস কইরতে যায় রে বায় ।
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত কইরে
যায় না মনের ভয়
বাতাসে ঘর নড়েচড়ে
কখন য্যান পইড়ে যায় ।

আমার পাগলা বাবা
ঘরে বইসে রাত্র দিন ভাবে
মনে মনে যা ভেইব্যাছাও[৮]
তোমার কি আর তাই হবে।
যারা দেয় আপ্ত-পরিচয়[৯]
তারা বইলবে হায় রে হায়
তোমার ক্যাউ[১০] হবে না
সঙ্গের সাথী
কেবল পথের পরিচয়।
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত কইরে
যায় না মনের ভয়
বাতাসে ঘর নড়েচড়ে
কখন য্যান পইড়ে যায়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ষাট, ২. ছনের ঘর নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ (দেহেও ঐরূপ আছে), ৩. সারতে সাহস পাই না, ৪. যেন. ৫. ভেঙে যায়, ৬. নির্মাণ করেছে, ৭. ছেড়ে, ৮. ভেবেছ, ৯. আত্মপরিচয়, ১০. কেউ।

৯

দেহতত্ত্ব
ওরে কি হালেতে চিনবি তারে
ঐ মানুষ তুরা
বাছা ঐ মানুষ তুরা
তারে ধইরতে গেলে
এর মইরতে হবে
হইয়ে জিন্দা মরা।
জীবন পুরের জেলার কাছে
চৌষট্টি ইস্টিশন আছে
ওরে সহস্রারের নিচে
আছে হল করা।
জীবনপুরের হাওয়ার গাড়া
তাতে দুয়ার হইল মনচোরা
দেহের ভাটা জুয়ার
বন্দু রেইখে গো
ধর যাইয়ে তারে
বাছা চিন যাইয়ে তারে।

১০

দেহতত্ত্ব

ভবে সহজ মানুষ ধরা কি
সহজ ব্যাপার
ধইরতে পার যে প্রকারে
সে যে সহজ প্রেমের অধিকার।
যদি সেই মানুষ ধর
অনুরাগের খোটা গাড়
বিভাগের এক বান্ধন মার
ত্রিপিনীতে আশ্রয় করো
শুদ্ধ রূপ করো নিহার।
যদি সেই মানুষ ধর
যুগে যুগ চিনিয়্যা ধর
দ্যাশের হইব্যা জমিদার।
সেই ন্যা দ্যাশে তিন জমিদার
মালের অংশ তিন জন পায় তার
মাঝখানেতে খোদ মহাজন
আগে খাজনা দ্যাও তাহার।
রাজাকে খাজনা দিয়ে
টিকিট একখানা হাতে নিয়ে
গুরুরূপ করো নিহার।
জমিদারের নাম টিকিটে উঠাইয়ে
শান্তিপুর যাও চলিয়ে।
মোসলেম বলে, শুন রে আব্বেছ
টিকিট যাইসনে হারাইয়ে
পথে ছয় জন ডাইকবে তরে
ঐ টিকিট দ্যাখাইলে পরে
তর মাল ক্যাউ ছুইবে না রে
তুই যে বিল্যাত দ্যাশের খরিদ্দার ॥

১১

দেহতালা

প্রেমেরি তালানি ক্যাও
খুলিতে জান
প্রেমেরি তালা খুলিতে জ্বালা

চাবি মাইর‍্যাছে মওলা
উলডা ঘুইর‍্যানি ॥

ছেরে নফছ ছিন্যায় ছবি
ইবাদাত করবি যুদি
এই ছয় মোকামে
ও তর ইবাদাত হইলে শেষ
দেইখতে পাবি নিজে বেশ
ও তুই দেখপি রে মানুষ
জ্ঞানের নয়নে ॥

তালাটি বিল্যাতি ছুইলে
হয় ডাকাতি
এমন তালা মওলা
গড়াইল ক্যানে ।
ও তর আলেফ লাম
হইলে মেল
আপনে খুইলবে তালার খিল
খুলিতে পারে তালা
দুই এক জনে ॥

তালাটি নয় নম্বর
চাবিটি ছয় নম্বর
এমন তালা মওলা
গড়াইল ক্যানে ।
আছে তালার ভিতরে কল
আমার মুহম্মদী অবিকল
গইড়্যাছে তালা মানুষ গঠন
প্রেমেরি তালানি ক্যাও
খুলিতে জান ॥

১২

বিচ্ছেদ : দেহতত্ত্ব

ওরে ভালো তুমার নাও
ভাব সাগরে বাদাম দিয়ে
ফিরা ফিরা চাও ওরে
প্রেম সাগরের মাঝি তুমি রে ॥

নিষ্ঠুর পাষাণী মাঝি
মায়া নাই শরীলে
আরে অভাগিনী বইল্যা মাঝি
চাইল্যা না ফিরা্য রে
প্রেম সাগরের মাঝি তুমি রে ॥

সুনার দেহ কালা রে করিল্যাম
তুমার লাগিয়ে
আমারে কান্দায়ে মাঝি
তরকি[১] ভালো হবে রে
প্রেম সাগরের মাঝি তুমি রে ॥

এতদিন পুইষল্যাম মাঝি
মুখের অন্ন দিয়্যা
আইছ ক্যান চলিয়্যা গ্যালা
কার বা কাছে কইয়্যা রে
প্রেম সাগরের মাঝি তুমি রে ॥

সুযুগ[২] পাইয়ে বাদাম দিয়ে
তুমি চইলে যাও
কুনদিন ফিরিবা মাঝি
আমায় কইয়্যা যাও রে।
প্রেম সাগরের মাঝি তুমি রে ॥

পাগল ফকিরে বলে
মাঝি ধরি তর[৩] পায়
অভাগিনী বইস্যা রে কান্দে
মাঝি কি হবে উপায় রে
প্রেম সাগরের মাঝি তুমি রে ॥
ওরে ভালো তুমার নাও
ভাব সাগরে বাদাম দিয়ে
মাঝি ফিরা ফিরা চাও রে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তোর কি, ২. সুযোগ, ৩. তোর।

১৩

ভাটিয়ালি : দেহতত্ত্ব

ওরে মাঝি ভাই, তোমাকে জানাই
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও[১]
আমারে রে
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও
আমারে ॥

ঐ নদীর জলে কুম্ভুরিয়া[২] দুলে
সুযোগ পাইলে তরি অমনি ঘিরে
যুদি পারে যেইতে চাও
তুমি হুঁশিয়ারি বাও
তরিটা চইলবে[৩] একভাবে রে
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও
আমারে ॥

গুরু নামের বাদামখান
তুল রে সুনার চান
জাঙ্গারসি[৪] তুমি বান্ধ[৫] সকালে
ওসে মস্তলের আগায়
থাকে মনছুরায়
তাহার সাথে তরি চলে রে
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও
আমারে ॥

তুমি বিদ্যাশী পুরুষ
চলি যাও কতদূর
গান গাইয়া যাও মধুর সুরে
যদি না ন্যাও[৬] মোরে
মাথার কিড়া লাগে
ওরে কালাচান
তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ
একবার দয়া মোরে করো রে
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও
আমারে ॥

আমি বইলে[৭] যে যাব
খেলা যে খেইলব
তবু না নগরের হাটে যাব রে
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও
আমারে ॥

আমি পারে যেইতে চাই
আমার সঙ্গের সাথি নাই
কাহার সাথে পারে যাব রে
তোমার নৌকায় তুইল্যা ন্যাও
আমারে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তুলে নাও, ২. কালো কুমির (নৌকা), ৩. চলবে, ৪. বাদাম খাটানোর প্রয়োজনীয় জিনিস, ৫. বাঁধো, ৬. নেয়া, ৭. বলে।

১৪
দেহজমি
ও দেহ জমির সমান নাই রে আর
নিজ জমি চিন্যা[১] আবাদ করো।

খাও যদি জমিনের ফসল
ছাফ কর[২] জমিনের জঙ্গল
আছে গুরুর বাড়ি ভক্তি লাঙ্গল
লাঙ্গলের গুঁটি আঁইট্যা ধর
নিজ জমি চিন্যা আবাদ করো ॥
(হায়) নিজের জমির নাই গো পাত্তা
পরের জমির হইছাও কর্তা
ও তর ক্ষয় যাবে লাঙ্গলের মাথা
জমির দক্ষিণ পাশে পইল চর
নিজ জমি চিন্যা আবাদ করো ॥
ওরে চৌদ্দ পুয়া জমিন খানি
জরিপ কইরে দেখলাম আমি
ঠিক জানি না বেশি কমি
ভবে কেবা চিনে আপন পর
নিজ জমি চিন্যা আবাদ করো॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চিনে, ২. পরিষ্কার করো।

১৫
দেহঘর
জানতে পাবি গুণের খবর
গুরু সখা আছে তর
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।
আসক যারা খুঁজে তারা
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।

জেলা বল, থানা বল
মণিপুর হৃদয়পুর বল
সব সীমানা জুইড়ে আছে
সাঁইর একখানি ঘর
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।

থানায় পুলিশ নাই অন্যজন
বিচারপতি মন-পবন
তারে আগে বাধ্য করো
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।

যম রাজার নাই জমিদারি
স্বয়ং রাজ্যের অধিকারী
রেইখ্যাছে সাঁই যত্ন করি
চৌদ্দ পুয়ার[১] পর
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।

এক শ তিরিশ ফরজ লইয়ে
তাই দিয়া খাজনা দিলে
তাইতে কি আর মুক্তি মিলে
লিজ[২] খাজনা আদাই করো
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।

চাইর নারী ব্রেথা[৩] বল
চাইর গুনে এক নারী আইল
সর্ব অঙ্গ পুরুষ ছিল
অঙ্কুরের আকার
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর।

ফকির শুকলাল চান্দে বলে
চৌদ্দ ভুবন একের মুলে

ব্রেথায় বল নয় তিন ছেলে
এক জনারি খবর করো
সাঁই দরদির নিঘুম ঘর ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সাড়ে তিনহাত এই দেহ (চৌদ্দ পোয়া = সাড়ে তিন), ২. ন্যায্য, ৩. বৃথা ।

১৬

দেহঘর

আমি ধইরব বইলে আশা করি
পরম তত্ত্ব কে জানায়
সাঁই দরদির ঘর কুথায় ॥

আমি ধইরব বইলে আশা করি
জেলা হুগলি মণিপুরি
শহর দিল্লি উইদ্যায়পুরী
ইস্টিশন জীবনপুরী ঘর
ও হায়
সাঁই দরদির ঘর কুথায় ॥
ঠিক নাই রে তার বসত বাড়ি
দমদমাতে হয় কাছারি
লাহুত নাছুত মুলকুত জবরুত
চাইর মোকামের খবর বল আমায় ।
সাঁই দরদির ঘর কুথায় ॥
হক জামালের জমিদারি
অসুদে মাল গুঁজা রাখি
সেই জমির হাজিরা ভারি
বাঁচি না হায় হায়
সাঁই দরদির ঘর কুথায় ॥

চৌদ্দ পুয়া জদ্দে জমি
না হবে তার বেশি কমি
এক শ তিরিশ খাজনা বাকি
বাঁচি না তাহার ছালায়
সাঁই দরদির ঘর কুথায় ॥

বিচারগান

একজন পুরুষ তিনজন নারী
রেইখে তারে ভিতর বাড়ি
ছত্তিরিশ থলে[১] রেইখে তারে
কেমনে সহবত[২] করে
হামেল[৩] হৈল তায়
সাঁই দরদির ঘর কুথায় ॥

চৌদ্দ জন ব্রহ্মাণ্ডে আইল
আবার ফিরে নয় জন হইল
সেইসব খবর বইলে দ্যাও আমায়
সাঁই দরদির ঘর কুথায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. স্থলে, ২. মিলন, ৩. গর্ভবতী ।

আত্মতত্ত্ব

প্রসঙ্গ-কথা : বিচার গানের প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে আত্মতত্ত্ব আলোচনার অন্যতম একটি বিষয়। এই তত্ত্বে মানবদেহে আত্মার উদ্ভব ও বসতি নিয়ে যেমন আলোকপাত করা হয়, তেমনি আত্মার আদিসূত্র ব্যাখ্যাত হয়।

১

আত্মতত্ত্ব
মৌ নিশায় হলে মত্ত আত্মতত্ত্ব না জেনে
আত্মতত্ত্ব পরমবস্তু প্রকাশ পায় না জ্ঞান বিনে
দেল গায়ে একমতে করিয়া
যাও না আয়নাল একিনে
কুদরতুল্লায় নিয়ে তোমায়
পৌঁছাবে আলিমুনে।
আরেফেলে সোয়ার হবে
অহেদেল নগরে যাবে
হক্কেন একিন নিগূঢ় বাণী
বুঝতে পাবে তখনে।

পাক মুহম্মদ জাতে ছাফা
চাইর যুগে হয় অমর
ছিরিতে হইয়া ফানা
দেখবি যে রূপের বাহার।
সে হয় স্বরূপের রূপ
দেখে বছিরুন হয় চুপ
রাহু কুদছি নামটি ধরে
এমাম হুয়াল একিনে।
গোঁসাই কাজেম কেঁদে বলে
সামুদ্দিন হও হুঁশিয়ার
ছিরাতাল মুস্তাকিম রাহা
ভয় কি রে পুলছিরাত পার
রাখ মুর্শিদ পদে মন
সদায় সর্বেক্ষণ

আছলে হোছনে কুল গনি
ধ্যান হয় না আমল বিনে।

২

আত্মতত্ত্ব
ও মন ঘুর ক্যান মিছে
আপ্ততত্ত্ব[১] যে জাইন্যাছে
যাও না তার কাছে।
ইস্ক আসুক মাশুক ধ্যানে
ডুব ডুইব্যা ডুব যে খেইল্যাছে[২]
যাও না তার কাছে।
ও তুই ধর না নবি
দ্যাখ না ছবি
মাঝখানে রইয়াছে
ও মন ঘুর ক্যান মিছে।

এরফানেরি পাঙ্খা[৩] হাতে লও
দীন মুহাম্মদ রসুলে রে
দেখিবারে চাও
ও তুই পাঙ্খা ধই রে
দ্যাখ না চাইয়ে
ছামনে রইয়াছে
ও মন ঘুর ক্যান মিছে।
হুইয়াল একিন এক্কেরাকিম[৪]
চর না সেই গাছে
ও মন ঘুর ক্যান মিছে
আপ্ততত্ত্ব যে জাইন্যাছে
যাওনা তার কাছে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আত্মতত্ত্ব, ২. প্রেম সাগরে অবগাহন করেছে, ৩. আভের পাখা (আলোক পাখা), ৪. মোকাম।

৩

আত্মতত্ত্ব
আমার মন ঘুর ক্যান মিছে*

আপ্ততত্ত্ব যে জেইন্যাছে
যাও না তার কাছে।
ইস্ক আসক মাশুক বিছে
আরও ডুরডুইব্যাডুর যে খেইল্যাছে
সেই সে পেইয়্যাছে,
যাও না তার কাছে।
আমার মন ঘুর ক্যান মিছে
আপ্ততত্ত্ব যে জেইন্যাছে
যাও না তার কাছে।
দেল গায়েবে নাহি পাওয়া যায়
এলমাল[১] একিন ধইরতে পাইরলে
আয়নালে দেখায়
হক্কেল একিন, হুয়াল একিন,
চড় না সেই গাছে[২]।
আমার মন ঘুর ক্যান[৩] মিছে
আপ্ততত্ত্ব যে জেইন্যাছে
যাও না তার কাছে।

এরফানের পাঙ্খা[৪] হাতে লও
আল্লা মুহম্মদ বান্ধা
দেইখতে যদি চাও।
ও তুই পাঙ্খা ধই রে
দ্যাখ না চেইয়ে
ছামনে রইয়্যাছে।
আমার মন ঘুর ক্যান মিছে
আপ্ততত্ত্ব যে জেইন্যাছে
যাও না তার কাছে।

লিপিকারের নোট : 'এই গানটি জুন ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে একবার সংগ্রহ করা হইয়াছে। মনে হয়, তখন এ গানটি যাঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম তিনি কিছুটা ওলটপালট করিয়া বলিয়াছিলেন। জয়নাল ফকির সাহেব একজন অভিজ্ঞ বাউল; আগের গানটির সঙ্গে তুলনা করিলে মনে হয় এই গানটি ঠিকভাবে বলা হইয়াছে।'

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নির্মল, ২. সরল দেলে সঠিক একিনে সেই গাছে চড়ো, ৩. কেন, ৪. জ্ঞানের পাখা।

৪

আত্মতত্ত্ব

আমি কেমন কই রে
বাতি দেই ঘরে
একেতে মোর ভাঙ্গা ঘর
তাতে জল পড়ে
উইতে[১] দিল বাঙ্গন কাইট্যা
চালা নাই উপরে
আমি কেমন কই রে
বাতি দেই ঘরে ॥

খাম দুইড্যা[২] নড়বড় করে
ঘুণে খাইয়াছে গোড়ে
কেমন কই রে যাই সে ঘরে
আমার ডর করে
আমি কেমন কই রে
বাতি দেই ঘরে ॥

চাঙ্গের পরে বাসা করছে
ঝুইর‍্যা[৩] ইঁদুরে
বিড়াল থাকে কাছে বইসে
মারে না খাতিরে ॥

আমি কেমন কই রে
সাপ থাকে মাচার পরে
ল্যাজ ভাওড়ায় রাগের ভরে
গোড়া চান কয়
কাতর হইয়ে[৪] ডাকি তারে
আমি কেমন কই রে
বাতি দেই ঘরে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. উঁইপোকা, ২. থাম দুইটি, ৩. জংলা, ৪. হয়ে।

আদমতত্ত্ব

প্রসঙ্গ-কথা : ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী আদম আদি পুরুষ। আদি পুরুষের সত্তার সঙ্গে বর্তমান পুরুষসত্তার সম্পর্কসূত্র কেমন? সম্পর্কসূত্র যুক্ত রয়েছে জগতসৃষ্টির মূলের স্রষ্টা এবং প্রকৃতির সঙ্গে। বিচারগানের আসরে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আদমের সঙ্গে পরবর্তীকালের প্রিয় নবি-রসুলদের সম্পর্কসূত্র ব্যাখ্যা করা হয়।

১

আদমতত্ত্ব

আদমের তত্ত্বকথা
বলব তার ব্যথিত কোথা
না জেনে মর্মকথা
দিন বিফলে যায়।

আহাদ আহম্মদ আদম
আদমে আহাদের দম
দম যে আদি আদম
দিল আসনে রয়
হাওয়া আদম গন্ধম
এ তিনের ভেদ নহে কম
এসব জানিতে পারে
আরেক জনায়।

আতসে হাওয়ার জন্ম
জেনে লও তাহার মর্ম
আজগুবি নিল জন্ম
বিবি যে হাওয়ায়
দিলমে আদমে ছলা
গেল গন্ধমের তলা
হইল এস্কো জ্বালা
রূপের ছটায়।
আদমে গন্ধম খাইয়া
সরকারে দুষি হইয়া

ভেস্ত হতে উতারিয়া এলো দুনিয়ায় ।
কাজেম চাঁদ ভেবে বলে
এসব বিষয় জানতে হলে
গুরুজির চরণ তলে
ভজনা সদায় ।

২

আদমতত্ত্ব : ধুয়া
সপ্ততালা আসমান জমিন
এই মানুষের মধ্যে ঘেরা
চৈদ্দ[১] ভুবন জোড়া মানুষ
চৌদ্দ ভুবন জোড়া ।

সাত পাঁচে বার মিলে
তার উপরে মানুষ আছে কৌশলে
আকাশ পাতালে খুঁইজে দেখ
সৃষ্টিরও ইশারা ।
সপ্ততালা আসমান জমিন
এই মানুষের মধ্যে ঘেরা
চৌদ্দ ভুবন জোড়া মানুষ
চৌদ্দ ভুবন জোড়া ।

আহসান ছুরাতি[২] যারা
আল্লার পিয়ারা তারা
আল্লার পিয়ারা
আপন দোষে এই মানুষে
আসফালাতে[৩] যায় রে সারা ।
সপ্ততালা আসমান জমিন
এই মানুষের মধ্যে ঘেরা
চৌদ্দ ভুবন জোড়া মানুষ
চৌদ্দ ভুবন জোড়া ।

য্যামন[৪] দুই নদী
এক যোগে চলে,
বরজোখ[৫] আছে মধ্যস্থলে
মতি মোঙ্গা[৬] কতই মিলে
নূরে দ্যায় পাহারা ।

তার চতুর্দিকে নূরের আলো
নূর-আলা-নূর[৭] ঘেরা ।
ও তার মাঝখানেতে নূরের আলো
ঝলক দিছে নূর সেতারা
সপ্ততালা আসমান জমিন
এই মানুষের মধ্যে ঘেরা
চৌদ্দ ভুবন জোড়া মানুষ
চৌদ্দ ভুবন জোড়া ।

মাটির পুতুল বানাইয়্যা
তারপরে রূহ[৮] দ্যায় ফুঁকিয়্যা
আল্লা তখন কয় ডাকিয়া
শুনে ফেরেশতারা
সেজদা করো আদমে রে
সকলে তোমরা
সেজদা করো আদমেরে
সকলে তোমরা
ওরে সেই কথাটি না মানিয়া
আজাজিলের কপাল পোড়া
সপ্ততালা আসমান জমিন
এই মানুষের মধ্যে ঘেরা
চৌদ্দ ভুবন জোড়া মানুষ
চৌদ্দ ভুবন জোড়া ।
বজলু শাহ কয় দয়া করি
শুন মনিরুদ্দি কই তোরে
এই মাটির পুতুল চিনলে পরে
খুলবে নয়নতারা
অন্ধ চক্ষে কাজল দিলে
চিনবি কি আর তোরা
তুমি জ্ঞানের বাতি
হাতে লইয়ে[৯]
একবার মনের ঘরে
দ্যাও[১০] পাহারা ।
সপ্ততালা আসমান জমিন
এই মানুষের মধ্যে ঘেরা

চৌদ্দ ভুবন জোড়া মানুষ
চৌদ্দ ভুবন জোড়া।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চৌদ্দ, ২. সিদ্ধ-পুরুষ, ৩. অহঙ্কারে, ৪. যেমন, ৫. মালেকুল-এর কাল্পনিক ছায়া, ৬. হীরা, ৭. আদি নূর, ৮. আত্মা, ৯. নিয়ে, ১০. দাও।

৩

আদমতত্ত্ব
আদম আগমের গুরু কি সন্ধানে হয়
আদম যখন ভবেতে এইল
খোদায় কি দশ চিজ দিল
প্রভু দয়াময়।
মা বাবার আষ্ট চিজ
আদম কার কাছে পায়
আদম আদমের গুরু কি সন্ধানে হয়॥

(হায়) মকরম যখন আরশে গেল
তখন খোদাতাল্লা কি বইলেছিল
কুন দোষেতে নাহনতের তখতো
পইল মকরমের গলায়
আদম আদমের গুরু কি সন্ধানে হয়॥

৪

আদমতত্ত্ব
আদম ছবির আদ্যোখবর
জানে কয়জনে।
ও সাঁই দেইখতে হাপনা[১] কীর্তি
গড়াই আদমের মূর্তি
ভক্তি হইল নিরাঞ্জনে।

ও সাঁই আত্মারূপে করে বাস
নিঘুমে চালাইচে শ্বাস
মোকাম মাহমুইদ্যা[২] যেখানে
আদম ছবির আদ্যোখবর
জানে কয়জনে।

হক জালালের হুকুম পাইয়া
ফেরেশতা চলিল ধাইয়া
মাটি আনিল জেদ্দাগুণে[৩]
হাবিয়ার আগুন দিয়া
কওছর দরিয়ার জল
মিলন করিল কোন জনে।
আদম ছবির আদ্যোখবর
জানে কয়জনে।

আল্লা আদম একাকার
রসুল রূপ লাহুতে[৪] কাণ্ডার
শুকলাল কয় পাইব্যা তত্ত্বজ্ঞানে
আমি যে দিকে ঘুরাই নয়ন
সকলি তুমার কিরণ।
ঐ কালরূপ ভুলিব কেমনে
আদম ছবির আদ্যোখবর
জানে কয়জনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিজের, ২. দমের ঘর, ৩. জেদ্দা হতে, ৪. লাহুত মোকাম, নিঃশ্বাস দরিয়া (আদিঘর)।

নবিতত্ত্ব

প্রসঙ্গ-কথা : ইসলাম শাস্ত্রে মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্রে যিনি আছেন তিনি হলেন নবি। দেহ ও মনের এবং এই দুইয়ের মধ্যখানে যা-কিছু আছে তার কেন্দ্রবিন্দুর সাথে যিনি আছেন তিনি নবি। নবি অর্থ খবরদাতা। কোরানের পরিভাষাগত অর্থে নবি হলেন আল্লাহর খবরদানকারী ব্যক্তি। একজন নবি হলেন আল্লাহর মনোনীত বিশেষ পর্যায়ের একজন পথ-প্রদর্শক; পথহারাদের জন্যে তিনি সত্য-সুপথ প্রদর্শনকারী, হিতোপদেশ-দাতা মহান গুরু। প্রত্যেক জাতি তার নবির দ্বারাই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ং আল্লাহর নূর থেকে নবির নূর সৃষ্টি; আর নবির নূর থেকেই সারা জগতের সকল কিছুর সৃষ্টি। নবি তাই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু। নবি ব্যতীত আল্লাহর কোনো দৃশ্যমান আকার-সাকার অস্তিত্ব নেই। বিচার গানের আসরে প্রশ্ন-উত্তরের আশ্রয়ে নবিতত্ত্বের এমনই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

১

নবিতত্ত্ব

নূর নবি পাক পাঞ্জাতন
চাইর যুগে[১] হইলেন উদয়
ওরে পাঁচটি তারা এক সঙ্গেতে
ছিল যে আকাশের গায়।
এমাম হোসেন কানের কলি[২]
হজরত আলী গলার হাসুলী[৩]
ছেরের দিস্তায় মুহম্মদ আলী[৪]
মাছখানে মা ফাতেমা রয়।
নূরনবি পাক পাঞ্জাতন
চাইর যুগে হইলেন উদয়॥
নবি একদিন পূর্বদিকে
ছিলেন বসে
সেইদিন হইতে খুদবা আদায়
পূর্বদিকে কইরতে হয়।
নূর নবি পাক পাঞ্জাতন
চাইর যুগে হইলেন উদয়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১ চার যুগে, ২. দুই ইমাম দুই কানের দুল, ৩. প্রাচীনকালের গলার অলঙ্কার, ৪. প্রভু মোহম্মদ (স:) মুকুটমণি।

২

নবিতত্ত্ব

নবির ভেদ[১] করো দেখি সাধনা পাগল মনা
নবির ভেদ করো দেখি সাধনা।
আলেফ মিম দালেতে মজুদ আছে মিনাতে
চিন তারে জাত ছিফাতে মাত্তকপুর ঠিকানা ॥

কাফ-ইয়া ঠিক করিয়ে পিরকে নেও হক জানিয়ে
করো পিরের আলফকে বন্দনা।
তোমার হরদম ছুরায় উঠবে ধ্বনি সামনে কেডায় তিনি
তুমি পিরকে নেও হক জানিয়া মারফতে দেওয়ানা ॥

কতজনে অনুমানে নবিরে ভজনা করে
আসল নবি কেউ তোরে চিনল না
যে নবির কায়য়া আছে ছায়া নাই
কোরানে তার প্রমাণ পাই
নকল বানাইয়া সবাই করছেন এনা-দেনা[২] ॥

আজাহার কয় বারে বারে
শোন রে মোসলেম কই তোমারে
নকল নবি কইরত্যাচাও ভজনা।
বায়নাহুমা[৩] নদীর ধারে নবিকে নেও বাছনি করে
তার আসল নকল বাছনি করলে
ও তোর পারের ভাবনা রবে না ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তত্ত্ব, ২. কানাকানি, ৩. বিশেষ মোকাম।

৩

নবিতত্ত্ব

ছাতেক মতি[১] নূরের আল্লা
আয়না বানাইচে[২]
সেই আয়নাডি[৩] হয় পাকজাতি[৪]।

সেই আয়নাটি ময়ূরের ছামনে
আয়নার রূপ দেখিয়ে আসক হইয়ে
পাঁচটি ছেজদা কইরল রে

ছাকেত মতি নূরের আল্লা
আয়না বানাইচে।

আবার সাড়ে তিনশত বছর হইল
দীনের নবি ছাপেত রইল[৫]
শ্যাষে ফুল হইয়ে
গাছের মাথায় লাইগল।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মহান, ২. নির্মাণ করেছে, ৩. আয়নাটি, ৪. পবিত্র, ৫. গোপন থাকল।

৪
নবিতত্ত্ব
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে[১] আসে
সরলের নবি আমার
সরলে ভাসে ॥

নবি যার কাছে গরল দ্যাখে
ফির‍্যা[২] চায় না তার দিকে
না জানি কি কইরবে আমায়
অনুরাগ নাই সর্বাঙ্গে[৩]।
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে আসে
সরলের নবি আমার
সরলে ভাসে ॥

অনুরাগ বিষ[৪] যার ভিতরে আছে
নবি ফিরে তার পিছে।
সে দিলে নবি খায়
না দিলে উপবাসে যায়
তবু নবি বেজার হয় না
ফির‍্যা আসে তার কাছে।
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে আসে
সরলের নবি আমার
সররে ভাসে ॥

জীব ঠেকল যত গুনার দায়,
গুনার বোঝা নইয়ে মাথায়
কেন্দে[৫] নবি বুক ভাসায়
নবি ব্যাহাল সেইজেছে[৬]।
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে আসে
সরলের নবি আমার
সরলে ভাসে ॥

ও যার বোঝার
এমনি ওজন হয়
আমার নবি বিনে
কে লইবোন মাথায়
এমন দরদি আর কি
হবে দুনিয়ায়।
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে আসে
সরলের নবি আমার
সরলে ভাসে ॥

নবি এমন আদরের ধন
দিলাম তারে বিসর্জন
লোভে কামে গেল মন
নবি বাঁচে না সেই বিষে।
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে আসে
সরলের নবি আমার
সরলে ভাসে ॥

আজাহার করছে কান্দনা
তুমি জেইনে কি তাও জান না
আমি সেই নবিকে না চিনিয়ে
মইল্যাম আগুরসে[৭]।
গরল দেখিলে নবি
ভয় পাইয়ে আসে

সরলের নবি আমার
সরলে ভাসে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পেয়ে, ২. ফিরে, ৩. আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবার পাথেয় আমার তেমন কিছু নেই, জানিনা নবি অনুগ্রহ করবেন কি-না, ৪. প্রেম, ৫. কেঁদে, ৬. নবিজি উন্মাদ হয়েছেন, ৭. আত্মরসে।

৫

নবিতত্ত্ব
দুইড্যা ঠোঁটে তসবি
জপ করে
ময়ূর রূপে
কে পাছের পরে।
ও গাছের গাডা
হও যে জনা
গাছের নাম রাইখ্যাছে
খালেক রাব্বানা।
সে গাছ বাঁকা
নামটি শাকা
ও সেই গাছে কুন সুমায়
কুন ফল ধরে
কুন কুন নামে ধরে গাছটি।
গাছের আছে
খাচ একটি নাম।
গাছের সে নাম নইলে
পাতুকী তরে
জীবের সাধ্য কি
এত পাপ করে।

৬

নবিতত্ত্ব
হইয়ে মাটি হও রে খাঁটি
সার করো জীয়ন মরণ
নবিজির খাসমহলে
যাবি আমার মন ॥

মাটি থাকে মাঠে পইড়ে[১]
কুদালে[২] কাটিয়্যা তারে
কুম্ভকারে নিয়া ঘরে
কত করে বিড়ম্বন ॥

তারে জল ঢালিয়্যা
কাদা করে
আছাড়ের পর আছাড় মারে
তাতে যুদি[৩] শক্ত থাকে
পাড়াইয়্যা করে নরম ॥

মাটি করে পরিপাটি
করে কত টেপাটেপী
আরু[৪] করে পেটাপেটি
আশাতে রাখে জীবন ॥

হাতে গড়ে মাইট্যা ভাণ্ড
দেখতে বড় আজব কাণ্ড
তাহার মইধ্যে[৫] এই ব্রহ্মাণ্ড
গইড়্যাছে মানুষ গঠন ॥

তারে চৈত্রে করে ভাজাভাজা
সাজার উপর এত সাজা
তার পরেতে কইরে পাঁজা
অগ্নিকুণ্ডে দ্যায় দাহন ॥

কাম ক্রোধ লোভ মহা মায়া
হিংসা নিন্দা ছাইড়্যা দিয়া
নিঘুম ঘরে[৬] বয় না যাইয়্যা
ও তর দূরে যাবে
কাল শমন ॥

তারে লইয়ে যায় প্রেম বাজারে
বিক্রয় করে প্রেমের দরে
গ্রাহকে পাইয়্যা তারে
জলেতে চুইব্যায়[৭] তখন ॥
তাতে মনে সন্দে[৮] থাকলে
হাতে নইয়ে[৯] টুকা মারে

খাটি জিনিস হইলে পরে
টুকাতে করে টনটন ॥

দ্যাখ খরিদ্দারে
নিয়া ঘরে
চাইল[১০] জলেতে মিশাইয়ে
চৌকার পরে দ্যায় তুলিয়্যা
অগ্নিকুণ্ডে দ্যাহ দাহন ॥

অগ্নিকুণ্ডে দ্যায় রে পুড়া
কত যায় রে ফাঁটা বেড়া
শক্ত গুরুর ভক্ত যারা
দ্যাখ পুড়ায় টেকে
দুই একজন ॥

অনুরাগী ভক্ত যারা
ছাড়ে না সেই গুরুর কথা
গুরু করে তারে ভাজাভাজা
তবু রূপেতে রাখে নয়ন ॥

দয়াল চান দরবেশে বলে
নিরিখ বান্দ[১১] দুই নয়নে
মেইতে[১২] থাক চরণ ধইরে এইবার
হইয়া রে মনের মতন ॥

এবার হইয়ে মাটি
হও রে খাঁটি
সার করো জীয়ন মরণ
নবিজির খাসমহলে
যাবি আমার মন ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পড়ে, ২. কোদালে, ৩. যদি, ৪. আরও, ৫. মধ্যে, ৬. গোপনে (নির্জন ঘরে), ৭. উত্তম রূপে ভিজায়, ৮. সন্দেহ, ৯. নিয়ে, ১০. চাল, ১১. বাঁধ, ১২. মেতে।

৭

নবিতত্ত্ব

দীন দুইন্যাই[১] আখেরি নবি আমার
এলোরে মক্কায়।

নবি আমার হাঁইট্যা যাইতে রে
কাফেরে মাইল্ল ঢেলা
নবিজির গায় ॥

মক্‌কা হইতে মদিনায়
আইসতে রে
কাফেরে কইল্ল[২] ঘেরা
রাস্তার মাঝে ।
আদেশ দিল পরওয়ারে
দোস্ত গো
পলাও দোস্ত এই সময় ॥

দীন দুইন্যাই আখেরি নবি
এলো রে মদিনায়
মরুভূমি আরব্য দ্যাশে
গাছ-বৃক্ষ নাই
সেই জাগায় ॥

কুথায়[৩] পলাইবে নবি
নবি জানের ভয়ে
দৌড়িয়া যাইতে
একটা খন্দক
পায় দেখিতে গো
খন্দক দেইখ্যা
দীনের নবি
সেইখানে পালায় ॥

যখন খন্দকেতে লুকাইল
একটা মাকড় এইসে[৪]
জাল টানিল গো ।
কুথা হইতে এক কবুতর
এইসে
বাসা কল্ল জালের পর
সে দুইট্যা ডিম পাল্ল
সেই জাগায় ॥

এহুদীর দল নিল ঘির‍্যা[৫]
কবুতর গেল উইড়্যা রে ।

খন্দকে তারা ডিম দেখিল
দেইখে তাদের আক্কেল
গুম হইল[৬] ॥

যদি নবি খন্দকে থাইক্‌ত
জালের পর ডিম্ব
না ঝুলিত গো
জালের ডিম্ব
খন্দকে পইড়ে[৭]
চুন্ন বিচুন্ন[৮] হইত গো ॥

খন্দকেতে ঢুকে নাই নবি
মনে মনে এইন্যা ভাবী
ইহুদিরা চইলে যায়
কত রকম খুঁজল তারা
নবি রে না খুঁইজে পায়
দীন দুইন্যাই আখেরি নবি
এলোরে মক্কায় ॥

আজগোবী এক ধুইম্যা[৯] দেইখে
নবি আমায়
মা ফতেমার বাড়ি যায়
যাইয়ে ফতেমার বাড়ি
বইলত্যাছে দীনের নবি
সাত দিনকর অনাহারী
শুন মা বরকত জননীরে
কি আছে তুমার ঘরে
খাইতে দ্যাও না মোরে ॥
তাইতে মা বইলত্যাছে
আমার সুনার বরণ
দুইটি পুত্র
অঙ্গ তাগো[১০] কালা হয় ।
চাইয়া দ্যাখ ওগো বাবা
আইজ ক্ষুধার জ্বালায়
এমাম হোসেন
ধুইলাতে লুটাতে

ওগো বাবা
লজ্জা দিও না আমায়
দীন দুইন্যাই আখেরি নবি
এলোরে মক্কায় ॥

নবি তখন ভেইবে[১১] কয়
আমি যুদি খাই গো খানা
উম্মতের কি হবে উপায়
উম্মতের দায়ে নবি
প্যাটে পাথর বাইন্দে[১২] রয় ॥

প্যাটে পাথর বাইন্দে নবি
ইরান শহর চইলে যায়
নবি আমার হাইট্যা যাইতে
কাফেরে মাল্ল ঢেলা
নবিজির গায় ।
দীনের জুন্নে[১৩] নবি আমার
কত কষ্ট পায়
দীন দুইন্যাই আখেরি নবি
এলোরে মক্কায় ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দীন দুনিয়ার, ২. করল, ৩. কোথায়, ৪. মাকড়সা এসে, ৫. ঘিরে, ৬. কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, ৭. পড়ে, ৮. চূর্ণবিচূর্ণ, ৯. ধুম্র, ১০. তাঁদের, ১১. ভেবে, ১২. বেঁধে, ১৩. জন্য ।

৮

নবিতত্ত্ব
ওরে এইসে দুনিয়ায়
অস্থির হইল নবি ফুঁড়ার যন্ত্রণায়
দীন দুনিয়ার দয়াল নবি রে ।

আস্তে আস্তে দীনের নবি
গেল উম্মাহানীর ঘরে রে
নবির হাল দেইখ্যা বিবি
বেছনা পাইত্যা দ্যায় ।
বিবির দেলে পানি নাই গো
কত মান্য মানত কল্ল বিবি
আল্লাজির দরগায় ।

এগো আল্লা পাকপারয়ার
আমার কথা ন্যাউ[১]
নবিজির বেথা[২] আমায় দিয়্যা
পাক হুজুরের নাপাক দেহে
ছহি ছালামত দ্যাউ[৩] রে।

বিবি আবার কহে
দাসীকে ডাকিয়্যা
বলি ওগো বান্দি যাও না একবার
অতি তরা কইর‍্যা[৪]
ভালো একজন বৈদ্য আন
এহিকালে ডাকিয়ারে।

জানের সমান নবি
আইজ যায় যে ছাড়িয়া
আত্মার বদলায় তারে দিব
ব্যাধির শান্তি দিয়্যা রে।
চক্ষের পানিতে বিবির
বসন ভিজ্যা যায়
পটকন খাইয়ে[৫] ধুলায় যাইয়ে
গড়াগরি দ্যায় রে।
ওরে এইসে দুনিয়ায়
অস্থির হইল নবি ফুঁড়ার যন্ত্রণায়।

নবি বলে ওগো বিবি—
আমার ব্যাধির নাই গো ঔষধি
তুমি ব্রেথা[৬] কেন ভাইকে আন
বড় বড় মুসুদ্দি[৭]।
জমিনেতে গিরে বিবি
নবিজির চিন্তায়
ধীরে ধীরে দীনের নবি
আবার ম্যালা দ্যায় রে।
ওরে এইসে দুনিয়ায়
অস্থির হইল নবি ফুঁড়ার যন্ত্রণায়।

আয়শা বিবির ঘরে যাইয়ে
উপস্থিত হয়

নবির হালও দেইখ্যা
বিবি বলে হায়, হায় ।
বেছনা পাইত্যা বিবি
নবিকে শুইতে দিল ।
অস্তে ধীরে পাক শরীরে
হস্ত বুলাইতে লাগিল
ঘুমের আবেশ হইল নবির
বিবির যতনে ।
এদিগেতে[৮] আয়শা বিবি
মুখ লাগাইল ফুঁড়া মন্থনে ।
ফুঁড়া হইতে যত পিক
বাহির হইল
সকলি যে আয়শা বিবি
পান করিল ।

দেখিতে দেখিতে নিশা
উতারিয়া গেল
ফজরের কালে নবির
ঘুম ভাঙ্গিল ।
নবি বলে ওগো বিবি
কে করিল এমন কর্ম
ঘুম যাই আরামে
আমার সারা নিশি
কাইট্যা[৯] গেল
একটি মাত্র ঘুমে ।
বিবি বলে ওগো নবি
বলি যে তোমারে
তুমার ফুঁড়ার বৈদ্য আমি বটি
কইতে লজ্জা করে ।
দীনের নবি বলে তখন
ওগো বিবি বিবি গো
ফুঁড়ার পিক কল্লা কি[১০]
বিবি বলে ওগো নবি
দীনের নবি গো
আমি সকলি খাইয়্যাছি ।

তখন নবি বলে ওগো বিবি
মন পিয়ারি

কি দিবে এই না ভবে
ঋণ শুধিতে পরি।
ষাইট হাজার কলমা তখন
বিবিরে দিয়্যা যায়
পতি ভইজ্যা আয়শা বিবি
অমূল্য ধন পায়।
মনের মতন হইলে ভজন
ও তার দেলটা রুসনাই হয়।
ওরে এইসে দুনিয়ায়
অস্থির হইল নবি ফুঁড়ার যন্ত্রণায়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আমার কথা ধরো, ২. ব্যথা, ৩. দাও, ৪. শীঘ্র করে, ৫. হঠাৎ পড়ে যাওয়া, ৬. বৃথা, ৭. মুৎসুদ্দি, ৮. এদিকে, ৯. কেটে, ১০. করলে কি।

৯
ওরে নবি বৃত্তাকারে[১]
ঘুরে ফিরে
তারে চিনা বিষম দায়
ওগো নবিকে চিনিলে পরে
অনায়াসে খোদা পাওয়া যায়।

নবি খেলে ইস্কের খেলা
প্রাণ করে নিগূঢ় পিয়ালা
সে যে পঞ্চনূরে করে খেলা
এক জাতে[২] মিশে রয়।
নবিকে চিনিলে পরে
অনাসে[৩] খোদা পাওয়া যায়।
(হারে) যে হইছে নবিজির আশক
না চিনে সে ভেস্ত দজুখ
সে যে ছেইড়ে দিয়ে আপন মাশুক
এইসে নবির মন যুগায়।
নবিকে চিনিলে পরে
অনায়াসে খোদা পাওয়া যায়।

হায়াতের মুর্ছালীন বলে
জিন্দা নবি কালে কালে[৪]

ফকির শুকলাল বলে
ময়কলেতে নবি পইড়্যাছে ধরা
এ ধরায় ।
নবিকে চিনিলে পরে
অনায়াসে খোদা পাওয়া যায় ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বৃত্তাকারে, ২. নূর দুই প্রকার : জাত নূর ও ছেফাত নূর, ৩. অনায়াসে, ৪. ফকিরগণ বলেন, নবিজি চিরজীবী ।

মনবন্দী

প্রসঙ্গ-কথা : সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক হচ্ছে মানুষের মন। বিচার গানের আসরে তাই বিভিন্ন তত্ত্বগানের পাশাপাশি মনবন্দী গান পরিবেশন করা হয়। এই গানের বিশেষত্ব হচ্ছে নিজের দীনতা এবং মনের অবাধ্যতা প্রকাশ করে মনকে বাধ্য করবার উপায় খোঁজা।

১

মনবন্দী

মায়া ঘুমে রইয়াছ, ঘুমাইয়া রে মানব
মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়া
মানব রে বৃক্ষ আদি, তরুলতা
ভুলে না মাবুদের কথা
সময় পাইলে উঠেরে জাগিয়া
মায়া ঘুমে রইয়াছ, ঘুমাইয়া রে মানব।
মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়া ॥

মানব রে দিনেতে হয় টাকার বশ
রাত্রে রমণীর বশ
দিন গেল তোমার
ঐ ভাবনা লইয়া রে মানব।
তুমি মায়া ঘুমে, রইয়াছ ঘুমাইয়া ॥

মানব রে
ও তোমার সাধনাতে পইল ঢিল
পিছে লাইগল আজাজিল
তোমায় উইল্ট্যা[১] পথে
নিবে রে টানিয়া রে মানব।
মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়া ॥

মানব রে
তুমি সাধ করিয়া ধইল্যা পির
লরছ[২] আদি মনস্থির
তুমি সেই মাবুদের নাম

গিয়াছাও ভুলিয়া ।
রে মানব ।
তুমি মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়া ॥

মানব রে
পুলছুইর‍্যাত হাসরের মাঠে
মন কেরামন নেকী শোনে
তুই কি জব[৩] দিবি
তাহার কাছে যাইয়া
রে মানব ।
তুমি মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়া ॥

মানব রে
তুমি ছেরাতাল মুস্তাকিন হও
গুরু পদে নয়ন দেও
অলাসেতে[৪] নিবে পার করিয়া
রে মানব ।
তুমি মায়া ঘুমে রইয়াছ ঘুমাইয়া ॥

মানব রে
আইছাও[৫] ভবে যাইতে হবে
আইজ[৬] মইলে[৭]
কাইল[৮] দুই দিন হবে
পাগলা ফকিরে বলে
আয়ু বেলা গেলরে ডুবিয়া
রে মানব ।
তুমি মায়া ঘুমে রইয়্যাছ ঘুমাইয়া ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বিপরীত, ২. কামনা, ৩. জবাব, ৪. অনায়াসে, ৫. এসেছ, ৬. আজি, ৭. মারা গেলে, ৮. কাল ।

২

মনবন্দী

আমার কথা শুনে না যে, তার কথা শুনব না আমি
এক ঘরেতে দুই জনাতে বাস কইরত্যাছি তুমি আমি ।
সে কেমন জানি না কিছু, চইলত্যাছি তার পিছু পিছু

কথায় কথায় ঝগড়া বাধে, বিবাদের অপূর্ণ কামি।
ঘুমের ঘোরে পইরে লুটি, অমনি আবার জেগে উঠি
কে জাগায় তারে না দেখি, করি ছুটাছুটি দিবা যামী।
এমনি হলে থাকা দায়, এক ঘরেতে দুই জনায়
শান্তি হইয়ে খ্যান্ত করো, করো বন্ধুভাব আমি তুমি।

৩

বিচার-মনবন্দী

আঁখির নীরে টেনে আন মন, প্রাণের প্রাণ কাছে
চক্ষে জল আর প্রাণেরই টান, তাই বিনে কি আর মন্ত্র আছে।
প্রাণভরা করুণ সুরে, প্রেমভরে ডাকিলে পরে
অমনি এসে, হেসে হেসে, আনন্দ প্রাণে নাচে।
খেলা খেলে সেই প্রাণ পুতুল, দুল দুল
যে দেইখ্যাছে তার সে দুল, মায়ার কুল সে ছাই রে দিছে।
ভেবে কয় তাই মনো-মোহন গাছ তলায় কইরত্যাছি রোদন
ছুইটবে কি তার কর্ম বন্ধন, জন্ম মরণ যাবে ঘুইচে।

৪

বিচার-মনবন্দী

মন মাঝে তার যেন ডাক শোনা যায়
কে যেন আমারে অতি সাধ কইরে
হাত দুইখানা ধইরে টেইনে লইতে চায়।
ইঙ্গিতে সঙ্গেতে পলকে পলকে কোথায় যেতে নারি
পিছে থেকে ডাকে।
শুনি সেই তান চমকি উঠে প্রাণ
বলে রহমান ফিরে আয় আয়।
অবহেলা কইরে দৌড়াইয়া যাই
চৌদিকে নিহারি কিছু নাহি পাই।
ফিরে এইসে দেখি হৃদয় মাঝে
দাঁড়াইয়া আছে সে আমার অপেক্ষায়।
হেন প্রাণবন্ধু হৃদয়েরি স্বামী
তারে কাছে রেখে কেন দূরে ভ্রমি।

৫

বিচার-মনবন্দী

করি করি দোষ, না রে করে রোষ
সুজন পুরুষ সে মাথা মমতায় ।
আমি হলে তারি, সেও তো আমারি
নিলে তার কর্ম, কাইটত কর্ম ভুরি ।
কেন কি কারণ, নিলাম না তার মন
মন-মোহন ভাবে এই ধরায় ।

৬

মনবন্দী

আমি তোমার পোষা পাখি
ওহে দয়াময়
তুমি আমার মন-মহাজন
সদাই নির্দয় ।
আমি তোমার পোষা পাখি
যা শিখাও তাই শিখি
যা করাও তাই করি আমি
আমি, আমি কিছু নই
ওহে দয়াময় ॥

সংসার পিঞ্জরায় তুমি
আমাকে রেখে দাও
রয়েছি আমি ।
আমার সুখ ভুকে (ভোগ) আশা মিটল না
ছুটিতে চাহে হৃদয় ।
আমি তোমার পোষা পাখি
ওহে দয়াময় ॥

আমায় লইয়া তুমি
খেলা করো দিবাযামী ।
তুমি হাসাইলে হাসি আমি
কান্দাইলে কান্দিতে হয় ।
আমি তোমার পোষা পাখি
ওহে দয়াময় ॥

তুমি চলাইলে চলি আমি
বলাইলে বলি আমি ।

আমি তুমি, তুমি আমি
দেহ আত্মার পরিচয়
ওহে দয়াময় ॥

৭

মনবন্দী

মন তর পুইর‍্যান কথা জাগাইয়া দেরে
নতুন হইয়ে এবার উঠুক ভেসে।
শ্যামা আমার আহ্লাদিনী
নাচে রে এসে, হেসে হেসে
দয়াময়ীর নামের গুণে
তার ভালোবাসা বিতরণে।
লাগিল ক্ষেতি বিমানে
চন্দ্র সূর্য দুই-ই হাসে
নতুন হইয়ে এবার উঠুক ভেসে।
ভেবে কয় তাই মনমোহন
মায়ের প্রেমে যার মন হয় আগমন
তার পুরান কথা হয় গো নতুন
যেমন আলোকে আঁধার নাশে
নতুন হইয়ে এবার উঠুক ভেসে।

৮

মনবন্দী

আমার মন পাগলা রে
আমার দেল পাগলা রে
পাগল হইয়াছাও তুমি
কাহার লাইগ্যা রে।

কামিনী কাঞ্চন পাগল
আছে সর্ব ঠাঁই
আমার আল্লার নামে
একজন মানুষ খুঁজিয়া না পাই।
জয়নালেরি ব্যাপাকে[১]
এজিদ পাগল, বন্দী রাখে পানি
এমাম শোকে হইছে পাগল
ফতেমা জননী।

স্বামীর জন্যে হইছে পাগল
বিবি সখিনা
উম্মতের লাগিয়ে পাগল
আমার দীনের মোস্তফা।

আমার মন পাগলা রে
আমার দেল পাগলা রে
পাগল হইয়াছাও[২] তুমি
কাহার লাইগ্যা রে।

দাউদ নামে পয়গাম্বর একজন ছিল
এক সেজদায় আঠারো ছেইলা
শহিদ হইল।
মন পরীক্ষার জন্য আল্লা ইব্রাহিম রে কয়
বাপ হইয়া চালায় ছুরি
আপনা বেটার গায়।
মনসুর কয়, নিজে খোদা
হইয়া গেল পাশ
কাজিরা বলে পাগল
কইরল সর্বনাশ
আশুক মাশুক[৩] পয়দা
নহে কুন জুদা[৪]।
আমার দরবেশে বলে
মজনু পাগল
সংসারে সে লাভ কইর‍্যাছে[৫]
খোদা (রে)।

আমার মন পাগলা রে
পাগল হইয়াছাও তুমি
কাহার লাইগ্যা রে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বিপাকে, ২. হয়েছ, ৩. প্রেমিক, প্রেমাস্পদ, ৪. তফাৎ, ৫.করেছে।

৯

মনবন্দী

ওরে মন দিয়া মন
ধরা বিষম দায়

আমার মন তো নিজের বশী নয়।
দশ ইন্দ্র[১] বসুমতীর হয়
একটি ভাবের বেড়া
কইরে খাড়া
জ্ঞানের বাতি দিতে হয়।
ওরে মন দিয়া মন
ধরা বিষম দায়
আমার মন তো
নিজের বশী নয়।

ওরে বিবাদ বান্দন[২] বান্দ কইসে[৩]
তার সাথে একমন মিশাইয়ে[৪]
ভক্তি প্রেমের ছাউনি দিয়া
ভক্তির এক তালা মাই রে[৫]
থাক সর্বদায়[৬]।
ওরে মন দিয়া মন
ধরা বিষম দায়
আমার মন তো
নিজের বশী নয়।

ওরে গুরুর রূপ
আছে যার নয়নে
তারে কালে ধরে কেমনে
মন প্রাণ সইপে দ্যায়[৭]
গুরুর চরণে।
আছে জিন্দেমরা
অধর ধরা
ধরা আছে সন্ধানে।

সে দোজখ ভেস্তের
ধার ধারে না
মন তো বান্দা[৮] গুরুর চরণে, ও হায়
ওরে মন দিয়া মন
ধরা বিষম দায়
আমার মন তো
নিজের বশী নয়।

আছে কেতাব কোরান
সব একই সমান
যার আছে পাকা এমান[৯]
এ ত্রিভুবনে।
ওরে দোদুল বান্দা
কলমা চোরা যারা
তাগো[১০] শুধু মুখে গল্প করা
সে যে লোক সমাজে
তসবি জপে।
সদায় থাকে কপনি পরা
ঐ রকম হয় যার মন
গুরু ভজন হবে না তার
জনম ভরা।
ভাইব্যা কয় আজাহার
মারা চাই মনের বিকার
না হইলে দোজখ মাঝার
যাবি কি তোরা
ও হায়।
ওরে মন দিয়া মন
ধরা বিষম দায়
আমার মন তো
নিজের বশী নয়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ইন্দ্রিয়, ২. বাঁধা ৩. এঁটে বাঁধো, ৪. মিশিয়ে, ৫. মেরে, ৬. সবসময়, ৭. দেয়, ৮. তার মন বাঁধা, ৯. ঈমানই হলো আসল বস্তু, ১০. তাদের।

১০

মনবন্দী

প্যাটের চিন্তার মতন
এমন চিন্তা নাই।

প্যাটের চিন্তায় মন উইত্যালা
দিব্যানিশি ভাবচি তাই।
প্যাটের চিন্তার মতন
এমন চিন্তা নাই।

সারাদিন খাইটে খুইটে
যা আনি তা ভাঙ্গি হাটে

তবু গিন্নি চেইগে ওঠে
বলে ঘরে কিছুই নাই।
মরি আমি গিন্নির ডরে
মনের দুঃখ বইলব কারে
চাইল ফুইর‍্যাইল
ডাইল ফুইর‍্যাইল
সদাই গিন্নি বলে তাই
প্যাটের চিন্তার মতন
এমন চিন্তা নাই।

কিবা বাবু কিবা মুইটে
প্যাটের খাটনি সবাই খাটে
পশু পক্ষি ঘাটে মাঠে
প্যাটের চিন্তায় মইল ভাই।
প্যাটের চিন্তার মতন
এমন চিন্তা নাই।

করিয়া প্যাটের সন্ধান
চোরের লৌকায়
সাধুর নিশান
উড়ছে ভালো
দেইখতে শোভা
ধইরতে কারও
সাধ্য নাই।
প্যাটের চিন্তার মতন
এমন চিন্তা নাই।

যখন আমি নামাজ পড়ি
তখন চিন্তা উঠে ভারি
কিসে চইলবে
দিন গুইজ্যারি
সেজদা দিয়া
ভাবি তাই।
কি করি কি করি বইলে
তছপি মালায় জপি তাই।
প্যাটের চিন্তার সমান
এমন চিন্তা নাই।

আদিতত্ত্ব

প্রসঙ্গ-কথা : জগত চলছে, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু এতসব সৃষ্টির আদি উৎস কি? আদিতত্ত্বের গানগুলোতে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়।

১

আদিতত্ত্ব

ডুব দিয়া রূপ দেখিল্যাম
প্রেম নদীতে।
আছে আল্লা মুহম্মদ আদম
তিন জনা এক নূরেতে ॥

সে সাগর অকুল আদি
কও নাই নিরবধি
নিঃশব্দ হল সিন্ধু আদিতে আদিতে
আচানক[১] দিয়ে লাড়া[২]
সেই তো সৃষ্টির গোড়া
আদিতে আদিতে।
ডুব দিয়া রূপ দেখিল্যাম
প্রেম নদীতে ॥

শব্দ হইল কোন
জান তার নিরূপণ
হুয়াল আছমা কার গিরিতে[৩]।
উয়াহেদো জাত নূর[৪]
এলেম হয় জহর[৫]
সহজ অযুদ[৬] কায়া
কোনেতে কোনেতে।
ডুব দিয়্যা রূপ দেখিল্যাম
-প্রেম নদীতে ॥
জাতের এতবার[৭] চাইরো[৮]

পুঁজি পাট্টা এহি তার
আরেফ[৯] পারে ভালো বুঝিতে[১০] ।
জাত হেপাত আছিল[১১]
নয় বাতন ঘরে এইল[১২]
এমুন সমায় জাহের হইল
দেখিতে দেখিতে ।[১৩]
ডুব দিয়া রূপ দেখিল্যাম
প্রেম নদীতে ।

অধীন কাছেদ কেইন্দে[১৪] বলে
জালাল চান্দের চরণ তলে
আমি আচি[১৫] ক্যাবল
সাঁইর কেরপা[১৬] বলে ।

সাত পাঁচ বারোর ঘরে
সাঁই আমার বিরাজ করে
আমি তালিমে পাইন্যা
সে ভেদ বুঝিতে ।
ডুব দিয়া রূপ দেখিল্যাম
প্রেম নদীতে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. হঠাৎ, ২. নাড়াচাড়া, ৩. ভিতরে হুলতানি (সবসময় আল্লাহ্ ধ্বনি) হলে খবর জানা যায়, ৪. ফকিরগণ জাত ও হেপাত এই দুই প্রকার নূরের কথা বলে থাকেন, ৫. মাণিক্য, ৬. দেহ, ৭. রকম, ৮. চার, ৯. কামেল, ১০. বুঝতে, ১১. ছিল, ১২. এলো, ১৩. দেখতে দেখতে, ১৪. কেঁদে, ১৫. আছি, ১৬. কৃপা ।

২

আদিতত্ত্ব

হায় খোদা তুমার কুদরতি
নেরাকারে ভেইস্যাছাও[১] তুমি
মন-পবন বাতাস দিয়ে
তুমি আবার আভেতে[২] হইল্যা স্থিতি
হায় খোদা তুমার কুদরতি ।

ফ্যানাতে[৩] মাটি হইল
পাক পাঞ্জাতন সঙ্গে কইরে
ডিম্ব ভরে ভাসিল্যা তুমি ।
তিনটি ঢেউ মৈথুন কইরে[৪]

নিচে পাহাড় দিচাও[৫] ঠেকনি
হায় খোদা তুমার কুদরতি ।

এস্কো[৬] ডিম্ব ফেইটে গেল
'হাহু' তিনড্যা[৭] শব্দ হইলরে
'হাহু' তিনড্যা শব্দ হইয়ে
তিন দ্যাশে কইরল বসতি
হায় খোদা তুমার কুদরতি ।

আলোকেতে মিম হইল
আবার মিমেতে মুহম্মদ হইল রে
মিমিতে মুহম্মদ হইয়ে
গোপনে রইয়্যাছেন তিনি
হায় খোদা তুমার কুদরতি ।

গোপনেতে ছিলেন তিনি
আবার জাহেরাতে এইসে[৮]
হইল্যান[৯] নূর নবি
উম্মত তরাইব্যান বইলে[১০]
পুলছুইর‍্যাতের ঘাটে
আবার হইয়েছেন পাটনি
হায় খোদা তুমার কুদরতি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ভেসেছিল, ২. শূন্যে, ৩. ফেনা, ৪. ঢেউ ছেনে, ৫. দিয়েছ, ৬. আশেকে, ৭. তিনটা, ৮. প্রকাশ্যে এ[illegible] হলেন, ১০. উদ্ধার করবেন বলে ।

৩

আদিতত্ত্ব

খবর দিয়াছে আল্লা কোরানে
কোরানের ভেদ না জাইনলে পরে
ঘুইর‍্যায়[১] তাকে শয়তানে ।

কোরানে পর আলেফ হরফ
যুগ্যে[২] দ্যাখ তার বামে তরফ[৩]
মিম হরফ নকি কল্লে[৪]
দেখি না খোদা কারে কয় ।
খবর দিয়াছে আল্লা কোরানে ।
যখন বান্দা খাড়ায়[৫] নমাজে

দিষ্টি করে[৬] সেই বুইড়্যা আঙ্গুলে[৭]
ঐ রকম নমাজের কালে
অন্য দিগে[৮] মন সরাইলে
সহবৎ ব্রাকে[৯] তারির সঙ্গে[১০]
খবর দিয়াছে আল্লা কোরানে।

ঘাড়ের সাহারগ হইতে খোদা কাছে
খোদে খোদা চিনতে হইলে
বরজখ রাইখো ছ্যামনে[১১]
খবর দিয়াছে আল্লা কোরানে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঘোরায়, ২. নজর করে, ৩. জায়গা, ৪. বাদ দিলে, ৫. দাঁড়ায়, ৬. দৃষ্টি করে, ৭. বৃদ্ধাঙ্গুলি (পায়ের), ৯. সংখ্যাটি হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, ১০. তার সঙ্গে, ১১. সামনে।

৪

আদিতত্ত্ব

ও কিসের আশে সাই
জান গা নেয়
নেরঞ্জন কে স্বপ্ন
কে দ্যাখায়।
ও স্বপ্ন দেইখ হাপনাকে ভুলে
নিরাকার হয় হাপনা নূর টইলে।
ও সে যে হইয়ে নিরাকার
একলা একেশ্বর
ও ভবে কে আইস্যা
তার দোসর হয়।
নূরের ডিম্ব নূরেরই খেলা
ভাইসলেন পরওয়ার
দীনেরই আশায়।
ভবে যার হইতে দীন
পায় না সে দীন
ভবে দীনে পাইলে কি আর
দৃষ্টি রয়।

রসতত্ত্ব

প্রসঙ্গ-কথা : বিচার গানের আসরে বিশেষ এক পর্যায়ে রসতত্ত্বের গান পরিবেশিত হয়। রসতত্ত্বে মূলত মানুষের দেহবস্তুতে লুকায়িত প্রেম-রসের বিষয়সমূহ উত্থাপিত হয়। একইসঙ্গে নিজ দেহের রসসঞ্চার বিষয় যেমন উদ্ধৃত হয়; তেমনি, প্রেমিক তথা জাতপতির সাথে মিলন আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে প্রেমিকাভাবের ব্যাকুলতা প্রকাশ করা হয়।

১

বিচার-রসতত্ত্ব

আছে রসের মীন রে, আছে রসের মীন
তিন ধারে তিনবর্ণ জল, মন রে তুই প্রেমের বড়শি বাইতে চল
প্রেম নদীরই বাঁকে বাঁকে, কালভূমি ছয় কুম্ভীর থাকে
তবে দেই খরবে যখন সাঁই রবে তখন মন মন রে
সে বটে বড় চঞ্চল, মন রে তুই প্রেমের বড়শি বাইতে চল।
গুরুর বিবেক হলদি গায়ে মাখ, সেই কাল কুম্ভীরের কাছে থাক
মন রে ঠিক জ্যোতে দুই নয়ন রাখ, বন্ধ হবে চলাচল।
কালের ভাঙ্গা বড়শি রইল পইরে, তোর মাছ ধরা হইল অবিকল।
গোঁসাই কৃষ্ণকমল যে সাগরে, মীনরূপে সাঁই খেলা করে
মীনরূপে সাঁই দিবেন ধরা, ভাবের দুরা হবে তর।

২

রসতত্ত্ব

সোনাবন্ধুর কেমনবা চাতুরি
দুঃখে মরি।
বন্ধু বৈদ্যাশী[১] নাগর
কেউ জানে না বাড়ির খবর
আমার দ্যাশে করছে ঘুরাফিরি।

দূরে নয় সে অতি নিকটে
নতুন ফুলে মধু লুটে
অঞ্চল ধইরে করে ঝাকিজুরি[২]।

সোনাবন্ধুর কেমনবা চাতুরি
দুঃখে মরি ।
প্রেম নদীতে ঢেউ তুলিয়্যা
জলের নিচে বাদাম দিয়্যা
আনল মোরে তিরপিনী[৩] পার করিয়্যা ।
ছল করিয়ে এইনে মোরে
লুকাইল পর্দার ভিতরে ।
ও সে আমার ঘরে বান্দিয়া কাছারি ।
সোনাবন্ধুর কেমন বা চাতুরি
দুঃখে মরি ।

এসে গৌর হৃদপথ
দ্বাদশ পদ্ম আছে বিশুদ্ধ
শুদ্ধ মানুষ বৈকুণ্ঠ বিহারী ।
সোনাবন্ধুর কেমনবা চাতুরি,
দুঃখে মরি ।

লালপুরেতে যমের বাসা
খুব সাবধানে যাওয়া আসা
সেথায় জালাল করছে তাবেকদারী[৪] ।
সোনাবন্ধুর কেমনবা চাতুরি
দুঃখে মরি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বিদেশি, ২. টানাটানি করে, ৩. ত্রিবেণী, ৪. খাদেম ।

৩

রসতত্ত্ব
ভাবেরি মরা মরলি না তুরা
ভাবেরি মরা মইর‍্যাছে[১] যারা
এস্কোর আগুনে দাহন সারা ॥

ভাবিনির[২] পাড়াতে
যে জনা গিয়্যাছে
ভাবুকের সঙ্গে তার
সমাজ করা ॥

নিহুত প্রেম[৩] মহর মারা
জ্ঞান আখি যার খুলা
মাশুকের ধ্যানে দ্যাখ
রইয়্যাছে তারা
অনুরাগের করণ করা
প্রাণ থাইকতে ফিদা মরা ॥

তিরপিনীর তাটে যাইয়্যা
দেগারে পহেরা[৪]
ছয়টা রিপু দশটা ইন্দ্র
করগা তারে বাধ্য
তা হইলে[৫] সে অচিন মানুষ
দিবে তুমায় ধরা ॥

তিরপিনীর তিরধারে[৬]
কুম্ভীরিনী বাস করে
পঠাস্ত জীব[৭] নেলে পরে
ডক্কন করে তারা ॥

রসিক্যা যে জন হয়
কুম্ভীরের রাখে না ভয়
ভক্তি করে তারে
মাইর‍্যা করে মারা ॥

পগল ফকিরে বলে
তাজা দেইখ্যা মরা হাসে
আজব কাণ্ড দেহ মাঝে
হইল্যাম দিশা হারা ॥

মরাকে চিরালে পরে
মান অহংকার যাবে দূরে
যে দেইখ্যাছে[৮] প্রেমের মরা
করণ তার করা সারা ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মরেছে, ২. ভাবের পাড়ায়, ৩. নিষ্কাম প্রেম, ৪. পাহারা দাও, ৫. তবে তো, ৬. ত্রিবেণীর ত্রিধারে, ৭. ভীত, ৮. দেখেছে।

৪

রসতত্ত্ব

প্রেমের তাস খেইলতে গেলে
মনে রেইখ খুব সাবাস[১]
সহজে খেলবি যদি প্রেমের তাস
খেলবি যদি ইস্তেক বিস্তি
চাইর কুড়িতে নবি গুনতি
তাতে যদি হয় রে কমতি
ধইরে নিবি একখান তাস।
সহজে খেলবি যদি প্রেমের তাস।

কুড়ি চৌদ্দ না থাকিলে
কি কইরবে তর ফ্যারাইর জোড়ে
নবরত্ন যাবে সইরে
হারাইবি হাতের পাঁচ।
সহজে খেলবি যদি প্রেমের তাস।

মন রে কি খেলিতে কি খেলিলি
সাহেবের পর বিবি দিলি
স্থূলে মূলে বিনাশ হলি
তাসের কল্লি[২] সব্বনাশ[৩]।
সহজে খেলবি যদি প্রেমের তাস।

কুড়ি চৌদ্দ হাতে রেইখে
খেলা খেল দেইখে দেইখে
অবশ্যাষে টেক্কা মেইরে
জিতে আন হাতের পাঁচ।
সহজে খেলবি যদি
প্রেমের তাস।

মন রে এতো গুলাম বিবির খেলা
এ খেলায় বড়ই জ্বালা
খেলবি যদি ওমন ভোলা
নয়ন রাখ চকিদার।
ফকির মুকলাল চান্দে বলে

খেলা খেল দেইখে[৪] দেইখে
খেলবি যদি প্রেমের খেলা
গুরুর কাছে হওগা পাশ।
সহজে খেলবি যদি
প্রেমের তাস।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সাহস, ২. করল, ৩. সর্বনাশ, ৪. দেখে।

বিবিধ

প্রসঙ্গ-কথা : এ পর্যায়ে বিচার গানের আসরে পরিবেশিত বিভিন্ন তত্ত্বাশ্রিত গান উদ্ধৃত করা হলো। নিম্নোক্ত গানের মধ্যে মুর্শিদ তত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, চন্দ্রতত্ত্ব, মারফতি, উপদেশ, ভজন, ভাটিয়ালি, নামাজের ধারা ইত্যাদি পর্বের গান সংকলনভুক্ত হয়েছে।

১

ওজুদে[১] মজুদ খোদা
দমে কিয়ামত
ওজুদ ভাণ্ড ঠিকানা হইলে
হবে না ভজন সাধন
ওজুদে মজুদ খোদা
দমে কিয়ামত।

এক ফুটাতে মালেক আল্লাকুল
দুই ফুটাতে সৃষ্টি হল
দমেরি রসুল।
তিন ফুটাতে মা ফাতেমা
চাইর ফুটায় আলীর গঠন
ওজুদে মজুদ খোদা
দমে কিয়ামত।

পাঁচ ফুটাতে পাক পাঞ্জাতন হয়
ছয় ফুটাতে ছয় রিপু
জানিবে নিশ্চয়।
সাত ফুটাতে সপ্ত তালা
এই দেহেতে রয়
ওজুদে মজুদ খোদা
দমে কিয়ামত।

আট ফুটাতে আট কুঠুরি
নয় ফুটাতে নয় দরজা

দশ ফুটাতে দশ ইন্দ্রিয়
এই দেহেতে রয়
ওজুদে মজুদ খোদা
দমে কিয়ামত ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দেহে ।

২

দেখবি যদি মালেক সাঁই
তহিদ কইরে[১] দেখ ভাই
ধ্যানের চাবি, জবানে দেও ঘুরানি
খ্যাপা মন রে ।
ভিতরে আছে কাদের গণি ।

আগে হও খোদার এস্কো ফানা ফেল্লা[২]
দেখবি তাহার নূর তাঁজেল্লা[৩]
দেইখ্যাছিল[৪] এক দিন মুছানবি
ছিল মুছা পয়গাম্বর ।

গিয়াছিল কৌতার পাহাড়
(ও তার) নূর তাজেল্লা
পাহাড় জ্বলে শুনি
খ্যাপা মন রে
ভিতরে আছে কাদের গণি
আল্লাহু আল্লাহু বইলে
গুরুর ধ্যান তুমি
লাগাও দেলে ।

এই দেহে দেখ তুমি
মানুষ পাঁচ জনি[৫]
সে মানুষের সঙ্গে
তুমি করো খেলা
দেখতে পাব রসুল উল্লা
খেলতে পাইল্লে[৬]

দেখতে পাবি নূর নূরানী
ভিতরে আচে কাদের গণি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. খুঁজে, ২. খোদার প্রেমে আত্মভোলা, ৩. নূরের ঝলক, ৪. দেখেছিল, ৫. জনা, ৬. পারলে ।

৩

না জানিয়া না শুনিয়া
কারে কল্লি নিশান সই
খুঁজে দ্যাখ তোর মনের মানুষ কই ?
রে মনরা ।

ঢাকার শহর চক বাজারে
নীল মণির দোকানে
মনের মানুষ চিন্তামণি
আছে রে ঔশান কোণে
হু হু করে শব্দ উটে
শুইলে আমি শান্ত হই
খুঁইজে দ্যাখ তোর
মনের মানুষ কই ?
রে মনরা ।

যদি মনের মানুষ চাও
তুমি জেন্দা মরা হও
এবার নিহুত প্রেম
কইরতে পাইল্লে[১]
মনের মানুষ হবে সই ।
(তুই) দেল দরিয়ায় ডুইবে দ্যাখ[২]
তোর খাস্তা সালের বস্তা কই
খুঁইজে দ্যাক তোর
মনের মানুষ কই
রে মনরা[৩] ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. করতে পারলে, ২. ডুবে দেখো, ৩. মন রে ।

৪

যদি চাও মানুষে
ভক্তি রসের বাদাম দিয়া

যাও না সরল দ্যাশে
সাধু রে ভাই
সেই না দ্যাশে যাবি যদি
মনোবাঞ্ছা করো
এবার অনুরাগের বিষ খাইয়ে
বাঁইচা[১] মরা মর
সেই না দ্যাশের
মানুষ রে ভাই
মরা ভালোবাসে
জেন্দা মানুষ পাইলে
ধইর‍্যা খায় মরা মানুষে
চাও যদি মানুষে
ভক্তি রসের বাদাম দিয়া
তুমি যাও না সরল দ্যাশে।

সাধু রে ভাই
তিরপিনীর উইজ্যান ধারে[২]
বেগে উইঠ্যাছে[৩] পানি
ঘূর্ণিপাকে পইড়ে নৌকা
কইরবে টানাটানি।
নিরিখ রাখ
হাইলের সলার
সেই মানুষের আশে
প্রেমের তরি টেনে নেবে
অনুরাগের বাতাসে
চাও যদি মানুষে।

সাধু রে ভাই
সরল দ্যাশে সরল মানুষ
সরল হইয়া আছে
গরল হইয়া গেলে পরে
সেই বাজারে বিশায় না রে।
মন মানুষ পবন সেথা
উইজ্যান হইয়ে আছে
তুলামাসা[৪] কম হই রে
ঠেকবি রে নিকাশে

চাও যদি মানুষে
ভক্তি রসের বাদাম দিয়া
তুমি যাও না সরল দ্যাশে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. জিন্দামরা, ২. ত্রিবেণীর উজান ধারে, ৩. উঠেছে, ৪. ওজন।

৫
তুমি যদি না দেখ খোদা
নিশ্চয় দেখে তোমায় খোদা
তুমি তোমায় চিন না
আল্লা তাইতে দেখ না
না দেখিয়ে এবাদত করা
হয় কি প্রকারে ॥

আপ্তজ্ঞান না হইলে
পাবা না তারে
তত্ত্বজ্ঞান চিনে দ্যাখ
তুমি পরাণ ভইরে
আল্লা বইলে ডাক তুমি
কুন উদ্দিশে[১] ॥

নাহি চিন তাই
সে নহে দূরে
অতি কুলে[২]
নিকটে তোমার ॥

ওয়া ওমা মায়া কুম
আয়না কুমতুম
দ্যাখ ফোরকাবা হামিদে
আপ্তজ্ঞান না হইলে
পাবা না তারে ॥

কি সুন্দর কালাম
কোরানের বাণী
এক আসনে বইসে আছো
তুমি আর আল্লা কাদের গণি
তুমিতি[৩] তোমায় চিন না
আল্লা তাইতে দ্যাখ না

না দেইখ্যে এবাদত
করা হয় কি প্রকারে
আপ্তজ্ঞান[৪] না হইলে
পাবা না তারে ॥

এলাহি একরাম সে
হাপনেই নূরী[৫]
দুইর‍্যা কাফে
কইয়ে দ্যাখ তত্ত্ব তহিদ[৬]
সাহরাগ[৭] হইতে নিকট
তবে ক্যান মন কপট
জায়নামাজে মিছে বস
ঝাটা মারো তুমি ছোর
আপ্তজ্ঞান না হইলে
পাবা না তারে ॥

ওয়া ওমা খালাক তা জেনওয়াছে
জারি আছে ছুইর‍্যাতে
পয়দা কইর‍্যাছে আল্লা তোমায়
বন্দিগিরি করিতে ॥

রুকু সেজদা নহে এবাদত
দেখ আয়াত এবাদত
ওয়ারযুদ ওয়ার বুদ
দ্যাখ ছুইরা হামিদ ভিতরে
আপ্তজ্ঞান না হইলে
পাবা না তারে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. উদ্দেশে, ২. কোলের নিকটে, ৩. তুমিই, ৪. আত্মজ্ঞান, ৫. নিজেই আলো, ৬. তত্ত্ব খুঁজে দেখো, ৭. ঘাড়ের রগ।

৬

মন যদি যাবি সেই প্রেম বাজার
দেহের ছয় রিপুকে বাধ্য কইরে
আগে শয়তান খালি হওগা পার
আমার মন যাবি যদি
প্রেম বাজার ॥

শয়তান খানি, কুম্ভীরিণী
নদীর গম্ভীর ধ্বনি
দন্তে কাইটা দিলেন তিনি
তাইতে কেহ হয় না পার ।
মদন মদন সুষম স্তম্ভন
মদন রাজার পঞ্চবাণে
ঐ বাণে যে জয় কইরতে পারে
সেই সেই যাবে ভব পার
আমার মন যাবি যদি
সেই প্রেম বাজার ॥

শয়তান খানি আবার মহাধন্য
বাস করে রস পরিপূর্ণ
এক বিন্দু রস পান করিলে
জন্মমৃত্যু নাহি তার
ধনী মানি জ্ঞান পণ্ডিত
খায় না তারা শয়তান খালের পানি
হইছে তাদের নির্বিকারের অধিকারী
আমার মন যাবি যদি
সেই প্রেম বাজার ॥

৭

বিচার মারফতি

যাবি যদি মন ফকির হাটা
মক্কা শরীফ গিয়া তবে সাধন লওগা মহর আটা
ধড়িয়া পিরের চরণ খেতমতে করহ নরম
দেহে যতক্ষণ থাকিবে দম ভুল না ঐ কথাটা ।
এমান কইরে বইসে থাক
আল্লাকে ইয়াদ রাখ
হুজুর দেলেতে ডাক
শক্ত কইরে বুকের পাটা ।
সেই হাটের হাটুইর‍্যা যারা
যে তা নয় কেউ সবাই মরা
মইরতে পাইল্লে দিও ধরা ।
জেতা মরাটা শক্ত লেঠা
লইয়ে কলঙ্কের ডালি

সইতে পারলে গালাগালি
পুইরতে পুইরতে হবি ছালি[১]
ধুইল্যা মাটির খাবি ইটা
যাবি যদি মন ফকির হাটা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ছাই।

৮

বিচার মারফতি

ও তোর মারফত বিহনে খালি[১] শরিয়ত কি কবুল হয়
দিন থাকতে ডাক দয়াময়।
শরিয়তে দলিল হইল, মারফত গোপনে রইল
মিনার বেদ সিনায় এলো, তাও কি তুমি জান না
জানিলে কইরতে পার, না জানিলে পইরব্যা কারে
যে জানে সে কয়না ডরে, ইসলামি দলিলের ভয়।

সাধু কর্ম ষোলো আনা, অর্ধেক ধর্মে ফল পাইব্যা না[২]
জাইনে সে ষোলোআনা ছাউরো না।
গাইয়িবী আওয়াজ হইল, সাঁইর বেদ সাঁই নিজে পাইল
নিজে বুইজ্যা[৩] বুজাইল, জালাল চান দরবেশে কয়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শুধু, ২. পাবে না, ৩. বোঝা।

৯

পরম চিনিবি যদি আগে মানুষ ধর
তুই মানুষ ধইরলে মানুষ হবি
তোর ঘুটবে মনের অন্ধকার।
দেহের আরে পাশে দীর্ঘ ধইরে
দেখলি না মন জরিপ কইরে
পুনার পুয়া যন্দে জমিন[১]
তুই চৌদ্দ পুয়া করলি সার।

ও তোর চৌদ্দ পুয়ায় দশ আইনজারি
খাইটবে না তোর ইজাকমারী[২]
যার আছে পুনার পুয়া, পলাইব্যার স্থান আছে তার।
দেহের বীজবিদ[৩] যে অবাধ
তার কাছে পাইবা না আদি

আছে উপরেতে আর এক তালা
চাবি বিনে যায় খুলা
মিছা ক্যানে গুরু বলা
তাতে কি ফল হবে আর।

মুর্শিদ জালাল চান কয় মন পাগেলা।
আগে ধর চন্দ্রকলা[৪] চন্দ্রবিন্দু না সাজিলে
তোর পারে যাওয়া বড়ই ভার।
পার খাটেতে দ্বারে রুদ্ধ, আগে তারে করো বাধ্য
তারে বাধ্য কইরলে পরে মরণ বাচন প্রক্রিয়ার।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দেহজমি, ২. বাহাদুরি, ৩. আসলতত্ত্ব, ৪. গোপনীয় মোকাম।

১০

ভজন

আমি ভাবিত্যাছি অন্তরে কি দিয়া ভাজব গুরুর
নইয়ে এলাম ষোলোআনা দয়ালগুরু করব বইলে উইপ্যাসনা[১]
আমার পূর্ণ-ভাণ্ড খণ্ড কইর‍্যারে[২] আমি ভাসিত্যাছি দুইনয়ন জলে।
পাপি রে দয়া কইরবে[৩] বইলে তাইতে ডাকচি আমি দয়াল বইলে রে
আমি কোন মহতের সঙ্গ ধইর‍্যা রে[৪] আমি ভাণ্ডপূর্ণ করিবে।
ফুলে মধু থাইকলে পরে ভ্রমর কি যায় অন্য ফুলে রে
আমি কার সেবার ধন কারে দিয়া রে
আমি সেবার বাদী হইল্যাম রে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. উপাসনা, ২. করে, ৩. করবে, ৪. ধরে।

১১

বেলায় দিছে ঝুকি রে
সন্ধ্যায় মারছে উঁকি রে
কেমন কইরা[১] আমি বইসা থাকি
খেলা কইর‍্যা দিন কাটাইল্যাম
কাজে রইল বাকি রে
মহাজনের কাজ করিতে
ছাইর‍্যা দিল এই মাঠেতে
চকে আইস্যা পথ হারাইল্যাম
পাইয়া একজন খুকি রে।
মরে যখন যামু ফির‍্যা।

মুখ দ্যাখমু কেমন কইর‍্যা
ইক্কা খেলার প্যাচে পইর‍্যা
কাজে দিলাম ফাঁকি রে।
মন পাগেলা পাগল সাইজা।
খাইবার লাগছে চক্ষু বুইজ্যা,
যেদিন দীনের মালিক লইবে বুইঝ্যা[২]
খাটবে না চালাকি রে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. করে, ২. বুঝে।

১২

ও কথা জেইনে[১] শুইনে[২] রলি ভুলে গো
পাগল তোর দিন গেল হেলায়।
ও মন রে—
ছিলা কুথা[৩] এইনে হেথায়[৪] যাইবে কুতায়
কি জুন্যেতে[৫] জন্ম নিয়া এইসেছ[৬] ধরায়
মনেতে পড়ে না তোমার সে সব বিবারণ[৭]
কামিনী কাঞ্চন পেয়ে হারালে রতন।
বাল্যকাল যায় হাসিখুশিতে গো
যৌবন যায় রসে।

ভাটি বয়স হলে কেহ
খুস খুসিয়া কাসে
সম্মুখে রইয়েছে[৮] তুমার[৯]
দুইর‍্যাস্ত[১০] সমন গো
কুন সুমায়[১১] য্যান[১২]
ধইরে[১৩] তোমায়
নিবে যম ভুবন
পিছের দিকে চেইয়ে[১৪] দেখ
বেলা ডুইবে যায়
মেজানের[১৫] ঘাটেতে শেষে
ঠেকবা[১৬] বিষম দায়।
ও মন রে—
পাগল তোর দিন গেল হেলায়।

কেরামন কাতেবিন[১৭] তোমার
ডানি[১৮] আর ও বায়[১৯]

নেকি বদি নেকতে[২০] আছে
আমল নামায় গো।

মেজানের ঘাটেতে যেদন
ওজন করিবে
আপনা কর্মফল
সেইদিন বুইছবে[২১]
সেদিন দক্ষিণ হস্তে
আমলনামা যে জন লইবে
জেন্নাতুল[২২] ফেরদোছে
সেজন পৌছাইয়া যাবে।
বাম হস্তে আমলনামা
রহিবে যাহার গো
দোজখের আগুনে পুইড়ে[২৩]
হবে ছারখার।
আমানতি বস্তু একটি
দিয়াছে তোমায় গো
মায়ারসে মন মজাইয়ে[২৪]
চিনলে না তাহায়।
ও মন রে—

পাগল তোর দিন গেল হেলায়
মুখে বইলতে[২৫] পার সবাই
কাজের মানুষ কই
পিরের চরণ খানি
যে কইরাছে[২৬] পই[২৭]।
চুপ কইরে[২৮] যাকে বইয়্যা[২৯]
রূপর‍্যাখা[৩০] নিহারে
অধরাকে ধরতে চিন্তা
মনে মনে করে।
নজরে সই হলে
মানুষ জাগায় বইসে[৩১] পায়
তার নৌকায় গুরু কাণ্ডারি
সামসুর উদ্দিন কয়।
ও মন রে—
পাগল তোর দিন গেল হেলায়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. জেনে, ২. শুনে, ৩. কোথা, ৪. এখানে, ৫. জন্যে, ৬. এসেছ, ৭. বিবরণ, ৮. রয়েছে, ৯. তোমার, ১০. দুরন্ত, ১১. সময়, ১২. যেন, ১৩. ধরে, ১৪ চেয়ে, ১৫. ওজনের, ১৬. ঠকবে, ১৭. ফেরেশতা, ১৮. ডানে, ১৯. বামে, ২০. লিখতে, ২১. বুঝবে, ২২. বেহেস্ত, ২৩. পুড়ে ২৪. মজায়ে, ২৫. বলতে, ২৬. করেছে, ২৭. লক্ষ্য, ২৮. করে, ২৯. বসে, ৩০. রূপরেখা, ৩১. বসে।

১৩

গুরু পদে কেন মন ডুবে নারে
গুরুজি বিনে হাশরের দিনে
তোর সুপারিশ কেও করবে নারে।
সেরূপ দেখিতে বাসনা যার
বেল গায়ে[১] এলমান[২] করো।
আয়নুল[৩] একিনে[৪] তার
পাইবা ঠিকানা।
নিগূঢ়ে হক্কেল[৫] একিন
বইসে[৬] ভাব রাত্রদিন
মান আরাফায়[৭] দেখা দিবে
আগে রব্বানা রে।

তুমি বলেছিলে খোদার তরে
যাইয়া সাধুর বাজারে
বেপার[৮] করিয়া এবার আনিব দুনা[৯]।
কেন ঠগ[১০] বাজারে যাইয়া
সেই কথাটা ভুলিয়া
আসল হারাইয়া কেন করত্যেছ ভাবনা।

ও সেই ঠগ বাজারে যাইয়া
জ্ঞানের তপিল[১১] হারাইয়া
পাপ কাজে লিপ্ত হইয়া
আমায় চিনলে না।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অদৃশ্যে, ২. আসল, ৩. আপন, ৪. বিশ্বাসে, ৫. খাঁটি, ৬. বসে, ৭. গোপনীয় মোকাম, ৮. লাভ, ৯. দিগন্ত, ১০. ঠক, ১১. তহবিল।

১৪

নবিতত্ত্ব

নবিজি মেরহজে গেল
বিবি উম্মে হানির ঘরে ছিল
জিবরাইল খবর দিল
জাননা রে —
দিল[১] মোর দীনের নবির তরে।

নবির কাছে জিবরাইলে বলে
পরোয়ারে দিল বইলে[২]
যেইতে[৩] হবে মেস্তাহার[৪] পরে
কওছরের পানি আনি
অজু করে আপনি
দুই রাকাত নামাজ নবি পড়ে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

দুই রাকাত নামাজ পইড়ে[৫]
ঘর হইতে বাহির হয় রে
ডাহিন পদ রাখে জমির পরে[৬]।
নবিজির পায়ের তলে
দেখতে পেল জিবরাইলে
তিনটি হরফ আছে একস্তরে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

সেই কুয়ার[৭] আরে পাশে
সাড়ে তিন হাত প্রমাণ আছে
লেখা আছে কেতাব[৮] মাঝারে
যে বোরাকে নবি গেল
বোরাকের রং সাদা ছিল
মুখখানি মানুষ আকারে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

সর্ব অঙ্গ ঘোড়ার মতো
পাও[৯] গাধার পায়ের মতো

জিবরাইল এনে দিল তারে
এক চক্ষু তার ছিল কানা
তাহার খবর জান না জান না
কানা হলো নবিজি র তরে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

নবি যাবে মেরহজেতে
ঐ বোরাক আসেকেতে[১০]
নয়ন বারি দিবানিশি ঝরে।
কোনদিন নবিকে পাব
পিষ্ঠে[১১] তারে উঠাইব
কাঁদতে কাঁদতে চক্ষে ছানি পড়ে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

নবি উঠিতে চায় বোরাক পরে
বোরাক সদয়ে[১২] লড়ে[১৩] চরে
জিবরাইল বলে বোরাক তরে
দীনের নবিকে উঠাহ পিষ্ঠে
কেন তোমার লাগে কষ্ট
সেই কথা বল আজ আমারে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

বোরাক বলে নবিজিরে
বিচার হবে রোজ হাসর
মিনতি করে বলতেছি[১৪] তোমারে
সেইদিনে আমাকে ছেড়ে
যেও না কারো পিষ্ঠ পরে
সত্য করার দিবে আজ আমারে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তবে
শুইনে[১৫] নবি স্বীকার হইল
নবিকে পিষ্ঠে নিল
খুশি হইয়ে আপনা[১৬] অন্তরে
ভেবে কাজেম চাঁদে কয়

আব্দুল হাকিম বলি তোমায়
সেই বোরাক আহে সবার ঘরে।
জাননা রে—
দিল মোর দীনের নবির তরে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দেল, ২. বলে, ৩. যেতে, ৪. আল্লার দরবার, ৫. পড়ে, ৬. উপরে, ৭. কূপ, ৮. কিতাব ৯. পা, ১০. অনুরাগে, ১১. পিঠে, ১২. সবসময়ই, ১৩. নড়ে, ১৪. বলছি, ১৫. শুনে, ১৬. নিজের।

১৫

চরণের ভেদ[১] বলব কি তোমায়
পাগলা মনুরায়[২]
মুখে বল গুরু ভক্তি করি।
অন্তরেতে জুয়াছুরি
তাইতে কি আর চরণ পাওয়া যায়।

চরণ আছে চার প্রকার
চার রঙে হয়েছে প্রচার।
রাঙ্গা চরণ যুগর চরণ কয়
শ্রীচরণ আর অভয় চরণ
জেনে লওগা তার বিবারণ[৩]
ভজন করো কামেল পিরের পায়
তাইতে কি আর চরণ পাওয়া যায়।

যেমন হলুদে চুন মিলাইলে
দুই রং ভেঙ্গে এক রং মিলে
যুগল চরণ ঐ রঙ্গেতে হয়
যুগল চরণ ঐ রঙ্গেতে হয়।
যে পেয়েছে যুগল চরণ
জড়া মৃত্যু শমন দমন
নাই তাহাদের কাল শমনের ভয়
তাইতে কি আর চরণ পাওয়া যায়।

রাঙ্গা চরণ লাল চরণ
ঐ চরণ করো স্মরণ।
শ্রীচরণ কাল বরণ হয়
শ্রীচরণ কাল বরণ হয়।

ঐ চরণে দিলে ভক্তি
পাপ হতে পায় জীব মুক্তি
পূর্ণ শক্তি জন্মে সাধনায়
তাইতে কি আর চরণ পাওয়া যায়।

অভয় চরণ হয় রে সাদা
ঐ চরণে মিলে রাধা
থাকে না তার পাড়ে যাওয়ার ভয়
থাকে না তার পাড়ে যাওয়ার ভয়।
গুরুর মাথা শিষ্যের পাও
এই কথাটা শুনতে চাও
বুঝাইয়া বলতেছি[৪] তুমায়
তাইতে কি চরণ পাওয়া যায়।

যখন গুরুর পায়ে
শিষ্য গিয়া ভক্তি দেয়
দেখ বিচার তাই করিয়া
দেখ বিচার তাই করিয়া
ভবে বলে কাজে যদি
শুন বলি সামসুর উদ্দিন
গুরু যখন শিষ্যের মাথায় হতে বোলায়
তাইতে কি আর চরণ পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তত্ত্ব, ২. মন, ৩. বিবরণ, ৪. বলছি।

১৬
ভোলা মনটি আমার
চরণে স্মরণ যেন থাকে
অকূল পাথারে আর ভয় কি তোমার
প্রাণটি সঁপিয়া দেও তাকে
চরণে স্মরণ যেন থাকে।
পাপের সাগরে কেন ডুবিয়া মর
কাণ্ডারি রইয়্যাছে[১] পিছে তারে স্মরণ করো
করো তার গুণগান
শীতল হইবে প্রাণ
নাচিতে নাচিতে যাবি পলকে গোলকে
চরণে স্মরণ যেন থাকে।

আমার আমার বলে মন
বলিও না আর
নয়ন মুদিয়া দেখ
সকল অন্ধকার।
আনন্দ করো মন
ভবে আছ যতক্ষণ
ভবা কয় চলিত্যাছ[২]
মরণেরই পথে
চরণে স্মরণ যেন থাকে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. রয়েছে, ২. চলছ।

১৭
এসো হে দয়াল মওলা
তোমার আসন খালি রয়
কত পাপ কইর‍্যাছি রে[১] আমি
তোমার দয়া পরে হয়।
চিন্তা ধ্যান করিত্যাছি[২]
তোমারই আশায়
দয়া কইর‍্যা দেখা দিলে
আমার ধারণা সিদ্ধি হয়।
এসো হে দয়াল মওলা তোমার
আসন খালি রয়।

চিন্তা ধ্যানে নাই রে তুমি
কি করি উপায়
ধ্যানে রূপ ধারণায় দেখি
পাই না মওলা তোমারে।
কোন রূপেতে পাব রে মওলা
কে দেখাই দিবে তরে[৩]
রহমত আলী মিনয় করে
কদ্দুছের চরণ তলে
দয়া কইরে দিলে চরণ
এই পাপী অধসেরে।

এসো হে দয়াল মওলা
তোমার আসন খালি রয় ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. করেছি, ২. করছি, ৩. তোমারে ।

১৮
আচ্ছা মজার পথ দেখাইছে
আমার দয়াল চান রে
নিরাকারে আকার ধইরে[১]
উইদ্যাসিনী[২] কইরল রে[৩]
আমার দয়াল চান রে ।
গুরু ভজন করি যদি
পাড়ার লোক হয়রে বাদি
বাদির জ্বালায় ভজন সাধন
করিতে না পারি ।
আচ্ছা মজার পথ দেখাইছে
আমার দয়াল চান রে ।
গুরু ভজন করি যদি
ছয় রিপু হয় রে বাদি
বাদির জ্বালায় ভজন সাধন
করিতে না পারি ।

আচ্ছা মজার পথ দেখাইছে
আমার দয়াল চান রে ।
রহমত আলী ভেবে বলে
সত্যের কাছেই সত্য মেলে[৪]
সত্যের কাছে মিথ্যা কখনও
থাকিতে না পারে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ধরে, ২. উদাসিনী, ৩. করল, ৪. মিলে ।

১৯
ওরে রূপ দেখাইয়া
পাগল করলি গুরু যাহারে
আসমারে জমিন পাহাড় নদী
তুই ছাড়া কেও নাই রে ।

তর রূপের এই না ধারা
জেন্দা থাইকতে[১] হয় সে মরা
ও সে কেন্দে কেন্দে হয় সাড়া
রূপের জলক দেইখ্যারে[২]
রূপ দেখাইয়া পাগল করলি গুরু যাহারে।

রহমত আলী বলছে হায়
রূপের তীর যার লেইগ্যাছে[৩] অন্তরে
আনন্দে মজিয়া সে মুখে বলছে হায় রে
রূপ দেখাইয়া পাগল করলি গুরু যাহারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. থাকতে, ২. দেখেরে, ৩. লেগেছে।

২০
ওহে দাতা দয়ালু তুমি
চিন্তা ধ্যান ধারণা আমি
বিসমিল্লার অর্থ আল্লা তুমি।
ধারণার রূপে আসমান জমিন
শান্তির কারক তুমি
ওহে দাতা দয়ালু তুমি।

তুমি আমারে করো শান্তি
ওহে দাতা দয়ালু তুমি
রহমান অর্থদাতা।
মুহম্মদ ধ্যানের কর্তা
ধ্যানে রূপে ঝলক দিলে
ধারণা রূপে নাহি কিছু কমি[১]
ওহে দাতা দয়ালু তুমি।

রহিম অর্থ দয়ালু
বানাইচাও[২] চিন্তার ফুল
রহমত আলীর চিন্তা তুমি
গুরু বিনে জানি না আমি
ওহে দাতা দয়ালু তুমি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কম, ২. তৈরি করেছ।

২১
লা এলাহা ইল্লাল্লাহু জেকের করো
চিন্তা ধ্যান ধারণা বিশ্বাসের ঘর
এই এলাহা অর্থ আছে সত্য
চলিত্যাছে ধ্যানেরই কারবার
লা এলাহা ইল্লাল্লাহু জেকের করো।

নাই অর্থ নাই মিথ্যা অন্ধকার
চিন্তার ঘর
ওকি হায় রে দেখিতেছি সংসার
অর্থ না জানিয়া যদি কও লা এলাহা
রহমত আলী ভেবে বলে হইবে কাফির।

২২
মন তুমি ধ্যান বুঝ না
বৃক্ষ লতা আছে ধ্যানে
চিন্তা কইরে[১] ক্যান[২] দ্যাখ না[৩]।
যেদিকে সূর্য ঢলে
সেই দিকে গাছের কলি হ্যালে
ধ্যানের বলে ফুল ফুটে
ভেইবে[৪] তুমি দ্যাখ না।

ঐ রকম পিরের ধ্যান যে করিল
তার অন্তরে রূপ ধরিল।
রূপেতে ফুল ফুটিয়ে
ফল হয় তার ধারণা
মন তুমি ধ্যান বুঝ না।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. করে, ২. কেন, ৩. দেখ না, ৪. ভেবে।

২৩
ওরে আমার মন বিশ্বাসী
বিশ্বাস তুমার হইল কি ?
প্রাণ তুমার আলোর বিদ্যা
রসুল তারই রূপের ক্ষুধা।

জ্ঞানে রূপ না ধরিয়ে
হবিরি তুই জ্ঞানকানা[১]।

প্রাণের রসুলকে দিতা চাও ফাঁকি
ওরে আমার মন বিশ্বাসী
বিশ্বাস তুমার হইল কি ?

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অজ্ঞান।

২৪
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
ভবে তার সাথে নাই লেনা দেনা[১]
কাঠুইর‍্যা[২] এক মানিক পাইল
নাচিন্যা[৩] তারে ফেইল্যা[৪] দিল।
মানিক কান্দে অবিল্যাসে[৫]
কানা কাঠুইর‍্যা তা ট্যার[৬] কইল্লনা[৭]।

জেদ্দ্যা থ্যা[৮] আইন্যা[৯] মাটি
ছেইনা[১০] করে তার পরিপাটি
মনের মত রাইং[১১] গড়াইয়ে[১২]
পুড়াইয়ে বানায় তায় কাঁচা গো সোনা।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
ভবে তার সাথে নাই লেনা দেনা।

রহমত আলী ভেবে বলে
কানা চোরে চুরি করে
ঘর থুইয়্যা[১৩] সিং[১৪] দেয় পাগারে[১৫]
কানায় ভাইগ্যে[১৬] ধন মিলে না।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
ভাবে তার সাথে নাই লেনা দেনা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আদান-প্রদান, ২. কাঠুরিয়া, ৩. না চিনে, ৪. ফেলে, ৫. অযত্নে, ৬. টের, ৭. করল না, ৮. হতে, ৯. এনে, ১০, ছেনে, ১১. মৃৎপাত্র, ১২. গড়ায়ে, ১৩. বাদ দিয়ে, ১৪. সিঁধ্, ১৫. খাঁদে, ১৬. ভাগ্যে।

২৫
আল্লার নামেতে হয় প্রেম উদয়
পিরের নামেতে হয় প্রেম উদয়
নামে প্রেমে ঐক্য হইলে

মওলা তার পক্ষ হয়
আল্লার নামেতে হয় প্রেম উদয়।

ধারণাতে রূপ হইলে
রূপে বাক্য সিদ্ধি হয়
আল্লার নামেতে হয় প্রেম উদয়।
আল্লা আদম আদমে আল্লা
তখন সে জানা যায়
আল্লার নামেতে হয় প্রেম উদয়।

রহমত আলী ভেবে বলে
নূরে বলে রূপের কথা
রূপকে নবি জানা যায়
আল্লার নামেতে হয় প্রেম উদয়।

২৬
ফকির কি গাছের গোটা[১] জান
ফকির পাইলে করিও যতন[২]
পাষাণ মন
ফকির কি গাছে গোটা জান।
সত্যতে হয় শরিয়ত
নবির তরিকে হয় তরিকত
হকিকতে হক কথা কয় যারা
আছে মারফতে এবাদত করা।
হইতে হয় জিন্দা মরা
ঐ রকম যদি করতে পার
পাষাণ মন
ফকির কি গাছের গোটা জান।
লায়লী মজনু মন্দাকিনী
যার প্রেমে এত বিলাম্বন[৩]
সে কথা বইলতে[৪] পারি
শরিয়তের মাথায় বারি
হক কথায় যায় মুনছেবের[৫] জীবন
ফকির কি গাছের গোটা জান।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ফল, ২. যত্ন, ৩. বিড়ম্বনা, ৪. বলতে, ৫. মনসুরের।

২৭
ডুইবে দ্যাখ দেখি মন দেল দরিয়ায়
(ও তার) নিরূপ লীলাময়
যারে আকাশে পাতালে খুঁজো
সেতো এই দেহেতে রয়
ও তার, কিরূপ লীলাময় ॥

শুইনতে পাই চাইর কারে[১] আলে
তিনি আশ্রয় নইয়া ছিলেন রাগে[২]
সেই রূপে অটল রূপ সেইনে[৩]
মানব লীলা জগত দেখায়
ও তার, কিরূপ লীলাময় ॥

লামে আলেফ লুক্কায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
নইলে[৪] কি সব নূরীতন
আদম অকে ছেজদা দ্যায়
ও তার, কিরূপ লীলাময় ॥

আহাদে আহাম্মদ হইল
মানুষে সাই জন্ম নিল গো
মুহম্মদ নাম প্রকাশিল গো
এ চৌদ্দ ভুবনময়।[৫]
ও তার, কিরূপ লীলাময় ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চার যুগের (অন্ধকার, ধন্ধকার, কূহকার, নিরাকার), ২. রাগ-রাগিণীতে, ৩. গোপন করে, ৪. তা-না হলে, ৫. পৃথিবীময়।

২৮
শুনরে ভাই সগল[১]
গান বাজনার মর্ম জান নি
গান বাজনার আসল কুথায়
করো নকল নইয়া[২] টানা টানি ॥

নাপাকীত্তে নামাজ পড়া
নিরাজিরতে তছপী নাড়া[৩]
মন সে জানে ভালো বুবা[৪]
মনের খবর রাখ নি
গান বাজনার মর্ম জান নি ॥

এমা হেরে আওয়াজগুলি[৫]
মাও নাই কথার বুলি
হইলে হারাম সকলি
কানে আংগুল দিব্যানি[৬]
গান বাজনার মর্ম জান নি ॥

ভ্রমাণ্ডুলে[৭] যত ধ্বনি
পশু পাখি জেন এনহানির
জায়েজ কিংবা না জায়েজ বলো
বহু ধ্বনি জানে শুনি
গান বাজনার মর্ম জান নি ॥

ভবে যত বাদ্য সকল
দেহ হইতে সবই নকল
শফী নয় দেহ আসল
সার হইয়্যাছে সুলতানি ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ভাইসব, ২. নিয়ে, ৩. তছবি নাড়ে, ৪. ভালোসঙ্গ, ৫. প্রকৃতিতে যে শব্দ হয়, ৬. দেবে কিনা, ৭. ভূমণ্ডলে।

২৯
শুনহে ভাই সগল
শরিয়তের মুখ্য ফ্যারাজী[১]
শরিয়তের মূল না জইনে
তরিকতে না-রাজি ॥
ব্যক্ত শরিয়ত শিখল্যা কিছু
পইড়ে কয়দিন মক্তবে
গুপ্ত শরিয়তের তত্ত্ব
আছে কিন্যা কেতাবে
কিভাবে জর্মিল কেতাব
দ্যাখ মাইয়ে
যদি থাকে গরজি ॥

শরিয়ত ঘরের ব্যাড়া[২]
তরিকত ভিতরের মাল
থাকে রবে চেরকাল[৩]

এমামের শত্রু কারবালাতে
এজিদ্যা গুলাম
শয়তানেরই মন্ত্রণায়
নবির শত্রু জাননা চাচা
শত্রু পোরতেক[৪] জামানায় ॥

ওলি ওল্লার শত্রু হইল
আধা মুন্সি মুল্লাজি
ওলি ওল্লার সঙ্গে সেবা
হিংসা হিংসী করিব্যা
খোদাই গজবে শ্যাষে
অধপপথে[৫] পরিব্যা ।
কহে পকী হিংসা নিন্দা
ছয় রিপু করো রাজি ।
শরিয়তের মুখ্য[৭] ফ্যারাজী ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মূর্খ মাতব্বর, ২. বেড়া, ৩. চিরকাল, ৪. প্রত্যেক, ৫. বিপথে ।

৩০

অচিন চিনবি যদি আয়
আয়নো তুরা আয় সকালে
সুমায় বইয়ে যায় ॥
অচিন চিনব্যার তরে
গিয়াছিল্যাম শ্যামনগরে
দেখি কালা নিঘুম ঘরে
বাঁশরি বাজায় ।
হু হু শব্দ এর ধ্বনি
মধুর শুনা যায়
অচিন চিনবি যদি আয় ॥

অচিন দ্যাশের ন্যাম নিশানা
হা-হু, হে-হু এর বারামখানা[১]
জ্বালাইয়ে প্রেমের বাত্তি[২]
শ্যাম প্রেম পাশা খেলায় ।
পুয়া বার পাঞ্জারি খেইলে[৩]
রূপলীলা দ্যাখায়
অচিন চিনবি যদি আয় ॥

তিনটি গুটি চেইলে দিল[৪]
তিন তিরিক্ষে নয় হইল
পাঁচে তিনে অষ্ট গুটি
কোটেতে ঘুইর‍্যায়[৫] ।
ও তার দুইটি গুটি পাকা কইরে
শ্যাম ঘরে লইয়ে আয়
অচিন চিনবি যদি আয় ॥

হা-হু, হে-হু সেতাম আসে
পাঁচ ছয় তিরিশের দাইমে
সাতে তিনে দশ মিলনে
গুটি পাকা হয় ।
পাঁচ আটা চল্লিশের খেলা
শ্যাম হামেশা খেলায়
অচিন চিনবি যদি আয় ॥

জ্বালাল চান কয় খেলায় বইসে
চাইর জনে চাইর কোটে বসে
মাঝ খানেতে একজন আইসে
খেলায় গোল বাজায় ।
সবশ্যাষে[৬] এক বোবা আইসে
মজা মাইরে যায়
অচিন চিনবি যদি আয় ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ :১. বালাখানা, ২. বাতি, ৩. বারো পোয়া পাঞ্জারি খেলে, ৪. চালনা করল, ৫. ঘুরায়, ৬. অবশেষে ।

৩১

ওগো দরদি
আমি তুমার পিপ্যাসী
পদলত[১] দাসী
পূর্ণ শশী তুমি প্রাণ সখা
ওহে দীনবন্ধু তুমি আইসে
দ্যাওহে দ্যাখ্যা ।
সাধ্য কি তুমার করুণা পামু[২]
তুমি কুলালম কইর‍্যাছ পয়দা[৩]
তুমার শ্রীপাদে আমার মিন্নতি
তুমায় না দেইখলে পরাণ

যায় না রাখা ।
পবিত্র করিয়ে মক্কা কাবা
গোপনে ফুল এইসে
ফুটিল স্যাথা[৪] ।
এ জাহান বিছে
যাহা কিছু আছে
সকলি খোদা তুমার
করুণা ব্যাকা[৫]
তুমার এক ভক্ত শুনি
নামে ওয়াজকরুনী
বিরহ তার সরব[৬] অঙ্গে মাখা ।
না ছিল তলেকিন[৭]
সে তালামে তালকিন[৮]
গোপনে এইসে নবি
তারে দিল রে দ্যাখ্যা ।
আমি হইলাম ভক্তিহীন
না পাইল্যাম তুমার চিন[৯]
ক্যামনে হবেরে সাঁই তুমার দয়া
তুমি এইসে দ্যাও হে দ্যাখা ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পদানত, ২. পাব, ৩. সারাজাহান, ৪. সেথা, ৫. বাঁকা, ৬. সব, ৭. প্রত্যক্ষ শিক্ষা, ৮. পরোক্ষভাবে উপদেশ পেয়ে যে শিক্ষিত, ৯. চিহ্ন ।

৩২
সেবিতে তুমার চরণ
জানি না ভজন সাধন
আইজ[১] কিরপা[২] কইরে
এই অধম কাঙ্গালে রে ।
দ্যাও হে দ্যাখ্যা
এক দিনের আশা না
দুই য্যান[৩] তুমার নামে ফানা ফানা
দয়াল তুমি হায়সরে
দিও দ্যাখা গো ।
ছিল্যাম তুমারি পাশে

মনের উল্ল্যাসে[৪]
এইসে পরবাসে
হইলাম বড় দুক্ষী।
ভব কারে গারে[৫]
ফেলিয়ে আমারে
তুমি এ্যাখন রইয়াছাও গোপনে রে।
গড়িয়ে আদম পিছে দিছাও যম
বাদি মকরম ঘুরে পিছে পিছে।
খেলিতে খেলা
সে বড় জালা
কইতাম দুঃখ ছামনে পাইলে রে।
দুঃখ দিল্যা[৬] যত
মনের মতো
সইব্যার খ্যামতা[৭] দিও মোরে।
পাগল কামাই বলে ভাই
আর তো ক্যাও নাই
তুমার দ্যাখা য্যান পাই নিদানে[৮]।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আজ, ২. কৃপা, ৩. যেন, ৪. উল্লাসে, ৫. কারাগারে, ৬. দিলে, ৭. ক্ষমতা, ৮. বিপদে (অন্তিমকালে)।

৩৩

মন যাবি যদি সেই প্রেম বাজার
দেহের ছয় রিপুকে বাধ্য কইরে
মায়া দইর‍্যা[১] হওগা পার
আমার মন
যাবি যদি প্রেম বাজার ॥

মায়া দইর‍্যা কুম্ভীরিণী
শুইনে দইর‍্যার গম্ভীর ধ্বনি
দন্তে কাইট্যা দিল্যাম[২] তিনি
তাইতে কেহ হয় না পার
মদন মাদন সুষম স্তম্ভন
মদন রাজার পঞ্চবাণে
যে জন জয় কইরতে পারে
সেই সেই যাইবো[৩] ভব পার
আমার মন যাবি যদি প্রেম বাজার ॥

মায়া দইর‍্যা[৪] আবার মহাধন্য
রসিক্যার রস পরিপূর্ণ
এক বিন্দু রস পান কইরলে
জন্মমৃত্যু নাহি তার ।
ধনি মানি জ্ঞানী যারা
দইর‍্যার পানি খায় না তারা
হইচে তাগো নিব্বিকারের[৫] অধিকার
মন, যাবি যদি সেই প্রেম বাজার ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দরিয়া, ২. দিলাম, ৩. যাবে, ৪. মায়া দরিয়া, ৫. নির্বিকার ।

৩৪

গুরু পাঠের উপদেশ
নাম করো জপনা অধিক
হালকা জেকের না করিলে
তর দেল হবে না ঠিক ।
মুখ তরফ কেবলা কাবায়
দেল রাখিয়া গুরুর গোড়ায়
নামাজে দেল যার দিকে যায়
সেই খোদার শরিক
নাম করো জপনা অধিক ।
যার হইবে নামাজ কায়যা
পাবে সে হুকবার (সময়ের বিভাগ) সাজা
ঠিক না হইলে দেহের রাজা
দেল যার চতুর দিক
নাম করো জপনা অধিক ।
নফছ জেন্দা দেহ মরা
মমিন হয় না এস্কো ছাড়া
এস্কো ছাদেক খোদার পিয়ারা
জানবি কি জেন্দিক
নাম করো জপনা অধিক ।

৩৫

উপদেশ
মন তোর মনের মানুষ ধরবি যদি
প্রেম রসিকার সঙ্গ ধরো (মন তর) ।

আপনে আপনে সাইতবা (সাতার কাটিয়া) ফিরে
প্রেম বিনে তারে পাওয়া ভার ।
প্রেমের গোলায় করো খেলা
খইচে যাবে মনের জ্বালা ।
তর গলে পইরবে চরণ মালা
দেখবি আজব লীলা তার
প্রেম রসিকার সঙ্গ ধরো ।
যে ডুইব্যাছে সহজ প্রেমে
ভক্তিরূপ তার নয়ন কোণে
সে যে অনাসে যায় ভব পারে
দুই মনে এক মন হয় যার
প্রেম রসিকার সঙ্গ ধরো ।
সহজ প্রেমের এমনি ধারা
হইতে হবে জিন্দে মরা ।
জালাল চান কয় পাবি কি তোরা
আগে তর প্রেমের গুরু রাজি করো
প্রেম রসিকার সঙ্গ ধরো ।

৩৬

গুরু আমার বড়ই চালাক ছেলে
সে যে হাসলে কাঁদায় কাঁদলে হাসায়
যায় না কভু একা ফেলে ।
আমি যখন যাইগো যথায়
আমার আগে যায় গো সেথায় ।
আমার সাথে দেয় না দেখা
থাকে সে আড়ালে
গুরু অন্তযামী জগৎস্বামী
থাকে অন্তরালে ।
আমি অন্যের সাথে বইলব কথা
বলার আগেই শুইন্যা ফ্যালে
গুরু আমার বড়ই চালাক ছেলে ।
ননী চোর সেই নীলমণি
সর্ব রসে রসিক তিনি
মণির মন হায়
আত্মরূপে বিরাজ করে

সর্বজীবের খটে ।
আমার যত উপ্ত চিত্র
চিত্র খাতায় রাখে তুলে
গুরু আমার বড়ই চালাক ছেলে ।
সহজে যায় না ধরা ।
সহজ প্রেমের আগুচূড়া (অগ্রগামী)
সহজ প্রেমে বিভোরা
জালাল চান তাই বলে
এবার সহজ মাইনষের সঙ্গ নিলে
সহজেই সে মিলে ।
মানুষ গুরুর আশ্রয় ধরে
ও মন যাক গা গুরুর চরণ তলে
গুরু আমার বড়ই চালাক ছেলে ।

৩৭

সত্য সারং (সারেং) সারং গুরু ব্রহ্মাময় (ব্রহ্মময়)
যার গুরু রতি হইয়াছে
তার কি আছে কালের ভয় ।
গুরু রূপে পৌর এসে
অন্তবাহ্য তিমির নাশে
কর্মদোষে পাই না দিশে
সরল দেশে গেলেই হয় ।
চ্যা তনে চৈতন্য থাক
চৈতন্যরূপে সদাই দ্যাখ ।
কেহ থাকে অনুরাগে
কেহ আশা পথে রয়
সত্য সারং, সারং গুরু ব্রহ্মাময় ।
ভক্তি পথে রেখ মতি
সাধন করো শুদ্ধ রতি
ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট
রাষ্ট্র আছে জগৎময় ।
ভক্তি বাৎসল্য হরি
ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণকারী
অকৈর্তব্যে ডাকলে হরি
ডাকলে হরির দয়া হয় ।

সত্য সারং, সারং গুরু ব্রহ্মাময় ।
তন্ত্রমন্ত্র মুখের কথা
সাধন শাস্ত্রে আছে গাথা
জানতে চাও ম পরম আত্মা
সরল দ্যাশে গেলে হয় ।
গুরু কি সামান্য বটে
নিহার করে ঘটে পটে
তার ঘটে
সে যে ঘটে পটে নাহি রয় ।
সত্য সারং, সারং গুরু ব্রহ্মাময় ।

৩৮
সে যে ডাকতে জানলে দিত দেখা
কইত কথা আমার সনে ।
সে যে ডাক শুনে না কয় না কথা
বুইঝল্যাম আমি ডাক জানি নে
তারে ডাকার মত ডাইক্যাছে যারা
হয় না কভু তারে হারা
সে তারে দিয়াছে ধরা
যে ডাইক্যাছে আকুল প্রাণে ।
যেমন 'জলদে' বলে ডাকে চাতকে
ঝড় তুফানে করকে প্রাণ গেলেও
যাকে তাকে ডাকে না যে সেই বিনে
বুইঝল্যাম আমি ডাক জানি নে ।
শিশু যেমন মাকে ডাকে
জানে না আর অন্য কাকে
দুঃখে সুখে বলে মা মা
জানে না আর মা বিনে
বুইঝল্যাম আমি ডাক জানি নে ।
বৃন্দাবনে ব্রজগুপি
রইয়্যাছে যে ভাবে ডুবি
সেই ভাবে সুভাব নিবি
বলে যত মহাজনে
বুইঝল্যাম আমি ডাক জানি নে ।
সেই ভাবের সুভাব নিতে
হোল নাতা আমা হোতে

শিশুর কাছে ডাক শিখি নাই
মন মোহন তাই বলছে মনে
বুইঝল্যাম আমি ডাক জানি নে।

৩৯
ভজন
গুরু আমি কি তোমার ভজন জানি ॥
তুমি অভজনে আছাও কিনে (কিনা)
ভেবে মরি দিন রজনী
ভজন ভুজন ছাড়া
অভজনে দয়া করা
আছে নি তোর আইনের ধারা
সুধারা করো আপনি
গুরু আমি কি তোমার ভজন জানি ॥
কে বিধি তোমার বিধি
ভেবে না পাই নিরবধি
কত বেদ বেদান্তর
পুরান আদি।
তারা যার যার ভারে করে মাইনি
গুরু আমি কি তোমার ভজন জানি ॥
আমার কর্মা-কর্ম নাহি জ্ঞান
হইল অকর্মের কম্ম নিদান।
করো হে করুণা নিদান
করুণাময় নাম শুনি
গুরু আমি কি তোমার ভজন জানি ॥
গুরু তোমার চরণতে দাসখত
বিপদে করুণাগামী
প্রলোভনে মুগ্ধমন
ঘুইরে বেড়ায় সর্বক্ষণ।
তোমার চিরদাসে এ-ধরাম
যা করে তাই অনুমাইনি
গুরু আমি কি তোমার ভজন জানি ॥

৪০
উপদেশ
মালিকের নাম সম্বলে

যেজন চলে
বাণিজ্য সুজা রাস্তা
ওমন নৌকা কুল নিষ্কাপটে
লাগাও রে সুজনার ঘাটে
মাল কিনিও ভবের হাট
ভাবি জনার নিকটে ।
বে-জোড়া মাল উঠছে হাটে
খরিদ করলে ঠকবি পাছে
লাভ হবে না কিন্তু শেষে
আসলে হবি খাস্তা ।
দেহের পরম হংস পুঁজি মাত্র
মালেক সাঁই মুইন্যাফার পাত্র ।
বাছক (বাছাই) করো দেশ কাল পাত্র
থাইকতে হবে একাকা (একা একা) ।
মালেক মধুর বোল বইলে
থাকিও প্রেমের পষার খুলে
ভাবির ভাবি প্রেমিক পেলে
খুলে দাও প্রেমের বস্তা ।
গোঁসাই জগৎজান কয় রাম বিহারী
হাটে গেলেই নয় বেপারি ।
ঠিক দুইসারি মন বেপারি
যাই করে ভবের হাটে ।
তফিলের মাল ভেঙ্গে খেলে
ঠেকবি রে নিকাশের কালে
তবে নিয়া দিবে যম রাজার জেলে
কইরবে নানান অবস্থা ।

৪১

মওলা তুমি বিনে আর তো কেহ নাই
তুমি ত্রি জগতের সাঁই ।
মওলা গো নূহ নবি পয়গম্বরে
তুফানে উদ্ধার করে
কিস্তি রাখলা দরিয়ার ভাসাইয়া
এবরাহিম আগুনে পড়ে
পুড়ল না তোর নামের জোরে
হায় খোদা তোর লীলার সীমা নাই ।

মওলা তুমি বিনে আর তো কেহ নাই ।
মওলারে মুছা নবি কুহু তুরে
তোর নামের আজিফা করে
বলছে মওলা তোমার দিদার চাই ।
হইয়া মুছা ফানা ফিল্লা
দেখতে পেল নূর তা জিল্লা
পাহাড় পুড়ে হয়ে গেল ছাই ।
মওলা তুমি বিনে আর তো কেহ নাই ।
মওলারে ইউছুফের ভাই ইউছুফে রে
ফেলিল কুয়ার ভিতরে
রাখলা তারে তখতে তে বসাই
(তারে) সওদাগরে উঠাইল
মেছের শহরে গেল
জুলায়খার পীরিতে মজল তাই
মওলা তুমি বিনে আর তো কেহ নাই ।
মওলা গো নিজাম খুনি আউলিয়া হয়
সেখ ফরিদের ওছিলায়
সামছুদ্দিন ভেবে বলে তাই ।
তুমি নিজ গুণে সদয় হও
মুঝে দিদার দেখা দেও
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি সাঁই ।
মওলা তুমি বিনে আর তো কেহ নাই ।
ঘুমের ঘোরে আর থেকো না
ভেবে কাজেম চাঁদে জল
সামছুদ্দিন তুই রলি ভুলে
মনে প্রাণে ঐক্য করলে
দেখা দিবে সাঁই রব্বানা
ঘুমের ঘোরে আর থেকো না ।

৪২

করো ভুল সংশোধন
ঘুমের ঘোরে আর থেকো না ।
মানব জন্ম পেয়ে ভবে
ভুলে বরে হারাইও না ।

বেল-গায়েব একিন ছার
এলমাল একিন ধর
আয়নুল একিনে তার
দেখতে পাবা ছুরাত খানা
ঘুমের ঘোরে আর থেকো না।
হাক্কল একিন নিগূঢ় বাণী
হুয়াল একিন লওগা জানি
চিনলে নফছ রাহমনি
মিলবে মওলার ঠিকানা
ঘুমের ঘোরে আর থেকো না।
নিরাকারে আকার ধরে
স্বরূপ রূপে রূপ নিহারে
চিনেছে যে পরওয়ারে
নিষ্পাপ তার দেহখানা।

৪৩

আদমকে আমানত দিল দলিলে জানা
আমানত খোয়া গেলে ছাড়বে না সাঁই রব্বানা।
কোন বস্তু আমানত হলো
গুরু ধরে জান তাই।
হাসরের কাজি আল্লা
বিচার করবেন আপে সাঁই।
দিবে আমলনামা বই
মিজানে করে লবে সই
এক জাররা কম পরিলে
দোজখে হবে থানা।
আদমকে আমানত দিল দলিলে জানা।
এক গুরু দ্বিতীয় নাস্তি
আয়নাল একিন করো তাই
সিদ্ধি গুরু কল্প তরু
কল্পনাতে তাহাই পাই
মনে যারে ইচ্ছা হয়।
তারেই ভজতে হয়
ভজন গুণে মওলা রাজি
পুরা হবে বাসনা।

আদমকে আমানত দিল দলিলে জানা।
খোদায় নিবে বান্দার নিকাশ
গুরু নিবে শিষ্যের ঠাঁই।
মনের নিকাশ প্রাণে নিবে
যুগ্মজ্ঞানে দেখ না তাই।
কাজেম বলে ওরে আন্ধা
গেল না তোর মনের ধান্ধা
সামসুর উদ্দিন খোদা বান্দা
চিনে করো না সাধনা।

৪৪

চলে দম সদায় সর্বদায়
একুশ হাজার ছয় শ বারে
আসে আর যায়।
বাহির ভিতর দ্বাদশ আঙ্গুল
আসে আর যায়
মনের মানুষ বসে আছে
ওরাউল ওরায়।
তাহার আসকে দম করে উরাউরি
কোন সময় যেন মনের মানুষ
আমায় যাবে ছারি।
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া
ঘুরে সর্বদায়
অজ্ঞানে তাই না বুঝিয়া
দিন কাটায় হেলায়।

৪৫

(ও মন রে) ধ্যানী জ্ঞানী হয় যাহারা দমের খবর লয়
কুম্ভকে টানিয়া দম ব্যোমেতে পৌঁছায়।
বাহিরে যাইতে দম নাহি দিতে চায়
আঙ্গুল আঙ্গুলে দম কুমাইয়া লয়
এক আঙ্গুল কমাইলে দম বিশ্বাস হয়
দুই আঙ্গুল কমাইলে দিন দুনিয়া না চায়।
তিন আঙ্গুল দম যে জন কুমাইতে পারে
আল্লা মোহাম্মদ আদমের খবর হবে তার
চার আঙ্গুল কমাইলে হবে চারি চন্দ্র জয়

পাঁচ আঙ্গুল পঞ্চ আত্মার হবে পরিচয় ।
ছয় আঙ্গুল কমাইলে ষড়রিপু বস হবে
সাত আঙ্গুলে সাত সমুদ্র পার হইয়া যাবে ।
সপ্ত তালার খবর হবে পূর্ণ হবে আশ
আট আঙ্গুলে মুক্ত হইয়ে যাবে অষ্ট পাশ
নয় আঙ্গুলে নয় দরজা বন্ধ হয়ে যাবে
দশ আঙ্গুলে দশ ইন্দ্রিয়ের ভাবনা না রবে ।

৪৬

আপনারে আপনি ভুলে গিয়া একেশ্বরী হবে
বারো আঙ্গুল দম যখন কম হইয়া যায়
দেখবে মনের মানুষ বসে আছে খাকের পিঞ্জিরায় ।
দয়াল কাজেম চাঁদে বলে সামসুর উদ্দিন
এস্কোর বলে দমের কলে
গালাও রাগের গিন ।
তিন প্রকার দমের খেলা
তোমারে জানাই
আদম দিদম গুণীদম
ভেবে দ্যাখ তাই
আহাদ আহাম্মদ ।
আদম দমে আসে যায়
সময়মতো চিন তারে
দিন ফুরায়ে যায় ।

৪৭

সাবধানে যাও তরি খানি বাইয়া (সুজন নাইয়া)
একটি নদীর তিনটি ধারা
তুফানে দিয়াছি কাওরা ।
তোমার তরি যানি (যেন) যায় নারে ডুবিয়া
মারাজাল বাহরাইন নদী
চালাও তরি নিরবধি
নাছিরাবাদ মলকুতগঞ্জ দিয়া ।
মাহমুইদ্যাপুর ছেরে যাবে

প্রিয় রূপ দরশন হবে
ঐ রূপ দেখিয়া পারিস না ভুলিয়া
সাবধানে যাও তরিখানি বাইয়া।
থেক মাঝি খুব হুঁশিয়ার
সু মুখে না ছুতের লহর
মদন ডাকাত রয়েছে বসিয়া।
কেদুনের দারু খাওয়াইয়া
মালমাত্তা লয় লুটিয়া
(সেথায়) গুরু নামের বাদাম দেও টানিয়া)।
যখন নাছুত নদী ছেরে যাবে
মুলকুতের এসারা দিবে
আওয়াদনাতে পৌঁছিবা যাইয়া।
হা-হুতের ঠেউ আসিবে
ওবাওল ওরায় উঠিবি
বন্ধুরে দ্যাশে পৌঁছিবে যাইয়া।
কাজেম চাঁদের কৃপা বলে
সামসুর উদ্দিন কয় কতুহলে
প্রিয়া বন্ধু যাইবে মিলিয়া
প্রিয়া বন্ধু মিলন হবে
আনন্দেতে কাল কাটাবে
থাকবি সদায় আনন্দিত হইয়া।

৪৮
কমলকে হুকুম করে মওলা
মওফুজ উপরে লেখ লাইলাহা ইল্লাল্লা।
কলম জহর ঘেরে
এস্কোতে কলম ঘুরে
মওফুজু পরে লেখে
লাইলাহা ইল্লাল্লা।
গায়েবেন গায়েব ছিল
আলেফ রূপে কলম হল
জল লিখ লাইলাহা ইল্লাল্লা।
শুনে মুহম্মদের কথা
কলমের ফাঁটিল মাথা
তাতে পয়দা নূরুল হুদা
চেনবে এই কেলা।
কলেমা পাঁচ ভাগে রয়

পাঁচ মোকামে হয় যে আদায়
কলমা পরলে কাফের
বলছে রসুল উল্লা।

লৌহ মওফুজ বলে কারে
দেখ কলেমা ছাবেদ পড়ে
দেখেছিল আদম শফিউল্লা।
জিব্রাইল আর মিকাইলে
আজরাইল আর এস্রাফিলে।
জিব্রাইলের কাছে ভেদ
পেলো রসুল উল্লা

ভেবে কাজেম চাঁদে বলে
দিন কাটালি গোলেমালে
ছাবেদ করিয়া আদায়
করো এই বেলা
এফি যে দিন এজবাত হবে
স্বচক্ষে দেখিতে পাবে
সামসুর উদ্দিন তর খুলবে চৌদ্দতালা।

৪৯

লাইলাহা ইল্লাল্লা ভার মনে নিশিদিনে
তাহকিক এলেম বিনে কলমা ছাবেদ হবে ক্যানে
কলমা পড়তে বলেছে কোরানে।
ছিল কলমা গঞ্জ যাতে
শব্দ উপজিল তাতে গো
এক কলমা কলমেতে
রহিল গোপনে।
এস্কোতে কলম ঘরে
কুদিয়া মওফুজে পরে
আদম যে দিন দেখিল তারে
আপনা নয়নে।
রব্বেল আলামিন আল্লা
যখন বলিল আলহাম- দোলিল্লাহ
আকাশ পাতাল চৌদ্দতালা

হইল তখনে।
বিসমিল্লা কালাম ছিল
দশখণ্ড হইয়া গেল গো
দশ খণ্ডে দশ বস্তু হয়ে
এল দো-জাহানে।

তার পাঁচ খণ্ডে পাঁচটি ফুল
চার বিবি করিল কবুল
আর পাঁচ খণ্ডে হয় পাকপাঞ্জা তনে।
ভেকে কাজেম চাঁদে কয়
এই তত্ত্ব গোপনে রয়
সামসুর উদ্দিন ভক গোপনে।

৫০
দমেতে আদি আদম
আতসে হাওয়া জনম
গন্ধম হয় গেহুর দানা
দলিলেতে কয়।
ঐ আদি আদমেরে
মানা কইরুল পরওয়ারে
খাইও না গন্ধম তুমি
ভেস্ত মাঝারে।
হাওয়ার ছলেতে পরে
গেল গন্ধমের গোরে
গন্ধম খাইয়া আদম
দুষি হইয়া যায়।
আদম গন্ধম খাইল
ফরজ তরক হইল
জালেমান যাহেল কইল
আপনি খোদায়।
ক্রুদ্ধ হইয়ে নিরঞ্জন
শুনেন ভাই সর্বজন
আদম হাওয়াকে দুনিয়াতে পাঠায়।

হাওয়া জিদ্দা দিল
সরণ দ্বীপে আদম পরল

তিন শ বছর করল বন্দেগিরি সদায়
আরেফাতে মিলন হল
দুই রাকাত নামাজ পড়িল
ফজরের ওয়াক্ত হলো
দলিলেতে কয়।

আদম হাওয়ার বিয়া হলো
আজরাইল উকিল দিল
এস্রাইল আর মিকাইল
সাক্ষী তারা দেয়
জিব্রাইলে মোল্লা হইয়ে
দিল বিয়া পড়াইয়ে
মুস্তাফা নামের মহর
বান্দিল সেথায়।

মুস্তাফা নামের দলিল পরে
হাওয়া আদম মিলন হয় রে
প্রমাণ দলিল ভিতরে
হাওয়া বিবির দায়
কাজেম বলে এই জন্যেতে
মাইয়ার মহর শতে শতে
পুরুষে মহর বান্দা নাহি হয়।

৫১

ছেদাতুল ইয়াকিনের গোরে
নবিজি নামাজ পড়ে
আলেফ-হে-মিম-দালেতে
আহাম্মদ ছুরাত ধরে।
কিয়া 'আলেফ' রূপ
রুকুতে 'হে' হরফ
ছুজুদে 'মিম' কয়ুদে 'দোল'
দীপ্ত নূর চোক্ষে হেরে।

গাছে একটি পাখি ছিল
তাইতে নবির এস্কো হইল
আসকেতে নূর ঝরিল
(তাইতে) সৃষ্টি স্থিতি এ-সংসারে।

সেই গাছের তিনটি ডালে
আল্লা নবি আদম খ্যালে
সময় অনুযোগের কালে
আলী ঘুরে গাছের গোরে ।

ভেবে বলে কাজেম উদ্দিন
শোন বলি সামসুর উদ্দিন ।
সেই গাছটি চিনবি যদি
খুঁজে দ্যাখ মাহমুদ পুরে ।

৫২

উলু হিয়াত নূর ঝরিয়া
পাইল দরিয়ায় গো ।
সেই নূরের মউজেতে
একিনের গাছ পয়দা হয় ।

বীজ ছাড়া কি গাছের জন্ম হয়
সেই বীজের মালিক ছিল আপনি
খোদায় গো
দরিয়াতে বীজ বনিল
গাছ হইয়ে উঠে ডাঙ্গায় ।

এসব বিষয় জানতে হলে
দিন থাকিতে ভজ গুরুর
চরণ কমলে গো ।
গুপ্ত কথা ব্যক্ত হলে
লোকে তারে মন্দ কয়
উলু হিয়াত নূর ঝরিয়া
পাইল দরিয়ায় গো ।

কাজেম উদ্দিন বইল্যাছে বারে বারে
আয়নুল একিন সামসুর
কইরে লও এবার গো
মতলব বুঝিবে ইহার
যদি গুরুর দয়া হয় ।

৫৩

ফাঁদ পাতিয়া অধর ধরা
ধরতে কি পারবি তোরা
গুরু পদে প্রাণ উপিয়ে
হইতে হয় জীন্দে মরা গো ।

শিকারিতে পাখি পুষে
শিক্ষা দেয় মন উল্লাসে
কুদরতি খাঁচা বানাইছে
সম্মুখে কল করা ।
গাছের ডালে খাঁচা নিয়া
বন্ধ দেয় শর (বাঁশের নল) লাগাইয়া
সাধন পাখি না বুঝিয়া
কলে আই-সে দেয় পরা
ফাঁদ পাতিয়া অধর ধরা
ধরতে কি পারবি তোরা ।

খাঁচার পাখির ডাক শুনিয়া
সাধন পাখি মত্ত্ব হইয়া
ফান্দেতে আটক পইর‍্যা
বধের (ব্যাধের) হাতে দেয় ধরা ।
সামসুদ্দিন কয় মন উল্লাসে
কল শিখা লও গুরুর কাছে
ধরবি পাখি বইসে বইসে
এস্কো হও মাতয়ারা ।

৫৪

এই যে প্রাণের তোতা
কইতে আছে কথা
নিচ দিকে মাথা
উড়িয়া বেড়ায় ।
যে ভাবেতে এই ভবেতে
পদ্ম-পাত্রে জল
তেমনি রকম দেহখানি
করছে টলমল গো
কলে আর কৌশলে ধরতে হবে
জলের ফোটায় ।

আঁখির কুনায় পাখির বাসা
ধরতে যদি চাও
নয় দরজা বন্ধ কইরে
দমে জাল টানাও গো
হেকমতে বইসে টানিও কইসে
এই সে পাখি ধরা দেয় ।
কাজল কোঠার মইধ্যে আছে
পাখির আসন
কাম কোঠাতে নেই সে আসে
আসোক হয় যখন গো
আসেক জোরে খেলা করে
প্রেমেরি হাওয়ায় ।

যে তোমায় পাঠাইছে ভবে
তারে চিনতে হয়
হাপন কায়া হাপন ছায়া
ধইরে নিতে হয় গো
জ্ঞানেরি আয়না সামনে ধরনা
ধরতে পারলে পাখি ধরা দেয় ।

কাজেম চান কয় সামসুদ্দিন
দিন থাকতে খাঁচার পাখি ধরও
খাঁচা ছেইড়ে পাখি গেলে
হইবে অন্ধকারও ।

৫৫

কেবা হিন্দু কেবা মুসলিম
আচারেতে ভিন্ন পাই
সূক্ষ্ম জ্ঞানে দ্যাখনা চেয়ে
এক বিনে দ্বিতীয়া নাই

এক আদমের দুটি পুত্র
হাবিল কাবিল দুই ভাই
সেই হতে হিন্দু মুসলমান
দলিলেতে প্রমাণ পাই ।
হাবিলকে কাবিল মেরে
গেল দূরেতে সইরে

ইবলিস ছলনা কইরে
হরিনাম দেয় শিখাই ।

নারী পুরুষ দুইটি জাতি
পয়দা হলো দুনিয়ায় ।
মস্তকে পুরুষের রাজা
সেই জন্যে দ্বারী হয়
মেয়ের রাজা বক্ষেতে
দ্বারী হয় না সেই জন্যেতে
হরেক রঙের দুনিয়াতে
কুদরত উল্লার কীর্তি তাই ।

নফছ উজির বুদ্ধি করে
হরেক রকম বসিয়া
জ্ঞান রাজার সূক্ষ্ম বিচার
সুপথে লয় টানিয়া ।
ভেবে বলে কাজেম উদ্দিন
শোন বলে সামসুদ্দিন
আমি কে চিনবি যদি
মোর্শেদ পায় যাও বিকাই ।

৫৬

বাজারের খবর জান না
সাবধানে বাজারে যেইও
বেহুঁশ হইও না ।

বাজার ঢুরে দেখ মন
আক্কেল আলী মহাজন
অঙ্গ হয় তার শ্বেত বরণ
আসল সেই জনা ।
ছয় বোম্বাইটে জোয়া খেলে
পরিস না ঐ খেলার ভুলে
ভোলাই চোরা নাঙ্গল পেলে
মালে দিবে হানা ।

বোবায় করে তসুলদারী
মাল কিনে কালা বেপারি

কানার হাতে পালাদারি
খেয়ে দ্যাখনা ।
সে চোরা দারুণ চোরা
ধরতে কি পারবি তোরা
সাবধানে দেও মাল পাহারা
বেহুঁশ হইও না ।

ভেবে বলে কাজেমুদ্দি
শোন বলি সামসুদ্দিন
হেফাজতে নিরবধি
তফিল রাখ না ।

৫৭

দেখ সাঁইর লীলা চমৎকার
উলু হিয়াৎ নদীর মাঝে
হইতে হবে পার ।

পারে যদি যেতে চাও
গুরুর অনুগত হও
তোমায় তুমি চিনে লও
আয়না বরাবর ।

তুমি কার কেবা তোমার
জান এই সকল কারবার
স্ত্রী কন্যা পুত্র পরিবার
কেউ নয় তোমার ।

যে জন সৃজিল তোরে
চিনলে না কুহুকে পইরে
কেমনে যাবি ভব পারে
ভাবরে একবার ।

আছে একটি নদী দুইটি খাল
নাম নদীর মারাজাল
সেইখানে হলে বেতাল
পাবি না নিস্তার ।

দুই কোষ তার দুই দিকেতে
আছে এক দায়রাতে

বরজখ নিশানী তাতে
কোরানে খবর ।

সেই যে উলুহিয়াৎ নদী
নৌকায় নূর মুহাম্মদী
সামসুর উদ্দিন নিরবধি
নৌকাতে ছুয়ার ।

৫৮

সাড়ে তিন রতির খবর জান
আমার মন
আকাশ পাতাল চৌদ্দ তালা
পয়দা করছে নিরঞ্জন ।

নাপাক পানি পাক কইরে লও
আগুনেতে জ্বালাইয়া
ডাক্তারে কয় পুষ্কনির (পুকুরের) জল
উনানে লও ফুটাইয়া
শক্তি আতস অনুরাগের ঘড়ি
লওগা জল সিদ্ধ করি
ভক্তি রসের কর্পুর দিলে
রয়না জলের দোষ কক্ষন ।

আবে জমজম আবে কওছার
আছে মক্কা মদিনায়
আবহাওয়া ত কুয়ার খবর
সবে কি তাই জানতে পায় ।
খাজে খেজের ছিল
আবহাওয়াত সেই পাইল
পানি খাইয়া অমর হলো
পানিতে তাঁর হয় আসন ।
সাড়ে তিন রতির খবর জান আমার মন ।

দেওয়ান কাজেমুদ্দি বলে
সামসুর উদ্দিন বলি শোন
সাড়ে তিন রতিতে হলো
শ্রী গুরুর ভজন সাধন

গুরুর প্রেম নিষ্ঠা রতি
উদয় হয় প্রেম প্রীতি
জ্বলিবে চানের বাতি
করিলে রাগের করণ ।

৫৯

বাঁকা চিন নিজে হায় ফানা (পাগল মনা)
চিন চিন চিন তারে
কামেল মুর্শিদ ধইরে
পাঁচ মোকামে খুঁইজে কেন লওনা (পাগল মনা) ।

রুহু নফছের বিচার করো
মোকামে মোকামে ঢুরো
চিনতে পার আরফাতি সাতজনা
এখানে দিদার না হলে
সেখানে পাবা না গেলে
কোরানেতে বলছে রব্বানা ।

'মানকানা' 'ফিহাজেহি'
কোরানেতে আছে দুহি
হেথায় সেথায় রইলে কেন কানা
বেল গায়ের এলমাল করো
আয়নুল একিনে ঢুরো
যাবে আপন ঘরে মনের মানুষ চিনা ।
পাঁচ জাত-সাত-ছেছাত রয়
দিন থাকিতে চিন হায়
মানব দেহে ভর করে কুন (কোন্) জনা
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের গুণে
পাঁচ আটা চল্লিশ মিলান
আরে ফেলে ছুওয়ার হয় সাত জনা ।
ভেবে কাজেমুদ্দি কয়
সামসুরদ্দি কই তোমায়
অন্ধে কি আর চিনতে পারে সোনা
ও তার দিন দুপুরে অন্ধকার
বুইঝবে কিরে মজা তার
চোখ থাকিতে বাদুর দিনে কানা ।

৬০

নবিতত্ত্ব

বাউলার বেপারি
তোমায় জিজ্ঞাসা করি
কত লাভ পাইলি বাউলা গাইয়া রে।

নবি মেরহাজে গেল
কোন বিবির ঘরে ছিল
সেই কথাটি বল সত্য করিয়া রে
হজ্জে যাবে জল
নবি পদ বাড়াইলে
পায়েরি তলে কি ছিল হইয়া রে।

কোন্ কুয়ার পানি
কে দিল আনি
বল দেখি শুনি
অজুর লাগিয়া রে।
কুয়া কতখানি আগে
কতখানি পাশে
মনের উল্লাসে
তোমায় যাই জিগাইয়া রে।

যে বোড়াকে গেল
রং কিবা ছিল
তাই খুইলে যেইও বলিয়া রে
বোড়াক কেন হয় কানা
তাই বল না বল না
হায়াত সাঁইর বর্ণনা
যাও না একটু কইয়া রে।

৬১

আমার এই ভাঙ্গা ঘরে বসত করা যায় না
মনের ভয়
বাতাসে নড়ে চড়ে কখন য্যান
পইড়্যা যায়।
দেখপি বিষয় বর্তমান

গুণেরি রসুল বইলে
সে পথে গেল নারে মন ।
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের কারণ
সাত তিনে ঘর গঠন ।
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত করা যায় না
মনের ভয় ।

মায়ার জালে বন্দী হইয়ে
দ্যাখাইলি শুধু সাজ
ও দিন তুইফ্যানের ব্যালায়
মাইনবে না প্যালায় ।

ঝড় বাতাসের ধাক্কা লাইগলে
মাটির সঙ্গে হবা লয় ।
আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
বসত করা যায় না
মনের ভয় ।

৬২

কি চমৎকার দেখতে বাহার
বোটা ছাড়া ফুল ঝুলে কেমনে
আছে তিন বেড়ার বাগানে ।

বাগানের কথা বলি
তার উইপ্যারে বরকত
আর আলী
তার পশ্চিমে একটা নদী
ধার বয় তার দক্ষিণে
সেই নদীতে মরা ভাসে
মরায় আল্লা রসুল বলে গো ।
বাগানের পূর্ব্ব ভাগে
রতি ডালে তার
নাই রে কলি
সব ডালে ধরছে ওলি

যার যেমুন বিধানে।
বোটা ছাড়া ফুল
তিন বেড়ার বাগানে।

বাগানের দক্ষিণ পাশে
আছে একজন মানুষ বইসে
যায় না সে কার কাছে
থাকে রে সাবধানে।
সেই বাগানের ফুল তুলিয়ে
দিলাম না দয়ালের শ্রী চরণে।
বোটা ছাড়া ফুল ঝুলে
তিন বেড়ার বাগানে।

৬৩

আল্লাহু আকবর বল গো তুমি
কেও নারে হবে তুমার ছানি।
গর্দানে যে শাহারগ আছে
তা হইতে আল্লাগো কাছে।
চক্কের[১] দোষে পাই না গো তোমারে
বইসে কান্দি দিন রজনী
আল্লাহু আকবর বলগো তুমি।

এনছানে জানে তুমারির[২] ভেদ
তুমি হও সে এনছানের ভেদ গো
ভেদ না জানলে পাবা না তারে।

ও তাই ঘুইড়ে বেড়াই ভেদ ব্যাখ্যানি
আল্লাহু আকবর
বলগো তুমি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চোখের, ২. তোমার।

৬৪

দয়াল রসুল দ্যাওয়ানা
কত কষ্ট কইর‍্যাছে নবি
ঘুইরে পাহাড় ময়দানা।

খোদায় যে দিন কাজী হইবে
সব উম্মতি ডাইক্যা বইলবে

লেকি বদীর হিস্যাব হইয়ে যাবে
আমারে নি কইরবেন দয়া
তাই তো ভাবতাছি দেলে ।

খুয়াইয়ে নাভে[১] মূলে ষোলোআনা
পারে বইসে করি ভাবনা
দয়াল রসুল দ্যাওয়ানা ।
গুইন্যা খেতা[২] কারে বলে
কি যে আছে কার কপালে
যাবে রে জানা ।
আরসেরই পয়া ধইরে
কানতে হবি উম্মতি বইলে
মাফ করো মালেক রব্বানা
দয়াল রসুল দ্যাওয়ানা ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. লাভে, ২. পাপ ।

৬৫

আগে বন্দী বারিতালা
পিছে খোদার খাচ কালাম[১]
নবিজিরও পাক জনাবে
হাজারে হাজার ছালাম ।
পিছে খোদার খাচ কালাম ।

পরথমে বন্দনা করি
আল্লাজির চরণ ধরি
রসুলের পাক জনাবে
হাজার হাজার ছালাম
পিছে খোদার খাচ কালাম,
আগে বন্দী বারিতালা ।
তার জেরে[২] বন্দনা করি
মা ফতেমার চরণ ধরি
আলী সাঁহার চরণ পরে
হাজারে হাজার ছালাম ।
পিছে খোদার খাচ কালাম
আগে বন্দী বারিতালা ।

দুই ইমামের চরণ পরে
ছালাম জানাই নত শিরে
আমার দয়াল চান্দের চরণ পরে
হাজার হাজার ছালাম।
পিছে খোদার খাচ কালাম
আগে বন্দী বারিতালা।

গান কইরে বুইঝাইতে পারি[৩]
এতটুকু না শক্তি ধরি
কদমতলী অস্থায়ী বাড়ি
মুনছুর আলী নাম
পিছে খোদার খাচ কালাম
আগে বন্দী বারিতালা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পবিত্র কালাম, ২. তারপরে, ৩. বুঝতে পারি।

৬৬
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে
তুমি জেইনে শুইনে[১] করো ছেজদা
নবির মিমবার আছে যেখানে
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে।

আপনে আপন চিনবি যেদিন
নামাজের ভেদ পাবি সেদিন
ছয় লতিফায়[২] জিকির হবে
মোরা কাবায়[৩] বসিলে
সেদিন ছিনার ভেদ যাবে খুইলে।
গায়েবের ভেদ মালুম হবে
ইনছানে পইড়বে নামাজ
ছাপ[৪] লেইখ্যাছে কোরানে
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে।

আপনে আপন চিনবি যেদিন
নামাজের ভেদ পাবি সেদিন
ছয় লতিফায় জিকির হবে

মোরা কাবায় বসিলে
সেদিন ছিনার ভেদ যাবে খুইলে
গায়েবের ভেদ মালুম হবে
ইনছানে পইড়বে নামাজ
ছাপ লেইখ্যাছে কোরানে
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে।

লা-ইলাহার কলেমা পড়
দম থাইকতে আগে মর
বরজোখ রূপ ধিয়ান করো
নামাজ পড় গোপনে।
সেদিন হবে ইস্ক জ্বালা
দেইখতে পাবি নূর তাজেল্লা[৫]
সামনে তুই দেকপি আল্লা
ঠিক রেইখো দুই নয়নে
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে।

শাহ মাদার দরবেশে বলে
না জানিয়্যা নামাজ পইড়ে
জনম গেল বিফলে।
নামাজ আগে কাইমি করো
তবে নামাজ দাইমি তারো
হাসেলি নামাজ বিছে
পাবি দিদার[৬] মাবুদের
পড় নামাজ আপন মোকাম চিনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. জেনেশুনে, ২. দেহের ভিতরের ছয়টি আলোক কক্ষ, ৩. ধ্যানে মগ্ন, ৪. স্পষ্ট, ৫. আসল আলো (আল্লাহ), ৬. দেখা।

৬৭

আদি মক্কা মানব দেহ
দ্যাখ না রে ভাবিয়া
তুরা[১] না জানিয়্যা মিছ্যামিছি
ক্যাবল মরবি ঘুরিয়্যা
হারে, দ্যাখ না রে ভাবিয়্যা।

এই কিরে সাঁইর আজব ভাক্কা[২]
মানুষকে গইড়্যাছেন মক্কা
কূদরতি নূর দিয়া
ঘরের চাইর পাশে
চাইর নূরি আছে
সাঁই রইয়্যাছেন মাজখানে বসিয়্যা
ও হারে, দ্যাখ না রে ভাবিয়্যা।

মানুষ মক্কার একি আওয়াজ
উঠতাছে আজগুবি আওয়াজ
সপ্ত তালা[৩] দিয়া।

কত লক্ষ হাজী করতাছে হজ
ভালো এই ঘরে বসিয়া
ও হারে, দ্যাখ না রে ভাবিয়্যা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তোরা, ২. আজব কারসাজি, ৩. সাততলা।

৬৮

নবির ক্যাও না সঙ্গে যায়,
আল্লা আর জয়েদ সঙ্গে
তায়েব রওয়ানায়।

হায় নবিজি ইছলাম প্রচারে
বিধর্মী পীড়নে নবি
কত দুঃখ পায়
পাথর ও কঙ্কর মারে
তায়েব পাষণ্ডেরা
তবু নারে নূর নবিজি
কারও কাছে কয়
নবির ক্যাও না সঙ্গে যায়।
আল্লা আর জায়েদ সঙ্গে
তায়েব রওয়ানায়
হায় নবিজি এমন পাথর মাইরল
তায়েব পাষণ্ডেরা
রক্তধারা বইল কত
দয়া শূন্য তারা।

গায়ের রক্ত চুইয়্যা পড়ে
জুতার তলায় ।
জুতা খুইলতে গিয়্যা
বলচে রে হায় হায়
নবির ক্যাও না সঙ্গে যায়
আল্লা আর জায়েদ সঙ্গে
তায়েব রওয়ানায় ।

কোসেসও করিয়্যা জায়েদ
জুতা খুইলে দিল
অতি কষ্টে নূর নবিজি
অজু বানাইল
নামাজ পড়িয়্যা নবি
কেন্দে কেন্দে কয়
নাবুজ উম্মৎ উরা[১]
চিনে নাই আমায় ।
নবির ক্যাও না সঙ্গে যায়
আল্লা আর জায়েদ সঙ্গে
তায়েব রওয়ানায় ।
হায় নবিজি নবি মাইর
খেইয়ে[২] যে দয়া করে
এমন দয়াল এ সংসারে
নবি বিনে আর তো কেহ নায় ।
নবির ক্যাও না সঙ্গে যায়
আল্লা আর জায়েদ সঙ্গে
তায়েব রওয়ানায় ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ওরা, ২. খেয়ে ।

৬৯

ওরে পূর্ণ চান্দের আলো
লাগছে যার
ভুল ভেইঙ্গ্যাছে[১]
গেছে মনের অন্ধকার ।
সে যে হালেতে বেহাল
জিন্দে মরা
ভাবের মানুষ বির্ণিকার ।

মূলেতে যার ভেইঙ্গ্যে গেছে ভুল
ওরে এই জগতে
মিট্যাছে[২] তার সকল গণ্ডগোল
সে যে স্বরূপে রূপ সদাই দ্যাখে[৩]
রাইত্র[৪] দিন তার দীপ্তাকার
ভুল ভেইঙ্গ্যাছে যার।
ওরে পূর্ণ চান্দের আলো
লাগছে যার
ভুল ভেইঙ্গ্যাছে
গেছে মনের অন্ধকার।

ভুলের দ্যাশে মূলের নাই বিচার
ওরে অন্ধকারে অবিচারে
বলছে তারা নিরাকার
ও তারা বলছে নিরাকার।
ও তারা আন্ধা[৫] চোখের
ছান্দা কেইটে[৬]
জ্যোতি পায় নাই পরিষ্কার।
ওরে পূর্ণ চান্দের আলো
লাগছে যার
ভুল ভেইঙ্গ্যাছে
গেছে মনের অন্ধকার।
শ্রী রাজেন্দ্র বলছে সারাসার
ওরে যোগ্য দেহ বিনে

হয় না তার যোগ্যতার অধিকার
ওরে দেবেন্দ্র তোর ভুল যাবে না
ওরে পূর্ণ চান্দের আলো
লাগছে যার
ভুল ভেইঙ্গ্যাছে
গেছে মনের অন্ধকার।
ও কার অনন্ত রূপ
তার রূপের নাই সীমা
ওরে মূলে যে জন
তার হইয়্যাছে জানে মহিমা।
ও তার পূর্ণিমার
না অমাবস্যা

তোর পূর্ণ চাঁন্দের আলো
লাগছে যার
ভুল ভেইঙ্গ্যাছে,
গেছে মনের অন্ধকার।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ভুল ভেঙেছে, ২. মিটেছে, ৩. দেখে, ৪. রাত্রি, ৫. অন্ধ, ৬. কেটে।

৭০
উপদেশ
ওরে আগে যাও মানুষের দ্যাশে
ওরে না নিলে মানুষের সঙ্গ
অসুর স্বভাব যাবে কিসে।

যেইয়ে[১] মানুষের দ্যাশে
মানুষের কাছে বইসে
মানুষের ভাবে মইজে
মনের বদ ময়লা
উইঠ্যাও গো জ্ঞানের তত্ত্ব সাবান ঘইষে।
ও তখন অঙ্গে ধইরবে মানুষের রং
প্রকাশ হবে হৃদ আশাকে
ওরে আগে যাও মানুষের দ্যাশে।
ওরে না নিলে মানুষের সঙ্গ
অসুর স্বভাব যাবে কিসে।
ভক্তি তার কাছে আসে
ছয় রিপু থাকে বশে
বিশ্বাসের বিকাশে।
ওরে আগে যাও মানুষের দ্যাশে।
ওরে না নিলে মানুষের সঙ্গ
অসুর স্বভাব যাবে কিসে।

ঐ সবার উপরে সেই মানুষ
মানুষের পর আর কি আছে
এই মানুষের পঞ্চটি ভাব
মন তোমার নাই কোন ভাব
জগতে ভাবের অভাব
সর্বশাস্ত্রে আছে।

ওরে আগে যাও মানুষে দ্যাশে।
ওরে না নিলে মানুষের সঙ্গ
অসুর স্বভাব যাবে কিসে।

কুস্বভাব থাইকতে[২] অভাব যাবে না
শুনি সাধুর কাছে।
যার স্বীয় স্বভাব দূর হইয়্যাছে
সেই ভাসে আনন্দ রসে।
ওরে আগে যাও মানুষের দ্যাশে।
ওরে না নিলে মানুষের সঙ্গ
অসুর স্বভাব যাবে কিসে।

তুমিও মানুষ আমিও মানুষ
এই মানুষের নাই রে তুল
এই মানুষের মইধ্যে
মানুষ আর একজন আছে
সেই মানুষ চাঁচে।
দ্বীন দেবেন্দ্র কয়
সময় থাকতে
সেই মানুষের খবর বার্তা
যে নিয়্যাছে[৩]
যাও সেই মানুষের কাছে।
ওরে আগে যাও মানুষের দ্যাশে।
ওরে না নিলে মানুষের সঙ্গ
অসুর স্বভাব যাবে কিসে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. যেয়ে, ২. থাকতে, ৩. নিয়েছে।

৭১

ভজন

গুরু কি ধন চিনলি না মন
ও তুই করলি কি
কোন বস্তুকে গুরু বলে
ও তুই না চিনিয়ে[১] ভজবি কি।
গুরু থুইয়্যা গোবিন্দ ভজে
সে পাপী নরকে মজে

পুরাণে তাই ল্যাখা আছে
এ কথায় সন্দেহ কি ।
যত আছে জ্ঞান কানারা
অন্ধের মত বুঝায় তারা
কানা-উলার[২] ভাজে পইড়ে
ভইজ ত্যাঝে গোবিন্দজি ।
গুরু কি ধন চিনলি না মন
ও তুই করলি কি ।

কোন বস্তুকে গুরু বলে
ও তুই না চিনিয়ে ভজবি কি ।

ওরে এক শ বিশ মানুষের আয়ু
তবে ক্যান পায় না কেহ
গুরুত্যাগী পচা দেহ
এই দেহের ভরসা কি ।

গুরু কি ধন চিনলি না মন
ও তুই করলি কি
কোন বস্তুকে গুরু বলে
ও তুই না চিনিয়ে ভজবি কি ।

যার দেহ তারে কাছে রাখ
বর্তমানে চক্ষে দেখ
অকালে নাশিবে কেহ
যমের বাপের সাধ্য কি ।
গুরু কি ধন চিনলি না মন
ও তুই করলি কি
কোন বস্তুকে গুরু বলে
ও তুই না চিনিয়ে ভজবি কি ।
নিজকে নিজে চিনছে যারা
গুরু মূর্তি দেখছে তারা
দেবেন্দ্র তোর কর্ম সারা
চেনার সময় আর নাই বাকি ।
আসিয়্যা এই ভুলের দ্যাশে
পইড়ে বিষম ভুলের প্যাচে
আসল ঘরে মশাল নাই রে
ঢেঁকির ঘরে মোমবাতি ।

গুরু কি ঘন চিনলি না মন
ও তুই করলি কি
কোন বস্তুকে গুরু বলে
ও তুই না চিনিয়ে ভজবি কি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চিনে, ২. ভূত।

৭২

ওরে তুমি তো মোকছুদ মেরা
সকলি কামেতে
মন যেইতে[১] চায় কুকর্মেতে
সৎজ্ঞান তুমি দাও না তারে।
এ মোনাজাত হয় য্যান কবুল
ওগো প্রভু
তোমার রহমতে।

ইব্রাহিম খলিল যিনি
খাবেতে[২] দেইখলেন তিনি
খলিল নিজ বেটা
দিলেন কুরবানি
তোমার দরবারে।
তুমি তো মোকছুদ মেরা
সকলি কামেতে
মন যেইতে চায় কুকর্মেতে
সৎজ্ঞান তুমি দাও না তারে।

নমরুদ কাফেরে তারে
ফেইলে দিল অগ্নিকুণ্ডে
সেখানে মাফ পাইল রে খলিল
তোমার নামের গুণে।
তুমি তো মোকছুদ মেরা
সকলি কামেতে
মন যেইতে চায় কুকর্মেতে
সৎজ্ঞান তুমি দাও না তারে।
যা করো তাই করো তুমি
দুষি[৩] কেন হইলেম আমি
রহমানের রাহিম তুমি
লেখে কোরানে।

তুমি তো মোকছুদ মেরা
সকলি কামেতে
মন যেইতে চায় কুকর্মেতে
সৎজ্ঞান তুমি দাও না তারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. যেতে, ২. স্বপ্নে, ৩. দোষী।

৭৩
আদম নিরাকার বস্তু
জ্ঞানী লোকে কয় গো
ছফি দেহে আদম জেইনে
পইড়্যাছে বিষম ঘুলায়।

দুগ্ধে চেনি[১] মিশাইলে
কেও না তারে খুঁইজে পায়
এই রকম আদমে খোদা
চিনলে যায় মনের ধান্ধা
পইড়্যা শুইন্যা ক্যাও ছয় গাধা
ক্যাও ঘুরে প্যাটের জ্বালায়।
আদম নিরাকার বস্তু
জ্ঞানী লোকে কয় গো
ছফি দেহে আদম জেইনে
পইড়্যাছে বিষম ঘুলায়।

আদম দেহে ছয়টি স্বভাব
মুর্শিদ ধইরে জাইনতে হয়
হায়ান এনছান মুলকাত শয়তান
আমমারা ছামাতি[২] কয়
আদমতনে[৩] থেইকে খোদা
ছবি তনে রব শুনায়।
আদম নিরাকার বস্তু
জ্ঞানী লোকে কয় গো
ছফি দেহে আদম জেইনে
পইড়্যাছে বিষম ঘুলায়।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চিনি, ২. এই ছয়টি আদম দেহের স্বভাব, ৩. আদমের দেহে।

৭৪

আলী নবির ভেদের মহাজন
ও ক্যাও জানে না তার মূল কারণ।

ওরে আলী নামটি মুস্কিল কোষা
সে যে মেরতা দেহ[১] কইরলেন তাজা
সে যে বাহাত্তর বার গুলাম কেইটে
শ্যাষে তারে দেয় জীবন।
আলী নবির ভেদের মহাজন
ও ক্যাও জানে না তার মূল কারণ।
আদম সৃষ্টি হইব্যার আগে
ওরে মক্কা দ্যাশে খুরমা বাগে
সে যে জিনের হাত কইরলেন বন্ধন।
আলী নবির ভেদের মহাজন
ও ক্যাও জানে না তার মূল কারণ।

ওরে আলী নামটি শেরে খোদা
ও সে যে মক্কা দ্যামে হইলেন পয়দা
ও সে যে জইন্যা সাইর‍্যা চোখ মেইল্ল না
সেযে জইন্যা সাইর‍্যা দুধ খাইল না
আগে দেখে নবির চান বদন।
আলী নবির ভেদের মহাজন
ও ক্যাও জানে না তার মূল কারণ।
ওরে আলীকে না চিনে কেহ
উটে ন্যায়[২] তার মেরতা দেহ
সেলাম কুথায় নিল কি হইল
কুথায় হইল তার গোর কাফন।
আলী নবির ভেদের মহাজন
ও ক্যাও জানে না তার মূল কারণ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মৃতদেহ, ২. বহন করে।

৭৫

গুরু তোমার নিগূঢ় নামটি
সেই নামটি আজ কও আমারে ।

ওরে কুন নামেতে নিজাম খুনি
শত খুনে মুক্তি পায় ।
একুব নবির ছেইলে ছিল
ইউছুফ নবি নাম রাখিল
দশ ভাইয়ে তার শত্রু হইয়ে
বাইন্দে ফালায় কুইয়্যার মাঝারে ।
গুরু তোমার নিগূঢ় নামটি
সেই নামটি আজ কও আমারে ।

আবার তোমার কুন নামের জোরে
উঠায় তারে সদাগরে
নিয়া যায় মেছের শহরে
মালের লোভে বেইচে যায় রে
গুরু তোমার নিগূঢ় নামটি
সেই নামটি আজ কও আমারে ।

গুলাম বানায়ে তারে
দিলেন বিবি জ্যোলেখারে
ওরে সুকেতে[১] মাশুক[২] মিশাইয়ে
মেছেরেতে পাইল্যান বাতশাই রে ।
গুরু তোমার নিগূঢ় নামটি
সেই নামটি আজ কও আমারে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রেমিক, ২. প্রেমাস্পদ ।

৭৬

আমার মনে বলে হায় রে হায়
প্রেমের কাঁটা বিনল কলিজায় ।
এমন যে প্রেমের গো কাঁটা
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম
না দিল ভাটা ।
প্রেমের কাঁটা বাইজল আটা

আনিল যে কুন বেটা
ও হায় ।
আমার মনে বলে হায় রে হায়
প্রেমের কাঁটা বিনল কলিজায় ।

প্রেম বাগানে ভ্রমর গো উড়ে
কত ভ্রমর আশায় ঘুরে রে
কুকর্মে জনম গেল
আয়ু থাইকতে জীবন ক্ষয় ।
আমার মনে বলে হায় রে হায়
প্রেমের কাঁটা বিনল কলিজায় ।

শেখ ফরিদ যে প্রেমিক গো ছিল
খোদার প্রেমের মত্ত হইয়ে
ফানা যে হৈল
কাগ এইসে চক্ষু নিল
নাম রহিল দুনিয়ায় ।
আমার মনে বলে হায় রে হায়
প্রেমের কাঁটা বিনল কলিজায় ।

অধীনে ভেইরে তাই বলে
প্রেমের কাঁটায় মন না চলে
প্রেমের কাঁটায় প্রাণ গেল
জীবন যৈবন আয়ু ক্ষয় ।
প্রেমের কাঁটা বিনল কলিজায় ।

৭৭
ওরে বাবা মওলানা
কৃপাদান আমায় করো না
কৃপার ভিখারি আমি
আর কোন ধন চাই না ।
আমি চাই না রাজ্য
চাই না বাড়ি
ও মওলাজি
আমি চাই না তোমার সর্বসুখ

তোমারে পাইলে আমার
ঘুইচে যাবে মনের দুখ।
ভিখারিকে ভিক্ষা দানে
ফুইর‍্যাও মনের বাসনা
ওরে বাবা মওলানা
কৃপাদান আমায় করো না
কৃপার ভিখারি আমি
আর কোন ধন চাই না।

তুমি গুরু আদিপতি
ও মওলাজি
আমি তো ভিখারি জন
কৃপা আসে দীন বেশে
কইরত্যাছি আরাধন।
এই অধমের এই মিনতি
আমায় চরণ ছাড়া কইরো না।
ওরে বাবা মওলানা
কৃপাদান আমায় করো না
কৃপার ভিখারি আমি
আর কোন ধন চাই না।

অধীন জয়নাল কেইন্‌ বলে
শুকলাল চান্দের চরণে
বিপদে পড়িলে দয়াল
তরাইও আমারে।
জিওনে মরণে আমি
তোমায় যেন ভুলি না
ওরে বাবা মওলানা
কৃপাদান আমায় করো না
কৃপার ভিখারি আমি
আর কোন ধন চাই না।

৭৮

কিনা আগুন দিলি রে,
ওরে নিঠুর কালা রে

ভালোবাসার আগুন দিয়্যা
রলি কুন বা দ্যাশে।

আমি সে আগুন নিবাইতে পারি সই
শীতল পানি কুথায় পাইরে।
কিনা আগুন দিলি রে
ওরে নিঠুর কালা রে
ভালোবাসার আগুন দিয়্যা
রলি কুন বা দ্যাশে।

আগে যদি জানতাম বন্ধু
ঘরে দিবি আগুন
তবে তো ওরে নিঠুর কালা
জল ঢালিতাম দ্বিগুণ
আমি ঘর পুড়া ছাই লইয়ে কান্দি
খালি ভিটায় বইসে।
কিনা আগুন দিলি রে
ওরে নিঠুর কালা রে
ভালোবাসার আগুন দিয়্যা
রলি কুন বা দ্যাশে।

শুকলাল চান্দে বলে পাবি তারে
গেছে শুকনা নদীর ওপারে
আমি সেই আশায় বইসে রইল্যাম
যদি বন্ধুর দেখা পাই রে।
ওরে নিঠুর কালা রে
ভালোবাসার আগুন দিয়্যা
রলি কুন বা দ্যাশে।

৭৯
যতদিন ভ্রমের পাহাড়
না যাবে দূরে
লা-ইলাহা ইল্লাল্লার নকশা
পইড়বে[১] না তর নজরে।

কলেমা ছুরতের কথা
বইলতে আছে মানা

জ্ঞান নয়ন না ফুইটলে পরে
ঐ ছুরত কেউ দ্যাখে না।
যদি ছুরত দেইখতে চাও
কামেল পিরের কাছে যাও
চক্ষেতে অঞ্জন দিয়ে
দেখাইয়ে দিবে তোরে।
যতদিন ভ্রমের পাহাড়
না যাবে দূরে
লাইলাহা ইল্লাল্লার নকশা
পইড়বে না তর নজরে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লার নকশা
মওজুদ আছে গোপনে
তাইতে বলি ওরে বোকা
আরেফ[২] ধর সন্ধানে
(তুমি) আরেফ ধর সন্ধানে।
বারো হরফের মিলনে
হয় কলেমা ছুরতের গঠন
জজেখা মাঝখানে আছে
আচ্ছালামুন হইয়ে ঘুরে।
যতদিন ভ্রমের পাহাড়
না যাবে দূরে
লা-ইলাহা ইল্লাল্লার নকশা
পইড়বে না তর মনে।

দমে দমে টান আনফাছ
সিন্ধুদম আর বিন্দুদম[৩]
দিন থাকিতে ওরে বাছা
কইরে নিলি না তার অন্বেষণ।
এনকাম ওয়ায়েসবেড়া কয়
তার ভেদ জানিও নিশ্চয়
নফি এজবাত বইছে দেখ
অরুজ নজুলের ঘরে।
যতদিন ভ্রমের পাহাড়

না যাবে দূরে
লা-ইলাহা ইল্লাল্লার নকশা
পইড়বে না তর মনে।

ভাবি ছাড়া ভবের কথা
বইলতে আছে মানা
গুপ্ত কথা ব্যক্ত কইরে
যথা তথা বইলো না।
মুর্শিদ বাবা কেইন্দে কয়
ভেদ বুঝা বড় দায়
কুদরতুল্লার কুদরতি ভেদ
কার সাইধ্য[৪] বুইঝতে পারে।
যতদিন ভ্রমের পাহাড়
না যাবে দূরে
লা-ইলাহা ইল্লাল্লার নকশা
পইড়বে না তর মনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পড়বে না, ২. মুর্শিদ (পির), ৩. নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ফকিরি গোপন তত্ত্ব, (হিন্দুশাস্ত্রে বলে কুম্ভক), ৪. সাধ্য।

৮০
আমি আর কতকাল
রইব রে দুঃখ সইয়্যা[১]
ওরে তুই আমারে
করলি রে পাগল
আমার সকল নিয়া রে।

আসিতে খার রূপ ধরে না
আমি যায় ফাটিয়া
আমি বিরহিণী রই কেমনে
ঐ রূপ পাশুইর‍্যারে।
আমি আর কতকাল
রইব রে দুঃখ সইয়্যা।
ওরে তুই আমারে
করলি রে পাগল
আমার সকল নিয়া রে।

হইত্যাম[২] যদি বনের পাখি
দেখিত্যাম[৩] উড়িয়্যা[৪]
আমি পাহাড় খুঁজিয়া দেইখত্যাম
কই রইল্যা[৫] লুকাইয়্যা[৬] রে।
আমি আর কতকাল
রইব রে দুঃখ সইয়্যা।
ওরে তুই আমারে
করলি রে পাগল
আমার সকল নিয়া রে।

মানিক যদি হইত্যা[৭] বন্ধু
রইখত্যাম[৮] অঞ্চলে বান্ধিয়্যা
আমি অঞ্চল খুলিয়্যা দেইখত্যাম
নয়ন ভরিয়্যা রে।
আমি আর কতকাল
রইব রে দুঃখ সইয়্যা।
ওরে তুই আমারে
করলি রে পাগল
আমার সকল নিয়া রে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সহ্য করে, ২. হতাম, ৩. দেখতাম, ৪. উড়া, ৫. রইলে, ৬. লুকায়ে, ৭. হতে, ৮. রাখতাম।

৮১

ঐ কাননে পাখি ডাকে গো
বউ কথা কও বইলে[১] ডাকে
নব ফাগুনে।

ও সখী গো
নূরের পাখি সোনার খাঁচা
নিত্য করে আসা যাওয়া
পাখি থাকে অতি গোপনে।
ঐ কাননে পাখি ডাকে গো
বউ কথা কও বইলে ডাকে
নব ফাগুনে।
ও সখী গো
যদি পাখি ধরতে চাও

আগে গুরুর কাছে যাও
সেইতি[২] দিবে সন্ধান জানাইয়ে।
ঐ কাননে পাখি ডাকে গো
বউ কথা কও বইলে ডাকে
নব ফাগুনে।

ও সখী গো
পাখি বড় চতুর ভাই
আসা যাওয়ার শব্দ নাই,
পাখি থাকে অতি আড়ালে।
যদি পাখি ধরতে চাও
দুপাশের এক ফান পাতাও[৩]
ফান পাতিয়ে বইসো নিড়ালে।
ঐ কাননে পাখি ডাকে গো
বউ কথা কও বইলে ডাকে
নব ফাগুনে।

ও সখী গো
ফকির দরবেশ ওলি যারা
সেই পাখিটি ধরচে তারা
সদাই তারা থাকে গাছ তলায়।
নিজামুদ্দি খুনি ছিল
সে একদিন গাছ তলায় বইল
মরা বিরিক্ষে[৪] পাতা মেইল্যাছে।
ঐ কাননে পাখি ডাকে গো
বউ কথা কও বইলে ডাকে
নব ফাগুনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বলে, ২. সেই, ৩. ফাঁদ পেতে রাখো, ৪. গাছে।

৮২

ভাটিয়ালি

ওরে গান গেইয়ে[১] যাও
তরি বেইয়ে রে বেইমান
তুমি মধুর সুরে গাওরে গান
গান শুনাইয়ে কেইড়ে[২] নিলি প্রাণ।
ও বেইমান রে —

আমি পরের নারী
জীবন যৈবন সব তুমারি
তোমার নৌকায় আমায় ভইর‍্যা রে
ও বেইমান
তোমার দ্যাশে দ্যাও[৩] চালান।
ওরে গান গেইয়ে যাও
তরি বেইয়ে রে বেইমান
তুমি মধুর সুরে গাও রে গান।

ও বেইমান রে —
তোমারও যে গান শুনিয়ে
যমুনাতে এইলেম[৪] ধেইয়ে
আমার কাঙ্কের কলসি
ভাইঙ্গা গেলরে বেইমান —
ভাইঙ্গে হইল দুইখান।
তরি বেইয়ে রে বেইমান
তুমি মধুর সুরে গাও গান।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গেয়ে,২. কেড়ে, ৩. দাও, ৪. আসলাম।

৮৩
মারফতি
হকিকতের হক না জাইনলে
কেমনি কোরান বুঝবি
ওরে কোরান মানে
ফারক[১] কইরতে হয়
সে ভেদ সহজেই কি বুঝবি।

ওরে মুতলেক নামে কোরান খানি
একজন আলেমের কাছে শিকবি
ওরে পালা আছে পাথর নাই
কেমনি কইরে মাপপি[২]।
হকিকতের হক না জাইনলে
কেমনি কোরান বুঝবি।
নাতেক নামে কোরান খানি

গুরুর কাছে ছবক নিয়ে শিকবি[৩]
তিরিশ হরফের মানে বুঝলে
ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ বুঝবি।
হকিকতের হক না জাইনলে
কেমনি কোরান বুঝবি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তফাৎ, ২. ওজন, ৩. শিখবি।

৮৪

বিয়ার মাজন সাজ তারাতারি
লো নায়রী
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি।

যেদিন তোমার বিয়া হবে
গরম জলে ছান[১] করা রে
মুল্লা এইসে কলমা দিবে
যাবে আপন শ্বশুরবাড়ি।
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি
লো নায়রী
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি।

যেদিন বিয়ার অধিবাস
কাটপে[২] নতুন চোপের বাঁশ
চাইর বেহারায় কান্দে কইরে
নিবে আপন শ্বশুরবাড়ি।
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি
লো নায়রী
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি।

যেদিন বিয়া সারা[৩] হবে
নায়রী সব চইলে যাবে
মা জননীর সাথে পইড়বে[৪] বাড়ি।
আমার দয়াল বলে বিয়ার সাজ
করো দীন নবির কাজ
আমার নবি হবে কাণ্ডারি।

বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি
লো নায়রী
বিয়ার সাজন সাজ তারাতারি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. স্নান, ২. কাটবে, ৩. শেষ, ৪. পড়বে ।

৮৫

কোরানের মর্ম জানা চাই
তিরিশ হরফে কোরান নাজেল
করচে নবির ঠাঁই ।

সকল হরফ ছাড়া ছাড়া
লাম আলেফের গুরায় জোড়া
লামের উপর আলেফ খাড়া
চাইয়ে দেখ তাই ।
কোরানের মর্ম জানা চাই
তিরিশ হরফে কোরান নাজেল
করচে নবির ঠাঁই ।

সব হরফের মানে আছে
আলেফের মানে গুরুর কাছে
সেই কারণে তিন হরফে
নুক্তা দেয় নাই সাঁই ।
কোরানের মর্ম জানা চাই
তিরিশ হরফে কোরান নাজেল
করছে নবির ঠাঁই ।

৮৬

নামাজের ধারা

ও আমার মন রসনা
বেল গায়েবে[১] আর থেকো না
দিন থাকিতে জানিয়ে লও
নামাজের বেনা ।

বড় দুইর‍্যায় নামাজ পড়
টুপি মাথায় রাস্তায় ফির

যারে তারে মন্দ বল
বল নামাজ পড়ে না।
মুখে বল তুবা তুবা
গায়ে দেখি লম্বা জুব্বা
এ আকারি স্বভাব তোমার
মোটেই গেল না।
ও আমার মন রসনা
বেল গায়েবে আর থেকো না
দিন থাকিতে জানিয়ে লও
নামাজের বেনা।

কায়েম করিতে নামাজ
দেখনা কোরানের মাঝ
বেরাশি বার হুকুম করছে রব্বানা
সব আয়েত একবার
এই আয়েত বেরাশি বার
আকিমুচ্ছালাতি বলছে রব্বানা।
ও আমার মন রসনা
বেল গায়েবে আর থেকো না
দিন থাকিতে জানিয়ে লও
নামাজের বেনা।

নামাজেরি একিহদ[২]
জান আহাম্মদি কদ[৩]
এলমাল[৪] একিন ঠিক না হইলে
গোল মিটপে না[৫]।
জালেমন চিনিয়ে লও
আহাম্মদের মিম মিটাও
আয়নাল একিনে নামাজ
ছামনে দেখ না।

ও আমার মন রসনা
বেল গায়েবে আর থেকো না
দিন থাকিতে জানিয়ে লও
নামাজের বেনা।
ফকির ইয়ার ইদ্দি বেইবে বলে
আব্দুল আজিজ বলি তরে
নামাজের আগে শিখ
তৈয়ব কলেমা।

শিখ আগে কলমার কল
পাহাড় পর্বত নদী জল
নফি আজবাত বুঝলে পরে
ভাবনা রবে না।
ও আমার মন রসনা
বেল গায়েবে আর থেকো না
দিন থাকিতে জানিয়ে লও
নামাজের বেনা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঘুমের ঘোরে, ২. এই ধারা, ৩. পথ (হজরত মুহম্মদ (সা.) যে পথ প্রদর্শন করেছেন), ৪. ভুল (অন্তরের গলদ), ৫. মিটবে না।

৮৭

হারে এই আসরে জানাই
ছেলামালেকোম
কেহ যদি জানায় সেলাম
আমার আলেকোম।

আমি পরথমে[১] জানাই সেলাম
আল্লাজির পায়
তারপরে জানাই সেলাম
হজরত রসুলের (সা.) পায়
তারপরে জানাই সেলাম
হজরত আলীর পায়
তারপরে জানাই সেলাম
সাজহুরার[২] পায়
তারপরে জানাই সেলাম
ইমাম সাবের পায়।

তারপরে জানাই সেলাম
মাদার আউল্যার[৩] পায়।
হারে এই আসরে জানাই
ছেলামালেকোম
কেহ যদি জানায় সেলাম
আমার আলেকোম।
তারপরে জানাই সেলাম
মা বাবার পায়

যাহার উছিল্যায় আমি
এইল্যাম[৪] দুনিয়ায় ।

তারপরে জানাই সেলাম
দশ জনার পায়
দশ জনার চরণ ধূলি
আমার মাথায় ।

তারপরে জানাই সেলাম
শুকলাল শার পায়
তিনি মোরে হস্ত ধইরে
শিখায়[৫] ডাইনে বায় ।
হারে এই আসরে জানাই
ছেলামালেকোম
কেহ যদি জানায় সেলাম
আমার আলেকোম[৬] ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রথমে, ২. মা ফাতেমার, ৩. আউলিয়া, ৪. আসলাম, ৫. শিখায়েছেন, ৬. আলায়কুম আচ্ছালাম ।

৮৮
গড়ছে কুদরতুল্লা কুদরতি ঘর
দেখতে মনোহর
এই ঘর পইড়্যা গেলে[১]
তুইলতে[২] পারে
এমন সাইধ্যা[৩] আছে কার ।

ঘরের ভিতরে ঢাকার শহর
দেখপি[৪] যদি মন আমার
তার উপর তালায়[৫] দুই জানালা
সেইখানে চিনা বাজার,
সেইখানে হয় চিনা বাজার ।
সাদা কালা দুইটি বাতি রয়
ঘরের সদর দরজায়
ঘরের ভিতর নূরের ঝলক
দেখপি যদি মন আমার ।
গড়ছে কুদরতুল্লা কুদরতি ঘর
দেখতে মনোহর

এই ঘর পইড়্যা গেলে
তুইলতে পারে,
এমন সাইধ্যা আছে কার ।

চৌদ্দ তালা ঘরখানি
তার মাঝখানে মালের গোলা
এক দরজা গোপনেতে
মাইর‍্যাছে[৬] রসের তালা ।
নয় দরজা রইয়্যাছে[৭] খোলা
ওরে ঘর করছে উজালা[৮]
অরুজ নজলের[৯] খেলা
খেলচে আমার পরওয়ার ।

গড়ছে কুদরতুল্লা কুদরতি ঘর
দেখতে মনোহর
এই ঘর পইড়্যা গেলে
তুইলতে পারে
এমন সাইধ্যা আছে কার ।

ঘরের ভিতর নাক্কু সর্দার
কামেতে তার নাই অবসর
হাতে লইয়ে[১০] হাওয়ার পাখা
টানিচে আনিবার ।
পাখার টানে দিবারাতি
যেদিন হবেরে দুর্গতি
সে যেদিন পাখা ছেইড়ে দিবে
সেইদিন পইড়ে[১১] যাবে ঘর ।
গড়ছে কুদরতুল্লা কুদরতি ঘর
দেখতে মনোহর
এই ঘর পইড়্যা গেলে
তুইলতে পারে
এমন সাইধ্যা আছে কার ।

ঘরামি যার বাধ্য আছে
কি ভাবনা আছে তার
নুইর‍্যাম[১২] ঘর পইড়্যা গেলে
নতুন ঘর পাবি আবার[১৩] ।

দিন থাকিতে ঘরে দ্যাও প্যালা,
আমার মন করিস না হ্যালা
পাগলা ফকিরে বলে
সময় থাইকতে ঘরামিকে বাধ্য করো।
গড়ছে কুদরতুল্লা কুদরতি ঘর
দেখতে মনোহর
এই ঘর পইড়্যা গেলে
তুইলতে পারে
এমন সাইধ্যা আছে কার।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পড়ে গেলে, ২. তুলতে, ৩. সাধ্য, ৪. দেখবি, ৫. তলায়, ৬. মেরেছে, ৭. রয়েছে, ৮. আলোকিত, ৯. গোপন তত্ত্বের, ১০. নিয়ে, ১১. ছেড়ে, ১২. পুরাতন, ১৩. পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে।

৮৯

আমি কি সন্ধানে
যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
যেমন আঁধার ঘরে
জ্বলচে বাতি
দিবারাতি নাই সেখানে।

যেতের পথে[১]
ভাব নদীতে
পারি দিতে ত্রিবেণী।
কত সাধুর ভরা
যাচ্চে[২] মারা
(আবার) পইড়ে নদীর
ঘোর তুফানে।
আমি কি সন্ধানে
যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।
রসিক যারা পার হয় তারা
নদীর ধার চিনে
তারা উজান নদী

যাচ্চে বেইয়ে
নাকি তারাই মাঝি
সাধন জানে।
ওগো তাদের তরি
আর ভাইট্যায় না গো
তারাই মাঝি
সাধন জানে।
আমি কি সন্ধানে
যাই সেখানে
মনের মানুষ যেখানে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চলার পথে, ২. যাচ্ছে।

৯০

আর যে থাকা যাবে না ভাই
(আমার) যাওয়ার তলব আইস্যা গেছে,
ঐ দ্যাখ গুরুগুরু দ্যাওয়ায় ডাক দিছে।

জাঙ্গার দড়ি গেছে ছিড়্যা
মস্তইল[১] ঘুণে খাইয়্যা করছে সারা রে।
ছেড়া বাদামটা
গেছে আগুনে পুইড়্যা রে
দুঃখ বইলব আমি
কাহার কাছে
আর যে থাকা যাবে না ভাই
(আমার) যাওয়ার তলব
আইস্যা গেছে।
ঐ দ্যাখ
গুরুগুরু দ্যাওয়ায় ডাক দিছে।

নায়ের গলই দুইড্যা[২] নড়াচড়া,
দিচ্ছে মাথা কাঠের বাইন ছাইড়্যা রে
গেছে পাতাম গুইল্যা
উইপড়্যা পইড়্যা রে
ভাঙ্গা নৈক্যায় চুয়াইচে।
আর যে থাকা যাবে না ভাই

(আমার) যাওয়ার তলব
আইস্যা গেছে
ঐ দ্যাখ
গুরুগুরু দ্যাওয়ায় ডাক দিছে।

মাখলা[১] বাঁশের[৩] চাক বানায়ে
দিছে হুগলা দিয়্যা
ছই ছাইয়্যারে।
আহা উলুতে খাইয়ে[৪]
করচে বুগলা বুগলা
মইধ্যে মইধ্যে ধুইয়্যা গেছে রে।
আর যে থাকা যাবে না ভাই
(আমার) যাওয়ার তলব
আইস্যা গেছে
ঐ দ্যাখ
গুরু গুরু দ্যাওয়ায় ডাক দিছে।

ও তাই পাগলা বাবার
ভাঙ্গা তরি
গাইনি দিব্যার[৫] না পায় দড়ি রে।
রব সাগরের ডাক ইশারায়
আমার ঢেই উইঠ্যাছে ভিতরে
ওঢেই উইঠ্যাছে ভিতরে রে।
ও আমার তরির ভাবনা মিছে
ঢেই উইঠ্যাছে পিছে পিছে
তরি বুঝি মারা পরে,
ঢেই উইঠ্যাছে পিছে পিছে রে।
আর যে থাকা যাবে না ভাই
(আমার) যাওয়ার তলব
আইস্যা[৬] গেছে
ঐ দ্যাখ
গুরুগুরু দ্যাওয়ায় ডাক দিছে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মাস্তুল, ২. দুইটা, ৩. একপ্রকার বাঁশ, ৪. হোগলার ছই উলুতে ছিদ্র করেছে এবং বৃষ্টিতে ধুয়ে ছই-এর ছিদ্রগুলো স্পষ্ট হয়েছে, ৫. নৌকার চেরায় রশি গুজে দেওয়ার নাম 'গাইনি দেওয়া', ৬. এসে।

৯১
বায়ু কোণে ম্যাক সাইজ্যা আইসে
মারচে ঠ্যালারে
তারাতারি নাগাও ঘরের প্যালা
মন তুই করিস না আর হ্যালা।

দ্যায়য়ায় করে ঘর ঘর শব্দ
মাটি করে থর থর শব্দ
মন তর উইড়িয়্যা নিবে
গোচালা ঘর রে
ভাংবে সুখের খেলা রে।
বায়ু কোণে ম্যাক সাইজ্যা আইসে
মারচে ঠ্যালা রে
তারাতারি নাগাও ঘরের প্যালা।

পরছা আটন বুইয়্যা[১] খুঁটি
ভাইঙ্গা কইরবে কুটি কুটি
মন তোর
পানের ডাবা চুনের খুটি
আরু ভাইঙ্গবে জালা কুলা রে।
বায়ু কোণে ম্যাক সাইজ্যা আইসে
মারচে ঠ্যালা রে
তারাতারি নাগাও ঘরের প্যালা।

তফিল খালি ধান নাইব্যাড়ে[২]
ঘর ভাংলে পড়বি ফ্যারে
সাঁই চান আমার ভেইবে বলে
খাবি কি কাচ কলা রে।
বায়ু কোণে ম্যাক সাইজ্যা আইসে
মারচে ঠ্যালা রে
তারাতারি নাগাও ঘরের প্যালা।

ও তুই
হ্যালায় হ্যালায়[৩] দিন কাটালি
একদিন ভেইবে দেখলি না রে।
ওগো আয়ুবেলা ডুইবে এইল
মন রে
হ্যালায় হ্যালায় দিন কাটালি

ও তোর
দিন ফুরাইয়ে এইল
একদিন ভেইবে দেখলি না রে।
পাষাণ মন রে আমার
এইভাবে দিন যাবে না রে
শেষের চিন্তা করলি না রে।
বায়ু কোণে ম্যাক সাইজ্যা আইসে
মারচে ঠ্যালা রে
তারাতারি নাগাও ঘরের প্যালা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঘরের সাঁচি, ২. গোলায়, ৩. অবহেলায়।

৯২

ভাব নদীর তরঙ্গ ভারি
ক্যামনে ধইরব[১] পারি
ঢেউ উইঠ্যাছে ত্রিবেণীর তিন কোণে
মায়ানদী পার হব ক্যামনে
ভাবি মনে মনে।

মায়া নদীর তিনটি ধার
মাসে তিনটি হয় জোয়ার
তিন মহাজন আছে তিন সাধনে।
সৃষ্টিকর্তা[২] পালনকর্তা
তাহার উপর সংহার কর্তা
তারা কোন দোষ পাইয়ে
চুম্বক পাথর ধরচে সাধনে।
ভাব নদীর তরঙ্গ ভারি
ক্যামনে ধইরব পারি
ঢেউ উইঠ্যাছে
ত্রিবেণীর তিন কোণে
মায়ানদী পার হব ক্যামনে
ভাবি মনে মনে।
মায়ানদীর বন্দে[৩] গিয়্যা
ওরে
কত নাইয়্যা নাও বান্দিয়্যা,
বইঠ্যা থুইয়্যা পলাইচে ঘাটে।

রসিক নাইয়্যা হইলে পরে
দুই একজনে বাইতে পারে
তারা নাও ধরে উজাইয়্যা।
ভাব নদীর তরঙ্গ ভারি
ক্যামনে ধইরব পারি
ঢেউ উইঠ্যাছে
ত্রিবেণীর তিন কোণে
মায়ানদী পার হব ক্যামনে
ভাবি মনে মনে।

দেইখ্যা নদীর কাটাল
মুর্শিদ আমার হইচে ব্যাহাল
বইঠ্যা ভাইঙ্গা মস্তইল ভাইঙ্গা
ভাবে বইসে কূলে।
ভাঙ্গা এক তরণি লইয়্যা
ক্যামনে যাইবো বাইয়্যা রে
আমি কূল না পাইয়্যা
কান্দি রাইত্র দিবা রে।
ভাব নদীর তরঙ্গ ভারি
ক্যামনে ধইরব পারি
ঢেউ উইঠ্যাছে
ত্রিবেণীর তিন কোণে
মায়ানদী পার হব ক্যামনে
ভাবি মনে মনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ধরিব, ২. সৃষ্টিকর্তা, ৩. বাঁধে।

৯৩
ওগো এই যে ভবে
রলি রে মন মহাজনের দেনা
মন রে
রলি মহাজনের দেনা।
কামিনী কাঞ্চনের মেলায়
মন রে
করছাও দোকানদারী
হিসাব পত্র রাইখোদারী।

হিসাব পত্র রাইখো ঠিক
মন রে
ঠ্যাকা হয় না য্যান জানি।
ওগো এই যে ভবে
রলি রে মন মহাজনের দেনা
মন রে
রলি মহাজনের দেনা।

যেদিন মন রে জমানিতে
ভবে আসপে[১] জমাদার
সেদিন তোমার হাটে
ক্যাউ[২] রবে না
সেদিন ভাই বল বন্ধ বল
ক্যাউ তোমার সাথি হবে না।
ওগো এই যে ভাবে
রলি রে মন মহাজনের দেনা
মন রে
রলি মহাজনের দেনা।

তাই কাছারিতে আছে নালিশ
যেই দিন হবে জারি[৩],
সেইদিন কোথায় রবে
এ ঘর বাড়ি
মন রে
একটু ভেইবে দ্যাখ
যেই দিন মালাম হবে
তোমার দেহখানি
সেইদিন জামিন লইতে
ক্যাউ যাবে না।
সে দিন একা একা
যাইতে হবে
জামিন লইতে ক্যাউ যাবে না।
ওগো এই যে ভবে
রলি রে মন মহাজনের দেনা
মন রে
রলি মহাজনের দেনা।

আমার এ দেহখানি
ছিল রে ষোলোআনি
বিয়ে কইরে আনলেম যারে
স্যাও ন্যায়[৫] আট আনি।
ও তার সিকি নিল
জাদুমণি রে
এখন সিকিতে সংসার চলে না
ও সেই ষোলোআনা না হইলে
সিকিতে সংসার চলে না।
আমার বারো আনা চইলে[৫] গেছে
বাড়াবাড়ি আমি করছি বইলে
বারো আনা কইমে[৬] গেছে
আমি কি দিয়্যা
এই সংসার চালাই।
আমার বারো আনা
কইম্যা গেছে
সিকিতে সংসার চলে না।
ওগো এই যে ভবে
রলি রে মন মহাজনের দেনা
মন রে
রলি মহাজনের দেনা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আসবে, ২. কেউ, ৩. যেদিন সমন জারি হবে, ৪. নেয়, ৫. চলে, ৬. কমে।

৯৪

বছর গেল দিন ফুইরিল
খাজনার আয়োজন করছাও কি
খালি হাতে গোমস্তার কাছে
খাটপে না[১] তোমার ক্যারদানি[২]।

মন তুমি করো অহঙ্কার
উপায় করো হাজার হাজার
গৌরব করো ভাবিয়্যা ধনি[৩]।
তুমি পিছুপানে চেইয়ে দ্যাখ
তোমার তফিলের

তরা আছে নি ।
বছর গেল দিন ফুইরিল
খাজনার আয়োজন করছাও কি
খালি হাতে গোমস্তার কাছে
খাটপে না তোমার ক্যারদানি ।

মন রে
যে দ্যাশে বসতি তোমার
স্যাও দ্যাশে আছে জমিদার
জমিদারের খবর রাখ নি
ও সেই জমিদারের
খবর রাখ নি ।

মন রে
আসপে যেদিন সরকারি পেয়াদা
তোমার তফিলে কিছুই পাইব্যানি[৪] ।
বছর গেল দিন ফুইরিল
খাজনার আয়োজন করছাও কি
খালি হাতে গোমস্তার কাছে
খাটপে না তোমার ক্যারদানি ।

মন রে
পেয়াদা যখন কইরবে আড়ি
তোমার হস্তে গলে
লাগাইবো[৫] দড়ি
কয়াদ খানায় নিবোরে[৬] অমনি ।
ভেইবে[৭] সাঁইজি কয়
মন রে আমার
সেদিন নিলাম হবে
তোমার ঘরখানি ।
বছর গেল দিন ফুইরিল
খাজনার আয়োজন করছাও কি
খালি হাতে গোমস্তার কাছে
খাটপে না তোমার ক্যারদানি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. খাটবে না, ২. কৌশল, ৩. নিজকে ধনী ভেবে অহঙ্কার করো, ৪. কিছু পাবে কি ? ৫. লাগাবে (বাঁধবে), ৬. নেবে, ৭. ভেবে ।

৯৫

ওরে আমার ভাঙ্গা নাও রে বন্ধু
ক্যামনে[১] যাব বাইয়্যা
তোমার বৈঠা তোমার নৌকা
যাও না ক্যানে বাইয়্যা রে বন্ধু
যাও না ক্যানে বাইয়্যা ।

আর কতকাল কাটাবো আমি
পার ঘাটেতে বসিয়্যা
ওরে পার ঘাটে বসিয়্যা ।
ওরে আমার ভাঙ্গা নাওরে বন্ধু
ক্যামনে যাব বাইয়্যা
তোমার বইঠ্যা তোমার নৌকা
যাও না ক্যানে বাইয়্যা ।

ও বন্ধু রে
জীবন তরি বোঝাই ভারি
তরি দিলাম রে ছাড়িয়্যা
হারে দিলাম রে ছাড়িয়্যা ।
তুমি না তরাইলে বন্ধু
তরি যাবে রে ডুবিয়্যা
ও তরি যাবে রে ডুবিয়্যা ।

ওরে আমার ভাঙ্গা নাও রে বন্ধু
ক্যামনে যাব বাইয়্যা
তোমার বইঠ্যা তোমার নৌকা
যাও না ক্যানে বাইয়্যা ।
আমার অন্তিমকালে হাইল ধইরো[২]

ওরে বন্ধু
হাইল মাচায় বসিয়্যা
এবার তুমি না তরাইলে বন্ধু
এই তরি যাবে রে ডুবিয়্যা[৩]
তরি যাবে রে ডুবিয়্যা
অকূলের মাঝে যাবে রে ডুবিয়্যা ।
ওরে আমার ভাঙ্গা নাও রে বন্ধু
ক্যামনে যাব বাইয়্যা

তোমার বইঠ্যা তোমার নৌকা
যাও না ক্যানে বাইয়্যা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কেমন করে, ২. ধরিও, ৩. ডুবে।

৯৬
আছে দীন দুনিয়ায়
অচিন মানুষ একজনা
সে যে কাজের বেলায় পরশমণি
তারে তো কেউ চিন না।

যখনে সাঁই নইরাকারে[১]
ভাসে একলা একেশ্বরে
ব্যাচে না[২] এক মানুষ আইসে
দোসর হইল তৎক্ষণা।
আছে দীন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা।

আলী নবি এই দুইজনে
কলমাদাতা কুল-আলফিনে
ওরে ব্যা-পিরা[৩] এক মানুষ আইসে
পিরের পির হয় সেইজনা।
আছে দীন দুনিয়ায়
অচিন মানুষ একজনা।

খোদার ছোট নবির বড়
যে তারে চিন্যাছাও ধর
আমার দয়াল চাঁন দরবেশে বলে
ওরে মোনাই একবার নড়চড়
সে বিনে কূল পাইব্যা না
আছে দীন দুনিয়ায়
অচিন মানুষ একজনা।*

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সৃষ্টির পূর্বযুগ : অন্ধকার, ধন্ধকার, নৈরাকার, কুহকার, মোকার, জেকার প্রভৃতি শত শত কারের কল্পনা করা হয়ে থাকে।, ২. অচেনা, ৩. যাঁর পির নাই।

* গানটি ফকির লালন সাঁই-এর একটি গানের ভিন্ন পাঠমাত্র; যা লালনের ভণিতা ভিন্ন কিছু কথার হের-ফেরসহ সংগৃহীত হয়েছে।

৯৭

ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে পায়রা[১]
দেখপি[২] খোদার রূপ চিহারা[৩]
দেখপি আনকা[৪] শহর
অচিন শহর।
সে জাগাতে[৫] অচিন মানুষ
তাতে কয়জনা হয় বিবাদি
তারে ধরতে গেলে
না দেয় ধরা।
দেখপি খোদার রূপ চিহারা।

তিন তারে এক তার মিশাইয়ে
দেখপি খোদা মানুষ মূলে[৬]
তাতে একজন মানুষ
আছে বইসে
দেখপি শূন্যের পরে আসন করা।
দেখপি খোদার রূপ চিহারা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পারা (পারদ), ২. দেখবি, ৩. চেহারা, ৪. অচেনা, ৫. সে জায়গাতে, ৬. সর্পাকৃতি শক্তিবিশেষ (কুল-কুণ্ডলিনী)।

৯৮

কুঞ্জি বিনে হয় না নামাজ
ওয়াইল দোজখের ডর
নামাজের কুঞ্জি তালাশ করো।

জাইন্যা নামাজ যে না পড়ে
কাফের জান সেই হইবে গো
কোরানের বেরাশী জাগায়
ছালাতের খবর।
নামাজের কুঞ্জি তালাশ করো।

আগে রসুলের করণি করো
জাতি ধইর‍্যা নামাজ পড়
হাদিস কোরানের মানে জাইনে
করিস না ফরফর।
নামাজের কুঞ্জি তালাশ করো।
আগে রসুলের করণি করো

জাতি ধইর‍্যা নামাজ পড়
হাদিস কোরানের মানে জাইনে
করিস না ফরফর।
নামাজের কুঞ্জি তালাশ করো।

বিনা জেকেরে দেল হয় না ঠিক
মুর্শিদ বিনে হয় না প্রেমিক
ও তার যাবে না মনের
এই গইদিম[১]
কয় শাকি পির ধর।
নামাজের কুঞ্জি তালাশ করো।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গলদ।

৯৯

ঘরের বাহির হও রে মুনা[১]
দিব্যজ্ঞান তর যাবে বাইড়ে[২]
লাইলাহা ধুম পইলে
মুখে ইল্লাল্লা ধুম পইলে।

আগে দ্যাও তহিদ সেজদা
পিছে মিলিবে খোদা
মিছে কেন উঠাও কাঁদা
মর কপাল ডইলে[৩]
লাইলাহা ধুম পইলে
মুখে ইল্লাল্লা ধুম পইলে।

আছে সেজদার উপর সেজদা
তাতে নাই ফয়দা
অধীন কছিম ভেইবে বলে
লাইলাহা ধুম পইলে
মুখে ইল্লাল্লা ধুম পইলে।

কালেমাতে আয়েব রতন
জপ ঐ নাম হরদমাদম[৪]
নকফকে[৫] করো মায়া
ভোগের লিপসা দেও না ছেইড়ে
দিব্যজ্ঞান তর যাবে বাইড়ে

মরার আগে জিন্দে মইলে।
লাইলাহা ধুম পইলে
মুখে ইল্লাল্লা ধুম পইলে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মন, ২. বেড়ে, ৩. ঘষে, ৪. একনাগাড়ে, ৫. সহসা।

১০০
হাপনা লৌকা[১] না থাকিলে
ক্যারাইয়া[২] দিবে কেরে
দিন থাকিতে চিনে ন্যাও তারে।

ওরে যে মিস্তিরী[৩] লৌকা গড়ে
তারে নি কেও চিনতে পারে
আমি মুনাইরে সুপিলাম তরি[৪]
চালাও সমুদ্দুরে।
দিন থাকিতে চিনে ন্যাও তারে।

সে যে বিনে যাতে[৫]
তখতা আঁটে গো
ও তার মাঝি মাল্লা
নাই রে সাথে।
মন পবনের হাইল বান্দিয়ে,
সে তরি চালায় সমুদ্দুরে
দিন থাকিতে চিনে ন্যাও তারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নৌকা, ২. ভাড়া, ৩. মিস্ত্রি, ৪. মনমাঝিকে সঁপিলাম, ৫. নৌকা গড়ার প্রয়োজনীয় জিনিস।

১০১
আমার মন কি করিলি গুণ টানিয়া,
তরি ডুইবে যায়।

ওরে চৌদ্দ পুয়া[১] হাতে তরি
বার বুরুজ[২] ছয় আগুরি[৩]
ভিতরে কল কারিকুরি
সারেং বিনে কে চালায়।
আমার মন কি করিলি

গুণ টানিয়া
তরি ডুইবে যায় ।

ওরে তরির ছিদ্র বন্ধ বিনে[৪]
জল চুয়াবে রাত্র দিনে
সেদিন সেচবি তরি
কূল পাবিনে
তরি বিনাশে চুয়ায় ।
আমার মন কি করিলি
গুণ টানিয়া
তরি ডুইবে যায় ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চৌদ্দ পোয়ায় সাড়ে তিন (মানবদেহ সাড়ে তিনহাত), ২. বারোটা কব্জা, ৩. খণ্ড, ৪. ছিদ্র বন্ধ না করলে ।

১০২
নাই রে কুন খানে[১]
খোদা নাই রে কুন খানে
জাইনলে পরে দেইখ্যা আইসত্যাম
পাই না কিছু মানুষ বিনে ।

মক্কা আর মদিনাতে
আজমীর আর বোগদাওত[২]
স্যাওখানে নাইরে খোদা
ক্যাবল মানুষগণে[৩] ।
নাইরে কুন খানে
খোদা নাইরে কুন খানে ।

সেখানে কত লোক গিয়্যাছিল
জিয়ারত কারণে
সেইখানে আল্লার শিন্নি
তৈয়র হইল
খায় না কেহ মানুষ বিনে ।
নাই রে কুন খানে
খোদা নাই রে কুন খানে ।

নবদ্বীপ কাশীধামে
শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনে

স্যাওখানে নাই রে খোদা
ক্যাবল মানুষগণে ।
নাই রে কুন খানে ।
খোদা নাই রে কুন খানে

নবদ্বীপে ভোগ সাজাইল্যাম
মূর্তি খোদা জেইনে
কতই প্রসাদ তৈয়র হইল
পায় না কুনখানে
খোদা নাই রে কুন খানে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কোনোখানে, ২. বাগদাদে, ৩. কেবল মানুষ ।

১০৩
কও দরবেশ তার মানে কি
দুইটি ডিম্ব ছয়টি কুসুম
বার বাচ্চা শুইন্যাছি ।

লাল জরদ সিয়া ছবেদ
এই চাইর রঙ্গের মানে কি
তোমার দেহের মইধ্যে
আছে ছয়টি রিপু
আহার করে কুনব্যক্তি
কও দরবেশ তার মানে কি ।

সাপের মতো প্যাট খানি
কাছিমের মত ঘারখানি
আবার হস্তির মতো ঘার গর্দানা
ঘোড়ার মতো মুখখানি
কও দরবেশ তার মানে কি ।
হাওয়া ভুরভুর পানির কিনার
তারির মইধ্যে বসতি
সেই পানি শুইকিয়া গেলে
সেই মানুষের হবে কি
কও দরবেশ তার মানে কি ।

১০৪
ভক্তি না হইলে
মওলার দিদার কি মিলে
ভক্তি মূলে দিন দয়েময়
তারে চিন খিয়ালে[১] ।

ইব্রাহিম পয়গাম্বর ছিল
খোদে খোদা তার মন বুঝিল
সে যে হাপনা[২] বেটাকে
কুরবানি দিল ।
মওলার দিদারের আশে
ভক্তি না হইলে
মওলার দিদার কি মিলে ।

উম্মে কুলছুম মেহমানি ছিল
সেখানে খোদে খোদা এইস্যাছিল
কুন পির পেগাম্বর নারে হইল
এইল ফকিরের ছুলে
ভক্তি না হইলে
মওলার দিদার কি মিলে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ধ্যানে, ২. নিজের ।

১০৫
নবি বিনে বন্ধু নাই হাসরে
চিন তারে ।
তিরিশ হাজার পুল উপরে
দোজুখ তাহার নিম্ম ধারে
দেখে জীবের জ্ঞান
থাকে না ধরে
চিন তারে ।
পুল গড়াইছে চমেৎকার
হীরা হইতে বেশি ধার ।
নবি বিনে কেমনি যাবি পারে
নবি বিনে বন্ধু নাই হাসরে
চিন তারে ।

আমার নবি যারে দয়া করে
ভয় নাই সেই পুলের পরে
সে যে এক নিমিষে
যাবে ভব পারে
নবি বিনে বন্ধু নাই হাস রে
চিন তারে।

পাগল ফকির ভাবে রাত্র দিনে
নবি চিন বর্তমানে
তুমি অনুমানে
পাইব্যা না কৈল[১] তারে
নবি বিনে বন্ধু নাই হাসরে
চিন তারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কিন্তু।

১০৬
আমার গুরু কেমন চক্রধারি রে
লীলা বুঝিতে না পারি।

এক বীজেতে জন্ম নিল
পুরুষ আর নারী।
মাইয়া লোক ক্যান
হয় মাকুন্দা[১]
পুরুষের মুখে দাড়ি।

হিন্দু আর মুসলমান ভাই রে
একজনার তৈয়রী
মুসলমানে ক্যানে
বলে গো আল্লা
হিন্দুতে কয় হরি।
ক্যান বা মসুলমান মরিয়া গেলে দেয় মাটি
হিন্দুলোক মরিলে কেন
নেয় যমুনার ভাটি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দাড়িগোঁফ ছাড়া।

১০৭
রসুল নামের অর্থ ভারি
কে তারে চিনে
হইল আউওয়াল আখের
জাহের বাতন রসুলের জইন্যে।

নবি রসুল হয় কুন জনা
কোরান খুইল্যা ক্যান দ্যাখনা।
হলো আব্দুল্লার ঘরে
নবির জনম গো
তারে রসুল কও ক্যানে।
রসুল নামের অর্থ ভারি
কে তারে চিনে।

আবার যে নামটি
রসুলের শুনি
অজান অপার সুস্তাব তিনি[১]
নূর টলিয়ে আহাম্মদ হইল[২]
মুহম্মদ নাম প্রকাশিল
তারে নবি বল ক্যানে
ওরে ফানাফেল ফউজ দেখ
আছে কোরানে।
রসুল নামের অর্থ ভারি
কে তারে চিনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তাঁর মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা, ২. আল্লার নূরে মুহম্মদ (স:) পয়দা।

১০৮
ডাইকবো কি শুইনবে কে রে
আছে কি কারও কান।
পাব কিরে এমন ছেলে
দেশের লাইগে কানবে প্রাণ।

ভাব সাগরে ডাকছে হাওয়া
কাল সাগরে ডাকছে বান
এবার হাইল ছাইড়ে দে
ঢেউ কাটিয়ে

পার হইয়ে যাইক তরিমান।
ডাইকবো কি শুইনবে কে রে
আছে কি কারও কান।

আমরা নাকি বিশ্বমানে
বিশ্বপতির শ্রেষ্ট দান
এখন উপোস কইরে
দিন কাটায়
থাকতে মোদের ক্ষেতে ধান।
ডাইকবো কি শুইনবে কে রে
আছে কি কারও কান।
দেশ বিদেশে ঘুইরে ফিরে
কত রঙ্গের গাইবা গান
সে গান শুইনলো না কেও
বুইঝলো না কেও
কুন সুরেতে কেও
কুন সুরেতে ধরছি তান।
ডাইকবো কি শুইনবে কে রে
আছে কি কারও কান।

১০৯

আদ্য মানুষ সাধ্য করো[১]
তার চিন্ময়ী চৈতন্যরূপ
চাইর গুণে এক দেহ যার।

ঠিক জেইনো সেই
সরল শক্তি
জীবের জীবন ভক্তের মুক্তি
পাবে বইলে পরম মুক্তি
এক জনারি সাধ্য করো
আদ্য মানুষ সাধ্য করো।

ক্ষিতি অপ ত্যেজ বায়ুর ঘরে
নিত্য লীলা ঘরে ঘরে
চাইর দিয়া চাইর
পূরণ কইরে
চাইর গুণে এক দেহ যার।

আদ্য মানুষ সাধ্য করো
আমার দয়াল চান
দরবেশের কথা
অহিকে[২] তাই জানবে কোথা,
এক মানুষ জগতের গাঁথা
শরিক নাই সে একেশ্বর।
আদ্য মানুষ সাধ্য করো।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বন্দেগি করো, ২. অশিক্ষিত লোকে।

১১০

কলির জীবকে উদ্ধারিতে
এইল নূরের পুতুল
রসুল উল্লা।
আরে নূরের পুতুল রসুল উল্লা
নূর মুহম্মদ ছাল্লেয়াল্লা।

ফাতেমা জহুরা খাতুন
খুসা হয় সে
আল্লা কুসুম
সে ময়না রূপটি ধারণ করে
জানে কত অলি উল্লা।
এইল নূরের পুতুল
রসুল উল্লা।
সে যে মদিনার আবতারে
জন্ম নেয় আব্দুল্লার ঘরে
আয়মনার উদরে জন্ম
নাম রেইখ্যাছে কাবাতুল্লা।
এইল নূরের পুতুল
রসুল উল্লা।

১১১

এ দুনিয়ার কর্তা যিনি
বইসে আছে আভে[১] একেলা
আদমের কালেপে বইসে

করতেছে লীলাখেলা ।
হায় রে—
ইউছুফ খইরোমের পুত্র
ভুবনেতে হয় জারি
বিনা বীজে মায়ের পেটে
রাখলে কেমনে সম্বরি ।
একি তোমার আজব লীলা
পিতা বিনে পুত্র দিলা
এ দুনিয়ার কর্তা যিনি
বইসে আছে আভে একেলা ।
হায় রে —
ইব্রাহিম আজরের পুত্র
লিখা আছে কিতাবে
ওরে নমুদ তানের জান নিকুলে[২]
অগ্নি-কুণ্ডলী-কূপে[৩]
অগ্নিকে গুলজারি কইরে[৪]
বাঁচাইলেন হাপনে পরে[৫]
প্রেমিক বইলে দোস্ত জেইনে
নাম রাখাইল খলিলউল্লা ।
এ দুনিয়ার কর্তা যিনি
বইসে আছে আভে একেলা ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিরালায়, ২. হত্যা করার চেষ্টা করে, ৩. কূপের ভিতর অগ্নিকুণ্ডলী, ৪. অগ্নিকে মোহিত করে, ৫. আল্লাহ নিজে তাঁকে বাঁচালেন ।

১১২

ইলসা মাছের জাল বুনিয়া
হাত দিলি ক্যান বাইল্যার দরে[১]
শ্যাষকালে কি করে তরে
শ্যাষকালে কি করে ।

খইড়ক্যা জাইল্যা নাঠি দিয়া
কমজলে মাছ ধরে
কমজলের মাছ মুগুর মারা[২]
রক্ত উঠে মাথার পরে
শ্যাষকালে কি করে ।

রসিক জাইলা জাল ফালাইয়্যা
পাতালের মাছ ধরে
পাতালের মাছ খাইতে মিষ্টি
রসিক জাইলা ভক্কন[৩] করে
শ্যাষকালে কি করে।

অরসিক্যা জাল বুনিয়া
থুইল নিয়া ঘরে
ও তার ব্যাড়া বাইয়া
ইন্দুর যাইয়া
কেইটে দফা মারে
শ্যাষকালে কি করে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বেলে মাছের গাঁতায়, ২. প্রায় রক্তশূন্য, ৩. ভক্ষণ।

১১৩
আগে আদম হাওয়াকে
লও চিনে
কারে বলে হাওয়া আদম
গুরুর কাছে লও চেইনে।

আনিয়া জেদ্দার মাটি
গড়ছে আদম পরিপাটি
মিথ্যা না কথা খাটি
জানে আলেম গণে।
আগে আদম হাওয়াকে লও চিনে।
হাওয়া আদম গন্ধম
এই তিনের ভেদ নহে কম,
জানে না অহিক জনা[১]
জানে দরবেশ জনে
আগে আদম হাওয়াকে লও চিনে।

মক্কা তৈয়রের ঘরে
খাকের খামেরা[২] কইরে
সেইখানে তৈয়র করে
আদি আদমেরে।
কালেপে[৩] দম কুকিল
কালেপ চৈতন্য[৪] হইল

পরে আদম আসিল
বিচার আসনে
আগে আদম হাওয়াকে লও চিনে।

আগে আদি আদমে রে
মানা করছে পরোওয়ারে
খাইও না খাইও না গন্ধম
ভেস্ত মাঝারে
খুবই ম্যাওয়া খাও তুমি
তাতে না হবে কমি
যাইও না সেই গাছের গোরে[৫]
সদায় রেইখ মনে
আগে আদম হাওয়াকে
লও চিনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অশিক্ষিত ব্যক্তি, ২. মাটির খুঁটি, ৩. দেহে, ৪. চেতন হলো, ৫. গাছের গোড়ায়।

১১৪
মন করো মিছা কাইক্যাবাড়ি[১]
কলির রাজা পাইয়ে প্রজা
করতেছে সব আয়েনজারি[২]।

মাধব কয় শুন রে ভাই
এথায় থাইকে কার্য নাই
চল গৌর দ্যাশে যাই।
বইল্যা গৌর হরি
গৌর নামের বলে দেহ
চালাও উজান তরি[৩]।
এবার গুরু নামের বল থাকিলে
নিতাইচান হবে কাণ্ডারি
মন করো মিছা কাইক্যাবাড়ি।

যত কও আমার আমার
কিছু না হবে তোমার
এতো সব সঠের কারবার
হচ্চে জুইয়্যা চুরি।
হারে বাটপারের ভাব
বুঝতে নারি।

তুইতে বেহুঁশারি
তারাইকি পাপ বাইট্যা নিবে
যাদের জইন্যে কইল্যা চুরি[৪]
মন করো মিছা কাইক্যাবাড়ি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বৈষয়িক উন্নতিলাভের চেষ্টা, ২. আইন জারি, ৩. গৌর নামের শক্তিতে দেহতরিকে উজান চালাও, ৪. পরিবার-পরিজনের জন্য অনেকসময় অন্যায়ভাবে উপার্জন করতে হয়; কিন্তু কেউ-না কেউ তো তার পাপের ভাগী হবে।

১১৫
নামাজ পড় ও মুসল্লি
নামাজের নি রাখ ডর।

হাত ধুইলি তুই নদীর জলে
তাইতে কি আর অজু হইল
দেলের কালি রইল দেলে
বাহিরে ওর পরিষ্কার।
নামাজ পড় ও মুসল্লি
নামাজের নি রাখ ডর।

জায় নামাজে হলি খাড়া
পলকেই তর নামাজ সারা
ছুইটল রে তর মনের ঘোড়া
আজাজিল হলি ছয়ার
নামাজ পড় ও মুসল্লি
নামাজের নি রাখ ডর।

১১৬
খোদা চিনলা না
তুমার হাপন[১] দোষে
সেজদা দিলা কুন উদ্দিশে।
আরফার রব্বাকা
রসুল বইল্যাছে
এমাম মানুষ মোল্লার পাছে সেজদা ফরজ
লেকি দিলা কোন উদ্দিশে।

কুলুবেল মমিন অরশে আল্লা
শুনি মানব দেহে বুনি[২]
আল্লা আছে।
পায় আকার সেজদা মানুষ
তার বন্ধু হাদিসে
রসুল বইল্যাছে
সেজদা দিলা কুন উদ্দিশে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিজের, ২. নাকি।

১১৭

ধর ধর মানুষ
ঠিক করিয়া ধর
মানুষ যে ধইর‍্যাছে
তারে ধর।
ওরে মাতা গুরু প্রিয় গুরু
এই দুইজনকে বাধ্য করো
আগে মায়ের চরণ হৃদে রাইখে
ঐ চরণ সাধন করো।
ধর ধর মানুষ
ঠিক করিয়া ধর।

সমুদ্দুরের তুই ক্যান ভারি
কিনারে নাও চাইপ্যা ধর
রাধা নামে বাদাম দিয়ে
হাইলের শলা আঁইটে ধর।
ধর ধর মানুষ
ঠিক করিয়া ধর।

১১৮

কারের আগে জন্ম নিল
মা ফাতেমা
এ কারও সেই কারে রইল
তাও কি ভেইবে দ্যাখ না।
ইমাম হোসেন কানের বালি
গলার হার হজরত আলী

ছেরের দিস্তায় মুহম্মদ নবি।
তার পরে মদিনায় এইলো
ইমাম হোসেন জাহের হইল
পিতা হইল নূর নবি।
স্বামী হইল আলী শাহ
কারের আগে জন্ম নিল
মা ফাতেমা।

আরু এক বসুমাতা
বৃক্ষ আদি তরু লতা
জীব জনার পশুপাখি
সবাই তারে বলচে মা
কারের আগে জন্ম নিল
মা ফাতেমা।

১১৯

নবিতত্ত্ব
নবির তরিক ধইরে
শরিয়ত করহে আদায়
নবিজির তরিক ধইরে।

নবিজি মেরহাজে গেল
আল্লার আরশে
কালমা লেখা রইল
সেই কালমা যে কলমে
লেইখে ছিল
জান তার সমুদয়।
শরিয়ত করহে আদায়।

কোরানেতে আছে জাহের
কলমা পইড়লে হবে কাফের
আবার কলমা না পড়লেও
হবে কাফের
আমার শুইন্যা লাগে ভয়।
শরিয়ত করহে আদায়।

১২০
আগে জান মন তর হাওয়া স্থিতি
ওরে হাওয়ার খবর
না জাইনলে
ও তুই কিসে পাবি মুক্তি ।
হাওয়ায় খাওয়ায়
হাওয়ায় দ্যাওয়ায়
হাওয়ায় সনে লহর বেঁইধে
তরি বেইয়ে যায় ।
এক লহরে পঞ্চ দাঁড় হয়
জাইনলে হয়
মককীতে মতি ।
হাওয়ার সনে লহর বাধা যার
সে যে ঊর্ধ্বদ্যাশে বসত করে
নামটি তার অধর ।
আচে চাইর মোকামে
নূরের বাতি
মইদ্দে আচে
কন্নে জ্যোতি ।

১২১
আমি ঘুরিয়া ব্যাড়াই
তুমার দ্বারে
আমি দয়াল হইয়্যা ঘুরি
দোষ ক্যান পড়ে ।
তুমি মায়াচক্রে পড়িয়ে
আমায় রাখ সরাইয়ে
চোখ বন্ধ হইয়ে
দ্যাখ না মোরে ।
আমি হই প্রেমের মহাজন
কইরব প্রেম বিতরণ
করলিন্যা তুই প্রেমের অন্বেষণ
কেমনি চিনবি মোরে ।
আমি মূর্ছালীন হইয়ে
তুমার বাড়ি
যাই চলিয়ে

আমায় দেখিয়্যা তুমি
সইরে যাও দূরে।
যে আমায় দেইখতে পারে না
আমি তার পাছ ছাড়ি না।
মোসলেম কয় নেঙ্গত প্রেমে
যে বেইন্ধ্যাছে মোরে।
যে করে আমার আশ
তারে করি সর্বনাশ
ছাড়ে না আমার পাছ
আমি ধরা দেই তারে।
সব্বময় না দ্যাখে
শুধু দ্যাখে আমারে
আমি তার সে আমার
আমি ধরা দেই তারে।

১২২

শুধু মন দিলে কি
মিলে গো দেহ
প্রাণ দিলে সে মিলে।
শুধু মুখের কথায়
পাওয়া গো যায় না
পাওয়া যায়
অনুগত হইলে
যে হইয়্যাচে গুরুর দাস
সে যে কাইট্যা গেছে
মায়া পাশ
ভক্তি অশ্রু জোরে।
ও সে যে পার হইয়্যা
উপরে গেছে
মুখে আল্লা রসুল বইলে।
দেহ আত্মা পরম ধন
গুরুর পদে করো সমর্পণ
এই জনমের মতন
ও তর গুরুবতি ঠিক হইলে
ভাবের মরতি দেকপি
জ্ঞান নয়নে।

১২৩
আলেফ লামের বেদ[১] না জেইনে
তুমি কোরান নইয়ে[২]
করো টানাটানি ।

নীল দরিয়ায় নীল হয় পানি
খেলচে খেলা সাঁই রব্বানী
লাম আলেফের গভীর জলে
রূপের গোলা হয় রৌশনী ।
লাম আলেফের বেদ না জেইনে
তুমি কোরান নইয়ে
করো টানাটানি ।

মিমের গোড়ে খোদা বান্ধা[৩]
যায় না বোঝা
তোর মনের ধান্ধা
আলেফ লাম মিম আহাদ নূরী
দেখপি[৪] আন্ধার ঘর তোর
হয় রৌশনী ।
লাম আলেফের বেদ না জেইনে
তুমি কোরান নইয়ে
করো টানাটানি ।

অধর মানুষ যে ধইর‍্যাছে
আলেফ[৫] আল্লা সেই পাইয়্যাছে
নূর নূরিতন নূর ছেতারা
বলু কয় কামের দ্যাশে[৬]
যে হয় নাই খুনী ।
লাম আলেফের বেদ না জেইনে
তুমি কোরান নইয়ে
করো টানাটানি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ভেদ, ২. নিয়ে, ৩. বাঁধা, ৪. দেখবি, ৫. সেরা (মহান), ৬. দেশে ।

১২৪
তুই সোনার ভরা লইয়া রে
মদনগঞ্জে যাবি
আমার মন

কত সাধু হইল বুদ্ধু[১]
হারাইয়্যা সব ধন রে।

এপার নদী উপার নদী
মইধ্যে বালুর চর
ত্রিমুনাতে[২] বান্ধিয়্যাছে
মদন চুরায়[৩] ঘর।
কত যোগী ঋষি ঘরের রূপে
ঘরের পানে চায়।
তার মইধ্যে বইসে মদনচুরা
মন হরিয়্যা ন্যায়।
তুই সোনার ভরা লইয়া রে
মদনগঞ্জে যাবি।

ভজন সাধন কত আছে
এই দুনিয়ার পর
সুজনেরও পাও পিছলে
মদনে করায়।
তার খেলার ভাবে
ভাব দিয়্যা সে যে
তুরুক মাইরে[৪] যায়।
ও মন
তোমায় করে কালায়কালা[৫]
মদন লালের টেক্কা ন্যায় রে[৬]
তুই সোনার ভরা লইয়া রে
মদনগঞ্জে যাবি।
নদীর তীরে জীবনগঞ্জ
আছে জীবন মহাজন
মদনকে জয় কইরতে পাইল্লে
পাইব্যা[৭] দরশন।
রূপের বাদাম তুইলে দিয়ে
শীতলক্ষ্যার বায়
যে বাতাসে বরিশালের
খবর আসে যায়
তুই সোনার ভরা লইয়া রে
মদনগঞ্জে যাবি।

আজাহার কয় পাগলা মন রে
বাইয়া না পায় তাল

মদনের বাও লাগিয়ে
আমার উল্টাইতে চায় পাল।
আখেরি কাণ্ডারি গুরু
হইও আমার নায়[৮]।
তুমি থাইকলে সখা
না ভরি মদন রাজার বায়।
তুই সোনার ভরা লইয়া রে
মদনগঞ্জে যাবি।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বোকা, ২. ত্রিবেণীর কিনারায়, ৩. কামদেব, ৪. মেরে, ৫. কালো, ৬. লয়, ৭. পাবে, ৮. নৌকায়।

১২৫

শুধু প্রেম রাগে
ডুইবে থাকরে আমার মন
সোতে[১] গাও ঢেইলে[২] দিও না
রাগ বাইয়া যাও উইজান।

নিভাইতে মদন জ্বালা
অহিমণ্ডে[৩] করো খেলা
উভয় নীরে শক্ত তালা
সেটা প্রেমেরই লক্ষণ।
শুধু প্রেম রাগে
ডুইবে থাকরে মন।

একটি মাপের দুইট্যা ফণী
দুই মুখেতে কামড়ান তিনি
প্রেম বিক-করমে[৪]
তার সাথে দ্যাও রণ।

শুধু প্রেম রাগে
ডুইবে থাকরে মন।

মহারস মদিত কমলে[৫]
প্রেম শৃংহারে[৬]
লওগো চিনে
আপ্ত[৭] সামাল

সেই রণকালে
ভেবে ফকির
কয় লালন।

শুধু প্রেম রাগে
ডুইবে থাকরে মন।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. স্রোতে, ২. ঢেলে, ৩. নিষ্কাম ভূষণ, ৪. বিক্রমে, ৫. হৃদ-কমলে, ৬. শৃঙ্গারে, ৭. আত্ম।

১২৬
মন রে বুইজ্যাইল্যাম[১] কত
আমার মন
বুজে নারে[২] অবিরত ॥

যে জলেতে নবম জন্মায়
সেই জলেই নবম
গইলে যায়[৩] ॥
তেমনি আমার
মন মনরায়
আপনে আপনে হলি হত ॥

চারের আশে ম্যস যাইয়ে
পরে সেই চারের[৪] ভিতরে
তেমনি আমার মনো[৫] ভয়ে
গলে মরণ ফাঁসি নিচ্চে সে তো ॥

সেরাজ শাহ ফকিরের বাণী
বুঝবি লালন দিনে দিনে
শক্তি হারা ভাবক যিনি
সে পাবে না গুরুর পদ ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বুঝলাম, ২. বোঝে না, ৩. গলে যায়, ৪. মাছ ধরার জন্য মাছের প্রিয় খাদ্য, ৫. মন।

১২৭
সাপ্ত বতাম যার নেই গো দেহে
ব্রহ্ম জ্ঞান তার কিসে হয়

একই ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি
রস সাগরে মেইতে[১] রয় ॥

দেহের স্থিতি পঞ্চ রসে
রসের খবর করো আগে
জ্ঞান আঁখি যার
খোলা আছে
রসের মানুষ দেইখতে পায় ॥

চৌষট্টি রস দেহের মাঝে
সদায় থাক রূপ নিহরে
মানুষ চলে যোগে যোগে
তারে যোগ ছাড়া কি
ধরা যায় ॥

পাগল ফকিরে বলে
তারে রক্ষা করো ব্রহ্মজ্ঞানে
নইলে পারের ঘাটে
পরবি ফ্যারে[২]
নিকাশ দ্যাওয়া হবে দায় ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মাতিয়ে, ২. বিপদে ।

১২৮

কাম কামিনীর গহোনো[১] সাগরে
রিশান[২] ওড়ে
রিশান ওড়ে ।
নদীতে বান আসিলে
সাধু থাকে নদীর কূলে
থাকে তারা
জিন্দা মরা হইয়ে ॥

যখন মণিমুক্তা
ভেইসে[৩] আসে
তারা প্রেমের জ্বাল
পাতিয়া রয়
তারা কাম সাগরের
মণিমুক্তা ধরে ॥

জোয়ারে লাইগলে ভাঁটা
লোভী কামীর[৪] যাওয়া
লেঠা[৫]
মুক্ত জীব হইলে
যাইতে পারে ॥

তারা অনুরাগের করণ করে
নিহুত প্রেম[৬] গায় ভরাইয়ে
টঠাস্ত[৭] জীব
গেলে পরেই মরে ॥
কি বইলব
সেই নদীর কথা
তিন পাগলে করছে খেলা
খেলছে তারা
তিরপানীর মওনাতে[৮]
যদি খেলা শিখতে চাও
আগে গুরুর কাছে যাও
খেলার ভাব আন
যাইয়ে ধইরে[৯] ॥

দুই মনে এক মোগ করিয়ে
মনে মন মিশাও আগে
তা হইলে পারবি
ঐ খেলা খেলাইতে ॥

পাগল ফকিরে বলে
যুতি গুরুর দয়া হয়
অনাসেতে যাবি
ভব পারে ।
কাম কামিনীর গহোনো সাগরে
রিশান ওড়ে ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গম্ভীর, ২. নিশান, ৩. ভেসে, ৪. কমাতুর, ৫. বিপদ, ৬. নিষ্কাম প্রেম, ৭. ভীত, ৮. ত্রিবেণীর মোহনাতে, ৯. খেলা শিখে নেওয়া ।

১২৯

আছে আপন ঘরে
মানুষ আছে রে
আপন ঘরে ॥

সত্য মানুষ বর্তমান
নয় দরজায়
পাতগা ফাঁন
নইলে ধরবি
কেমন কইরে ॥
ও তুই জ্ঞানের একটি
বাতি জ্বেইলে
ঘর খুইজ্যা ক্যান
দেখলি নারে ॥
সপ্ত তলা ভেদ করিয়ে
যাইতে হবে তার ভিতরে
সনু সঙ্গান করিয়ে
যে জন সুনুরাগী
সে বিনে ক্যাও
যাইতে পারে নারে ।

সত্য মানুষ বর্তমান
নয় দরজায় পাতগা রে ফাঁন
নইলে ধরবি কমন কইরে ॥

১৩০
ওরে আমার যৈবন কাল[১]
চইলে গেল[২]
আর তো এলো না
বন্ধু আমার কাঁচা রে সোনা ॥
বন্ধু যদি আইস তো ফিরে
কইত্যাম দুঃখ পরাণ ভইরে
তার প্রেম রসিতে
বেঁইধে রাইখত্যাম
আর ছেইড়ে দিতাম না ॥

দেখি যত সুখী জনা
আমার দুঃখের বেদন
ক্যাত্ত[৩] জানে না
ওগো আমার মতোন

দুঃখী পাইলে
কইত্যাম মনের বেদনা ॥

বন্ধু আমার কাঁচার সোনা
প্রেমের অনল যার অন্তরে
জুড়ায় না পান
জলে গেলে ।
আগুন জ্বলে গেলে
দ্বিগুণ জ্বলে
বিচ্ছ্যাদ[৪] জ্বালা সহে না
বন্ধু আমার কাঁচা রে সোনা ॥

ও তাই পাগল ফকিরে বলে
প্রেমের ভাব না জাইনে
যে জন প্রেম করে
তুষেরই ধুমার মতন
জ্বলচে তার দেহখানা ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. যৌবনকাল, ২. চলে গেল, ৩. কেহ, ৪. বিচ্ছেদ ।

১৩১

বিচ্ছেদ

মরিলে য্যান বন্ধু
পাই তুমারে
আমি সারাটি জীবন
ঘুরিয়্যা বেড়াই গো
ভিক্যারিনী সাজাও বন্ধু
দ্বারে গো দ্বারে
মরিলে য্যান বন্ধু

আমি শুইন্যাছি কোরানে
না দেখি নয়নে
খুঁজি আমি আকাশ
ও পাতাল রে ॥

তুমি বাঁশিটা বাজাও
আমায় হাসাও আর কাঁদাও

পলকে লুকাও বন্ধু
হলো না কইরে
মরিলে য্যান বন্ধু
পাই তুমারে ॥

আমি তুমি শুইয়ে
এক বিছানায়
এক সঙ্গেতে ঘুমাও
সাদর করিয়্যা বন্ধু
জাগালি আমারে ।

বন্ধু তুমার দ্যাখা পাইলে
আত্মায় আত্মা মিশাইয়ে
থাকিতাম বন্ধু জনম ভরিয়ে ।
মরিলে য্যান বন্ধু
পাই তুমারে ॥

১৩২

চন্দ্রতত্ত্ব
চন্দ্রভেদের কথা[১] আমরা সবাই
শুইনতে চাই ॥
সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের কথা
কও দেখি দয়াল চান সাঁই ।

কোন চন্দ্র কাহার সনে
কে মিলাইছে কোন রংএ
কোন মোকামে কে বা আছে
কে আছে কাহার ঠাঁই
চন্দ্রভেদের কথা আমরা সবাই
শুইনতে চাই ।

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র আছে
কোন চন্দ্র কোন নাম ধইর‍্যাছে[২]

আবার অর্ধ্বচন্দ্র হইল ক্যানে[৩]
অর্ধ্ব নিল কোন জনে
কোন কোন মোকামে
ভাগ কইর‍্যাছে[৪] মালেক সাঁই

চন্দ্রভেদের কথা আমরা সবাই
শুইনতে চাই।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চন্দ্রতত্ত্ব, ২. ধরেছে, ৩. কেন, ৪. করেছে।

১৩৩
দেহের মানুষ ধরবি যদি
সাধুর সঙ্গ করো[১]
পাবিরে সেই নিত্য বস্তু
চাইর চন্দ্র সাধন করো।

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের তত্ত্ব
দুই হাতে দশ দুই পায়ে দশ
গুপ্তস্থলে দুই
মুখে আর কপালে দুই
অর্ধ চন্দ্র তার উপর
চাইর চন্দ্র সাধন করো।

জেইনে লও মন চন্দ্রের পরিচয়
চন্দ্রমণ্ডল সূর্যমণ্ডল সহস্রা রে রয়
চন্দ্রের সঙ্গে সুধা বাড়ে
খেইলে মানুষ হয় অমর
চাইর চন্দ্র সাধন করো।

চাইর চন্দ্রের জেইনে লও সন্ধান
আছে একটি গরল একটি উন্মাদ
রূহিনী আর ধান
সকলটিতে আছে সুধা
সাধু জানে তার খবর
চাইর চন্দ্র সাধন করো।

মাহুতে বলে[৩]
যে সময়ে চন্দ্র সূর্য গ্রাস কইরবে[৪]
শমন বন্ধেতে[৫] লাইগবে[৬] দুইটি গ্রহণ
এক যোগে আঁধার হবে দেহঘর
চাইর চন্দ্র সাধন করো।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সাধুসঙ্গ ধরো, ২. খেলে, ৩. মহতে, ৪. করবে, ৫. শমনের বন্ধনে, ৬. লাগবে।

১৩৪
আসুকপুরে[১] চল রে ভাই
মাশুক দরবারে
যে ডুইব্যাছে[২] আর উইঠবে না
নামের মধু হ'রে।

মাশুক রূপে রেইখ মতি
ঠিক রেইখ নয়ন জ্যোতি
হবে দেখা বইলবে কথা
যাইতে পাইরলে প্রেমপুরে।
আসুকপুরে চল রে ভাই
মাশুক দরবারে।

মাশুক প্রেমে যে মইজ্যাছে
তার কি মরণ ভবে আছে
আহার নিদ্রা ত্যাজ্য কইর‍্যা[৩]
যে ধইর‍্যাছে প্রেম ডোরে।
আসুকপুরে চল রে ভাই
মাশুক দরবারে।
আমার দয়াল চান্দের
মনের কথা
সদাই ভাব অন্তরে
পিরের পদে স্মরণ রাখ
যাইতে চাইলে ওপারে।
আসুকপুরে চল রে ভাই
মাশুক দরবারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আশকপুরীতে, ২. ডুবেছে, ৩. পরিত্যাগ করে।

১৩৫
আজব কথা শুইনতে আমার
মনের বাসনা।
সত্য কইরে বল নিম্‌জী[১]
বেদ পুরাণে যায় জানা।

দয়াল তুমার অপার লীলা
বুইঝতে শক্তি নাহি দিলা

ভব সিন্ধু পারের বেলায়
ক্যাও তো[২] জামিন হবে না।
আজব কথা শুইনতে আমার
মনের বাসনা।

একটি কথা জিজ্ঞাসা করি
বল দয়াল তারাতারি
অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী
সেই ব্যক্তি হয় কুন জনা[৩]।
আজব কথা শুইনতে আমার
মনের বাসনা।

তার বাম অঙ্গেতে হইয়্যাছে মেইয়ে
ডাইনে পুরুষ আছে বইয়ে[৪]
কালরূপ ভুজঙ্গ হইয়ে
মাথায় উঠে কুন জনা।
যখন যাই সেই পারের ঘাটে
দেইখে পরাণ চইমক্যা উঠে
ও তার চন্দ্রের রেখা ললাটে
ভেদ বুইঝতে পারি না।
আজব কথা শুইনতে আমার
মনের বাসনা।

কথার মানে দিবা বইলে
দয়াল তুমার চরণমালা নিলাম গলে
পাষাণের হিয়া গলে
আমার মন ক্যান গলে না।
আজব কথা শুইনতে আমার
মনের বাসনা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ওস্তাদজি, ২. কেউ তো, ৩. কোন্ জন, ৪. বসে।

১৩৬

মানুষ ধরবি কেমনে
সন্ধান না জানিলে
মানুষ ধরা কি মুখের কথা
ধর তারে নিঘুম সন্ধানে।

মানুষ আছে নিরাকারে
সময় সময় আকার ধরে
মানুষ হাওয়া ভরে চলে ফিরে
আছে মানুষ নয়নের কোণে।
মানুষ ধরা কি মুখের কথা
ধর তারে নিঘুম সন্ধানে।

মানুষ আছে উল্টা কলে
ধর তারে কলে কৌশলে
তুমার দেহের মইধ্যেই আছে মানুষ
বিরাজ করতাছে
যতনে ধর সেই মানুষ রতনে।
মানুষ ধরা কি মুখের কথা
ধর তারে নিঘুম সন্ধানে।

পাখি থাকে জলে পইড়ে
ব্যাধে তারে সন্ধান করে
তারা নিরিখ রাখে পাখির পানে
যেই দিকে পাখি সেই দিকে আঁখি
পলক নাই তার নয়নে।
মানুষ ধরা কি মুখের কথা
ধর তারে নিঘুম সন্ধানে।

১৩৭
শুন দেহের আঠার আকিরতি[১]
সপ্তবারে মানুষ দেহ কিরূপে উৎপত্তি।
হলো কিরূপে উৎপত্তি শুন
সোমবারে হয় মিশ্রিত
শুক্র শনিতে যুক্ত নিরাকারে।
আকার দিয়্যা মিলের আকিরতি
মঙ্গলবারে মেরুদণ্ড মস্তকের উৎপত্তি
মস্তকে আর গুঙ্গমূলে হইল
মৃণালের স্থিতি।

বিস্‌সুদ্‌বারে[২] হইল হস্তপদাকিরতি
শুক্রবারে মর্জ্জা নাড়ি
হইল পূর্ণ শক্তি।

শনিবারে পঞ্চআত্মা দশ ইন্দ্র
সজিব আত্মা অস্থি মাংস লোমাদি
হইল উৎপত্তি
রবিবারে জুটে সে প্রাণ
পঞ্চপ্রাণ পঞ্চবাণ পঞ্চ অলঙ্কারে
পঞ্চভূতে স্থিতি
শুন দেহের আঠার আকিরতি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আকৃতি, ২. বৃহস্পতিবারে ।

১৩৮
সহজ না হইলে কি
সহজ মানুষ ধরা যায়
আমাবইস্যা পুন্নিমাতে[১]
সহজ মানুষ আসে যায় ।
তিরপিনীর তিনটি ধারে
সহজ মানুষ সাঁতার খ্যালে
যোগের মানুষ যোগে চলে
যোগে ঘুইরলে ধরা যায় ।
সহজ না হইলে কি
সহজ মানুষ ধরা যায় ।

বৎসরে যে বারবার[২] মরে
সেই তো সহজ ধইরতে পারে
কামেল ফকিরে বলে
মরা মানুষে তাজা খায় ।
সহজ না হইলে কি
সহজ মানুষ ধরা যায় ।

সহজ মানুষ ধইরতে হইলে
তুমি দেলে জাগাও সুলতানি
ও পাগল ফকিরে বলে
আগে চিন যাইয়ে ইনসানি ।
ও তারে ধইরতে পাইল্লে
বিফলে কি জনম যায় ।

সহজ না হইলে কি
সহজ মানুষ ধরা যায় ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, ২. বারো বার ।

১৩৯
রঙ্গরসে করো এ বসতি
রং ছাড়িয়্যা ভেইবে দ্যাখ
আছে খোদার কুদরতি ।

চারি রঙ্গের শিক্ষা খেলা
মায়ার এত আলাবুলা[১]
মক্কর ঘরে ফাঁকিদ্যা নেয়[২]
হইয়ে যায় দিনে ডাকাতি
ভেইবে দ্যাখ আছে খোদার কুদরতি ।
এই দেহেতে বারটি রস আছে
প্রেম রসেতে মওলা রইয়্যাছে
মায়ের গর্ভে পিতা হাসে
ছেইড়ে দিয়ে এই রাজত্যি[৩]
আছে খোদার কুদরতি ।

কালকুম্ভীরে যে মাইরতে পারে
সাধু লইয়্যা সে খেলা করে
সদায় সাধুর সঙ্গে চলে ফিরে
(ও তার) আসল ঘরে জ্বলে বাতি
ভেইবে দ্যাখ আছে খোদার কুদরতি ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ফাঁকি, ২. ফাঁকি দিয়ে ঘোরপ্যাচের ভিতর নিয়ে যায়, ৩. রাজত্ব ।

১৪০
মানব দেহ মমের বাতি
মওলার নাম লইতে যায় গইল্যা রে
মওলার প্রেম পাইলে যায় গইল্যা ।

এইনা বাতিতে তৈল থাকিলে রে
আন্ধার ঘর শলক করে রে
ও কালা কালি সন্ধ্যা কালে[১] ।

ভেস্তের ঘরে কপাট মারা
শয়তান যাওয়ার সাধ্য নাই।

আবার সাপকে দ্যায় এছেম শিখাইয়ে
ভেস্তের কপাট খুল যাইয়ে
ময়ূরকে লালসা দিল
সাপ মাইরে তুমায় খেলাই।
ভেস্তের ঘরে কপাট মারা
শয়তান যাওয়ার সাধ্য নাই।

সাপের মাথায় হেল্লা কইরে[২]
মকরম যায় ভেস্ত মাঝারে
ভেস্তের মাঝে যাইয়া মকরম
আদম হাওয়া দেইখতে পায়
ও ভাব তাই।
ভেস্তের ঘরে কপাট মারা
শয়তান যাওয়ার সাধ্য নাই।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পাহারা, ২. ভর দিয়ে।

১৪৪
বিচ্ছেদ
ও নাইয়রি
বিয়ার সুমায় যখন হয়
আতর গুলাব সাবান মাইখে
সাজাইও আমায়
ও নাইয়রি।

ও নাইয়রি
ওগো নাইয়রি নাইয়রি
দরিয়ার পানি আইনে
একটু গরম করো।
মনের সাধে বাতশা হব
চাইর জনাতে ধর
অস্তে অস্তে নিয়া চল
গোছুলখানায়
ও গোছুল খানায়।

সাবান মাইখে করাও গোছুল
হাত বুলাইয়া গায় ।
বিয়ার সুমায় যখন হয়
আতর গুলাব সাবান মাইখে
সাজাইও আমায় ।

ও নাইয়রি
সাহারু পোশাক আমার
অঙ্গেতে পড়াইও
খিলকা তফন চাদর আমার
অঙ্গে শুভা পায় ।
গুলাব ছিটাইও অঙ্গের চাইর কুনায়
কিবা সুন্দর নাইয়রি রা
সয়লা গাহান গায়
বিয়ার সুমায় যখন হয় ।

কেউ কাটিবে ছোপের বাঁশ
কেউ পাকাবে দড়ি
কেউ বান্দিবে বিয়ার বাসর
কেউ বান্দে গাঁটরি ।
জাত বেহারায় কান্দে কইরে
আন্দরেতে ন্যায় ।
ও আন্দরেতে ন্যায়
বিয়ার সুমায় যখন হয় ।

ও নাইয়রি
যাত্রিরা সব বেহুঁশেতে
বলচে রে হায় হায়
মা দুখিনীর কান্দনেতে
উইজান ধরে পানি ।
ভাই বন্ধুরা স্থরে স্থরে
অজ্ঞিয়ান হয় ।
ইয়ার উদ্দি কয়
শেষ বিয়ার দিন
খালি হাতে যায় ।
বিয়ার সুমায় যখন হয়
ও নাইয়রি ।

পরিশিষ্ট

সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য

গবেষক-পাঠকদের যথাযথ ব্যবহার উপযোগিতার কথা ভেবে এ-স্থলে বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভসে্ সংরক্ষিত হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত বিচারগান-এর সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী নির্ধারিত প্রশ্নমালা, সংগ্রাহকদের উত্তরপত্র ও সংগ্রাহকদের প্রসঙ্গকথার ভাষারীতি অবিকৃত রেখে সম্পাদনার কাজ করা হয়েছে, যাতে করে গবেষকগণ একইসঙ্গে গত শতকের ষাট দশকে বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংগ্রহের প্রকৃতি-পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন এবং সংকলনভুক্ত উপাদানসমূহ তাঁদের গবেষণাকর্মে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে সক্ষম হন।

দেহতত্ত্ব

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৭২। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া ইং ৫.১১.৬২ তারিখে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

সংগ্রহের তারিখ : নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৫৮। মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৩.৮.৬২ থেকে ৪.৮.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : আগস্ট, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৩ ও ৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮৮। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গান দুটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স :৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৯.১.৬৩ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৫ ও ৬ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৬০। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : উলেখ নেই।

৭ ও ৮ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ২৭৬। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর। ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর। ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : অহেদ আলী মিয়া, ২. পিতার নাম : জৈনুদ্দিন মিয়া, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : হাতকোড়া, ডাকঘর : তিলী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : কৃষিকার্য, ৬. বয়স : ৭০ বৎসর। ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? নানাজনের নিকট। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? : যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে দুই গায়েনের মধ্যে পালা হয়। উভয় গায়েনের ভিন্ন ভিন্ন দোহার দল থাকে। গায়েন দাঁড়াইয়া গান করে। দোহারেরা বসিয়া দোহার ধরে। আসর করা হয় শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। গায়েন একটি বা দুইটি গান করিয়াই বসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন উক্ত গানের উত্তর দেয়। আবার প্রশ্ন করা শুরু হয়। যে গায়েন গুরুর পাঠ লয়, অর্থাৎ যে উত্তর দিতে থাকে সময়ে সেও প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি প্রশ্ন (Counter-question) জিজ্ঞাসা করে। গায়েনের হাতে থাকে দোতারা বা বেহালা বা সারিন্দা বা গোপীযন্ত্র ও ডুগি। দোহারেরা হারমোনিয়াম, জুড়ি, করতাল, ঘুঙুর, বাঁশি, ডুগিতবলা, ঢোলক ইত্যাদি ব্যবহার করে।

গাজীর গীতের গায়ককে বলা হয় গায়েন, কবির গায়ককে সরকার, জারির বেলায় বয়াতি, কিন্তু বিচারগায়কের কোনো নাম নাই। পূর্বে যখন গায়ক বসিয়া বিচার গাহিত, যখন নাকি এ গানের নাম ছিল ফকিরাস্তী গান তখন গায়ককে সাধারণত ফকির বলা হইত।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৯ থেকে ১১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ৯৯ । এলাকা : মানিকগঞ্জ ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা ।
সংগ্রহ-কথা : নিম্নের বিচারগান কয়টি জনাব শাকের আলী মোলা সাহেব (বয়স : ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বাসুদেব বাড়ি, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা) সাহেবের হইতে ইং ১.৩.৬৩ তারিখে সংগৃহীত । মোলাসাহেব লেখাপড়া জানেন না । তিনি বলেন, এগুলি পুরাতন গান । গানগুলির রচয়িতা সমন্ধে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারিলেন না । সাধারণত আসরের চারিদিকে বসিয়া শ্রোতৃবর্গ গান শুনেন । বিচারগায়ক মাঝখানে দাঁড়াইয়া গান করেন । এই গানে মূল গায়ক দোতারা বা সারিন্দা বা বেহালা ব্যবহার করেন । দোহারেরা বায়া, ঘুঙ্গুর, করতাল ইত্যাদি ব্যবহার করেন । দুই দলের ভিতর পালা হওয়াই বর্তমান প্রথা ।
সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

১২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ১০১ । এলাকা : মানিকগঞ্জ ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম- সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা ।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচার গান কয়টি ইং ৫.৪.৬৩ তারিখে জনাব দেয়াজ উদ্দন ফকির সাহেব (বয়স ৬২ বৎসর, গ্রাম : গুয়ালজান, পোস্ট : উথালী, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া লিখা হইয়াছে । ফকির সাহেব লেখাপড়া জানেন না । তিনি বলেন, গানগুলি পুরাতন । ইহাদের রচয়িতা সম্পর্কে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারেন না ।
সংগ্রহের তারিখ : এপ্রিল, ১৯৬৩

১৩ থেকে ১৬ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১১৫ । এলাকা : মানিকগঞ্জ ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা ।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচারগানগুলি জনাব আবেদ আলী ফকির সাহেব (বয়স- ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বরঙ্গাইল, ডাকঘর : বরঙ্গাইল, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ১.৬.৬৩, ৩.৬.৬৩, ৪.৬.৬৩ ও ৫.৬.৬৩ তারিখে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে ।
প্রসঙ্গ-কথা : ফকির সাহেব একজন নিরক্ষর কৃষক । তিনি বলেন যে, এ গানগুলি পুরানো । এগুলির সঠিক রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না । তবে গানের শেষে যাঁহাদের নাম দেখা যায় তাঁহারই যে গানের যথার্থ রচয়িতা–এ বিষয়ে ফকির সাহেব প্রচুর সন্দেহ পোষণ করেন ।
সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

আত্মতত্ত্ব

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৬০ । এলাকা : মানিকগঞ্জ ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা ।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : উলেখ নেই।

২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স :৭২ বৎসর, গ্রাম ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ৬.১২.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : ডিসেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৩ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১৫১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : ফকির জয়নাল হোসেন, ২. পিতার নাম : মৃত ওমর ফকির, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম + ডাকঘর : বরঙ্গাইল, থানা : শিবালয়, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : গ্রাম : চরগড়পাড়া, ডাকঘর : গড়পাড়া, থানা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা, পেশা : আধা-সংসারী বাউল, ৬. বয়স : ৭৪ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? পিতার নিকট হতে। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানের আসর শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে থাকে। দুই গায়কের ভিতর পালা হয়। পালার বিষয় : শরিয়ত বনাম মারফত, কিংবা নবিতত্ত্বের আলোচনা, অথবা আদমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কারতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদির যে কোনো একটি বা কয়েকটি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। মূল গায়ক দাঁড়াইয়া গান করেন। দোহারগণ বসিয়া দোহার ধরেন। আসরে গিয়া মূল গায়ক সাধারণত একটি গান গাহেন, একটি গানে যদি প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো না হয় তবে তিনি দুই বা তিনটি গান গাহিয়া থাকেন।

এই গানে মূল গায়কের হাতে থাকে দোতারা বা বেহালা; দোহারগণ জুড়ি, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা বা খোল ব্যবহার করেন; করতালও এখানে ব্যবহৃত হয়।

বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা :

১. দোতারা — বোধ হয় সকলেই চিনেন।

২. বেহালা — বোধ হয় সকলেই চিনেন।

৩. জুড়ি — দুই ইঞ্চি (কমবেশি পারে) ব্যাসার্ধের কাঁসার চেপটা কল্কে ধরনের বাদ্যযন্ত্র; ইহার কেন্দ্রস্থলে ছিদ্র আছে, উহার ভিতর দিয়া রসি লাগাইতে হয়; দুইটি দুই হাতে ধরিয়া তালে টুকা মারা হয়।

৪. হারমোনিয়াম।

৫. ডুগিতবলা : বোধ হয় এগুলির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

৬. খোল।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ১০১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম- সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচার গান কয়টি ইং ৫.৪.৬৩ তারিখে জনাব দেয়াজ উদ্দিন ফকির সাহেব (বয়স ৬২ বৎসর, গ্রাম : গুয়ালজান, পোস্ট : উথালী, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া লিখা হইয়াছে। ফকীর সাহেব লেখাপড়া জানেন না। তিনি বলেন, গানগুলি পুরাতন। ইহাদের রচয়িতা সম্পর্কে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারেন না।

সংগ্রহের তারিখ : এপ্রিল, ১৯৬৩

আদমতত্ত্ব

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৬০। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : উলেখ নেই।

২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-২৬৪। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি আপনি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : মনির উদ্দিন বয়াতি, ২. পিতার নাম : রিয়াজ উদ্দিন মিয়া, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : কদমতলী, ডাকঘর : লেছড়াগঞ্জ, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স ; ৬৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি আপনি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে

দেখিয়াছেন কি ? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন ? তাঁহার পরিচয় কি ? : দাদা মিয়ার নিকট, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে? যুবাবয়সে ।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে সাধারণত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গায়েন আসরে দাঁড়াইয়া পালা করে । আসর থাকে শ্রোতাবর্গের মাঝখানে । দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গায়েনের ভিন্ন ভিন্ন দোহার থাকে । গায়েনেরা দাঁড়াইয়া গান করেন । তাঁহারা সাধারণত দোতারা, সারিন্দা, বেহালা বা গোপীযন্ত্র ও ডুগি (একযোগে) ব্যবহার করে ।

দোহারেরা আসরের একপাশে বসিয়া গানের দোহার ধরে । বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, করতাল, খিঞ্জনি, জুড়ি, বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় ।

কারতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, শরিয়তি ও মারফতি ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে বহু বিচারগান লোকমুখে প্রচলিত আছে । ইহা ছাড়া অজ্ঞাতনামা বাউলেরা মন ও মৃত্যু সম্পর্কেও বহুগান রচনা করিয়াছেন । বাউল গানকেই এই অঞ্চলে বিচারগান বলা হয় ।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ।

৩ ও ৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১১৫ । এলাকা : মানিকগঞ্জ ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা ।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচারগানগুলি জনাব আবেদ আলী ফকির সাহেব (বয়স- ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বরঙ্গাইল, পোস্ট: বরঙ্গাইল, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ১.৬.৬৩, ৩.৬.৬৩, ৪.৬.৬৩ ও ৫.৬.৬৩ তারিখে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে ।
প্রসঙ্গ-কথা : ফকির সাহেব একজন নিরক্ষর কৃষক । তিনি বলেন যে, এ গানগুলি পুরানো । এগুলির সঠিক রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না । তবে গানের শেষে যাঁহাদের নাম দেখা যায় তাঁহারই যে গানের যথার্থ রচয়িতা–এ বিষয়ে ফকির সাহেব প্রচুর সন্দেহ পোষণ করেন ।
সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ ।

নবিতত্ত্ব

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৭২ । এলাকা : মানিকগঞ্জ ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা ।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া ইং ৫.১১.৬২ তারিখে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে ।

সংগ্রহের তারিখ : নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ ।

২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৫৮। মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : মোঃ তাহেজ উদ্দিন মিয়া (বয়স : ৪৭ বৎসর, গ্রাম : বড়পয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৬.৮.৬২ ও ৭.৮.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : আগস্ট, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৩ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।
সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।
সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স :৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ৬.১২.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : ডিসেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-২৩৬। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ., ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : শ্রী হরিপদ সূত্রধর, ২. পিতার নাম : শ্রী পঞ্চানন্দ সূত্রধর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : বাঘুলী, ডাকঘর : খলসী, জেলা : ঢাকা।

৪. পৈতৃক নিবাস : - ঐ-, ৫. পেশা : ছুতোরের কাজ, ৬. বয়স : ৫৮ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণী, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? নানাজনের নিকট, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে দুই গায়েনের মধ্যে পালা হয়। গানের আসর থাকে শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। এই গানগুলি সাধারণত দেহতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, কারতত্ত্ব বা আদিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নামাজতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব অবলম্বনে রচিত। অনেকসময় বিচারগানের আসরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গায়েনের ভিতর মারফত ও শরিয়ত লইয়া পালা হইতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রেও নানাপ্রকার তত্ত্বমূলক গান গীত হয়।

মূলগায়েন আসরে দাঁড়াইয়া দোতারা, সারিন্দা, বেহালা বা গোপীযন্ত্র ও ডুগি বাজাইয়া গান করেন। দোহারেরা আসরের একপাশে বসিয়া গানের দোহার ধরেন। তাঁহারা সাধারণত ডুগি তবলা, জুড়ি, করতাল, শানাই, আড়বাঁশি, কদবাঁশি, খঞ্জনি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন।

ইহাছাড়া ফকিরের মেলা এবং ঘরোয়া মজলিসেও বিচারগান গীত হয়।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৫ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ৯৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : নিম্নের বিচারগান কয়টি জনাব শাকের আলী মোলা সাহেব (বয়স : ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বাসুদেব বাড়ি, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ১.৩.৬৩ তারিখে সংগৃহীত। মোলা সাহেব লেখাপড়া জানেন না। তিনি বলেন, এগুলি পুরাতন গান। গানগুলির রচয়িতা সমন্ধে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারিলেন না।

সাধারণত আসরের চারিদিকে বসিয়া শ্রোতৃবর্গ গান শুনেন। বিচারগায়ক মাঝখানে দাঁড়াইয়া গান করেন। এই গানে মূল গায়ক দোতারা বা সারিন্দা বা বেহালা ব্যবহার করেন। দোহারের বায়া, ঘুঙ্গুর, করতাল ইত্যাদি ব্যবহার করেন। দুই দলের ভিতর পালা হওয়াই বর্তমান প্রথা।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৬ ও ৭ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ১০১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম- সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ কথা : সংগৃহীত বিচারগান কয়টি ইং ৫.৪.৬৩ তারিখে জনাব দেয়াজ উদ্দন ফকির সাহেব (বয়স ৬২ বৎসর, গ্রাম : গুয়ালজান, পোস্ট : উথালী, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া লিখা হইয়াছে। ফকির সাহেব লেখাপড়া জানেন না। তিনি বলেন, গানগুলি পুরাতন। ইহাদের রচয়িতা সম্পর্কে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারেন না।

সংগ্রহের তারিখ : এপ্রিল, ১৯৬৩

৮ ও ৯ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১১৫। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচারগানগুলি জনাব আবেদ আলী ফকির সাহেব (বয়স : ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বরঙ্গাইল, পোস্টঃ বরঙ্গাইল, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ১.৬.৬৩, ৩.৬.৬৩, ৪.৬.৬৩ ও ৫.৬.৬৩ তারিখে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্রসঙ্গ-কথা : ফকির সাহেব একজন নিরক্ষর কৃষক। তিনি বলেন যে, এ গানগুলি পুরানো। এগুলির সঠিক রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে, গানের শেষে যাঁহাদের নাম দেখা যায় তাঁহারই যে গানের যথার্থ রচয়িতা–এ বিষয়ে ফকির সাহেব প্রচুর সন্দেহ পোষণ করেন।

সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মনবন্দী

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৭২। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া ইং ৫.১১.৬২ তারিখে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

সংগ্রহের তারিখ : নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

২ থেকে ৫ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৫৮। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৩.৮.৬২ ও ৪.৮.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : আগস্ট, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৬ ও ৭ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৬০। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : উলেখ নেই।

৮ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স :৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোটলাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ৬.১২.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : ডিসেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৯ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১৮৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

প্রসঙ্গ-কথা : বাউল গানই ঢাকা জেলার প্রায় সর্বত্র 'বিচারগান' নামে পরিচিত। মূলত সাধক ফকিরেরা ইহার রচয়িতা। গায়কেরাও এগান রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞ বাউলেরা বলেন, সাধকের রচিত গানের সঙ্গে গায়কের রচিত গানের আসমান-জমিন ফারাক রহিয়াছে। বিচারগানে দুই গায়কের মধ্যে পালা হয়। একজন গায়ক তাঁর প্রতিপক্ষকে ঠকাইবার জন্য দুর্বোধ্য গান রচনা করেন। কিংবা প্রতিপক্ষের কোনো কঠিন তত্ত্বমূলক গানের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনবোধে গান রচনা করিতে বাধ্য হন। সাধকেরা কিন্তু গানের মাধ্যমেই মওলাজির সাধনা করেন, কাহারও সঙ্গে পালা করার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই; কিংবা তাঁহারা যখন মওলা চিন্তা করেন তখন সময় সময় গভীর আবেগে সেই চিন্তাধারার স্ফুরণ হয় গানে।
বিচারগানের আসর হয় শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। মূল গায়ক দাঁড়াইয়া গান করেন। তাঁহার হাতে থাকে দোতারা কিংবা বেহালা। দোহারেরা আসরে বসিয়া দোহার ধরেন। তাঁহারা সাধারণত হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, খোল, ঢোলক, জুড়ি, করতাল, খঞ্জনি, আড়বাঁশি বা কদবাঁশি (বাঁশের বাঁশি) ইত্যাদির ভিতর হইতে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন।
সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

১০ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ৯৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।
সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওমেদ আরী মাতব্বর সাহেব (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : বড় পয়লা, পোস্ট : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ২.৩.৬৩ তারিখে সংগৃহীত। তিনি নিরক্ষর। গানগুলির রচনাকাল ও যথার্থ রচয়িতা সম্পর্কে তিনি সঠিক কিছু বলিতে পারিলেন না।
সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

আদিতত্ত্ব

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮৮। এলাকা : মানিকগঞ্জ।
সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।
সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা) সাহেবের নিকট হইতে ইং ২.১.৬৩ তারিখে সংগৃহীত।
সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

২ ও ৩ সংখ্যক গান

সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ৯৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওমেদ আরী মাতব্বর সাহেব (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : বড় পয়লা, পোস্ট : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ২.৩.৬৩ তারিখে সংগৃহীত। তিনি নিরক্ষর। গানগুলির রচনাকাল ও যথার্থ রচয়িতা সম্পর্কে তিনি সঠিক কিছু বলিতে পারিলেন না।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

রসতত্ত্ব

১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৫৮। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৩.৮.৬২ ও ৪.৮.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : আগস্ট, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১৫১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : ফকির জয়নাল হোসেন, ২. পিতার নাম : মৃত ওমর ফকির, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম + ডাকঘর : বরঙ্গাইল, থানা : শিবালয়, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : গ্রাম : চরগড়পাড়া, ডাকঘর : গড়পাড়া, থানা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা, পেশা : আধা-সংসারী বাউল, ৬. বয়স : ৭৪ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? পিতার নিকট হতে, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৩ সংখ্যক গান

ভলিউম নং : ১০১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম- সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচার গান কয়টি ইং ৫.৪.৬৩ তারিখে জনাব দেয়াজ উদ্দিন ফকির সাহেব (বয়স ৬২ বৎসর, গ্রাম : গুয়ালজান, পোস্ট : উথালী, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া লিখা হইয়াছে। ফকির সাহেব লেখা পড়া জানেন না। তিনি বলেন, গানগুলি পুরাতন। ইহাদের রচয়িতা সম্পর্কে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারেন না।

সংগ্রহের তারিখ : এপ্রিল, ১৯৬৩

বিবিধ

১ থেকে ৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৭২। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানগুলো জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া ইং ৫.১১.৬২ তারিখে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

সংগ্রহের তারিখ : নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৫ থেকে ৬ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৭২। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গান দুটি জনাব দারোগ আলী ফকির (বয়স ৭২ বৎসর, গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট শুনিয়া ইং ৬.১১.৬২ তারিখে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

সংগ্রহের তারিখ : নভেম্বর, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

৭ থেকে ১১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৫৮। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : মোঃ তাহেজ উদ্দিন মিয়া (বয়স : ৪৭ বৎসর, গ্রাম : বড়পয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৬.৮.৬২ ও ৭.৮.৬২ তারিখে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : আগস্ট, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

১২ থেকে ২৬ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৬৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : জনাব ফকির আব্দুল হাকিম নিজামিয়া (বয়স : ৫৯ বৎসর, গ্রাম : তুইস্যার পয়লা, থানা : শিবালয়, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।
প্রসঙ্গ-কথা : সাধারণত বিচারগায়ক আসরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দোতারা, সারিন্দা বা বেহালা বাজাইয়া গান গাহেন। দোহারগণ আসরে বসিয়া গানের দোহার ধরেন। সাধারণত তাঁহারা জুড়ি, খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম ব্যবহার করেন।

সংগ্রহের তারিখ : ৫.১০.৬২ খ্রিষ্টাব্দ।

২৭ থেকে ২৯ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮৮। মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানগুলি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ইং ২.১.৬৩ তারিখে সংগৃহীত।

৩০ থেকে ৩২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮৮। মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানগুলি জনাব রহিজ উদ্দী ফকির (বয়স : ৭১ বৎসর, গ্রাম : বড়বিলা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৮.১.৬৩ তারিখে সংগৃহীত।

৩৩ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮৮। মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানটি জনাব দারোগ আলী ফকির (গ্রাম : ছোট লাউতারা, থানা : দৌলতপুর, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে ৯.১.৬৩ তারিখে সংগৃহীত।

৩৪ থেকে ৬০ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৬০। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানগুটি জনাব ওসমান ফকির (বয়স : ৭৭ বৎসর, গ্রাম : ছোটপয়লা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : উলেখ নেই।

৬১ থেকে ৬৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৮১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানগুলি জনাব রহমত আলী ফকির (বয়স : ৭০ বৎসর, গ্রাম : নতুন ধামশর, থানা : দৌলতপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : উলেখ নেই।

৬৫ থেকে ৬৮ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-৯৪। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : ইং ১২.২.১৯৬৩ তারিখে জনাব মনসুর উদ্দিন ফকির সাহেব (বয়স : ৭৯ বৎসর, গ্রাম : কদমতলী, থানা : হরিরামপুর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা)-এর নিকট হইতে বিচারগান কয়টি সংগৃহীত।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৬৯ থেকে ৭১ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১৮৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : নাই।

প্রসঙ্গ-কথা : বাউল গান ঢাকা জেলার প্রায়সর্বত্র 'বিচারগান' নামে পরিচিত। মূলত সাধক ফকিরেরা ইহার রচয়িতা। গায়কেরাও এগান রচনা করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ বাউলেরা বলেন, সাধকের রচিত গানের সঙ্গে গায়কের রচিত গানের আসমান-জমিন ফারাক রহিয়াছে। বিচারগানে দুই গায়কের মধ্যে পালা হয়। একজন গায়ক তাঁর প্রতিপক্ষকে ঠকাইবার জন্য দুর্বোধ্য গান রচনা করেন। কিংবা প্রতিপক্ষের কোন কঠিন তত্ত্বমূলক গানের জবাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে গান রচনা করিতে বাধ্য হন। সাধকেরা কিন্তু গানের মাধ্যমেই মওলাজির সাধনা করেন, কাহারও সঙ্গে পালা করার প্রয়োজন তাঁহাদের নাই; কিংবা তাঁহারা যখন মওলা চিন্তা করেন তখন সময় সময় গভীর আবেগে সেই চিন্তাধারার স্ফুরণ হয় গানে।

বিচারগানের আসর হয় শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। মূল গায়ক দাঁড়াইয়া গান করেন। তাঁহার হাতে থাকে দোতারা কিংবা বেহালা। দোহারেরা আসরে বসিয়া দোহার ধরেন। তাঁহারা সাধারণত হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, খোল, ঢোলক, জুড়ি, করতাল, খঞ্জনি, আড়বাঁশি বা কদবাঁশি (বাঁশের বাঁশি) ইত্যাদির ভিতর হইতে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন।

সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৭২ থেকে ৭৮ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১৪১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর।

৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি আপনি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : ফকির জয়নাল হোসেন, ২. পিতার নাম : ফকির ওমর আলী, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম + ডাকঘর : বরঙ্গাইল, থানা : শিবালয়, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : চরগড়পাড়া, ৫. পেশা : আধাসংসারী বাউল, ৬. বয়স ; ৭৪ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি আপনি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন ? তাঁহার পরিচয় কি ? ওস্তাদের নিকট, নাম : শুকলাল ফকির, মানিকগঞ্জ এলাকায় তাঁহার আখড়া ছিল। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগান ফকিরি তত্ত্বের গান। এগুলিকে ফকিরান্তী গানও বলা হয়। দোতারা, জুড়ি ও করতাল, কিংবা সারিন্দা-জুড়ি ও করতাল অথবা বায়া, দোতারা, খোল ও খঞ্জনি, অথবা আনন্দ লহরী ও জুড়ি, অথবা গোপীযন্ত্র, বায়া ও জুড়ি অথবা খোমক, গোড়তাল বায়া ও আনন্দ লহরীযোগে বিচারগান গীত হয়। কোনো কোনো গায়ক বেহালা বাজাইয়াও বিচারগান গাহিয়া থাকেন। মূল গায়ক প্রথমে গাহেন পরে দোহারেরা ধুয়া ধরেন। সাধারণত শ্রোতৃবর্গের

মাঝখানে থাকে বিচারগানের আসর। মূল গায়ক দাঁড়াইয়া গান করেন। দোহারেরা বসিয়া গান ধরেন।

সংগ্রহের তারিখ : ২.১.৬৪ ও ৩.১.৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৭৯ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-২৭৬। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর। ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর। ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : অহেদ আলী মিয়া, ২. পিতার নাম : জৈনুদ্দিন মিয়া, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : হাতকোড়া, ডাকঘর : তিলী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : কৃষিকার্য, ৬. বয়স : ৭০ বৎসর। ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না। ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? নানাজনের নিকট। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে দুই গায়েনের মধ্যে পালা হয়। উভয় গায়েনের ভিন্ন ভিন্ন দোহার দল থাকে। গায়েন দাঁড়াইয়া গান করেন। দোহারেরা বসিয়া দোহার ধরে। আসর করা হয় শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। গায়েন একটি বা দুইটি গান করিয়াই বসিয়া পড়েন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন উক্ত গানের উত্তর দেয়। আবার প্রশ্ন করা শুরু হয়। যে গায়েন গুরুর পাঠ লয়, অর্থাৎ যে উত্তর দিতে থাকে, সময়ে সেও প্রসঙ্গক্রমে দুই-একটি প্রশ্ন (Counter-question) জিজ্ঞাসা করেন।

গায়েনের হাতে থাকে দোতারা বা বেহালা বা সারিন্দা বা গোপীযন্ত্র ও ডুগি। দোহারেরা হারমোনিয়াম, জুড়ি, করতাল, ঘুঙুর, বাঁশি, ডুগিতবলা, ঢোলক ইত্যাদি ব্যবহার করে।

গাজীর গীতের গায়ককে বলা হয় গায়েন, কবির গায়ককে সরকার, জারির বেলায় বয়াতি, কিন্তু বিচারগায়কের কোন নাম নাই। পূর্বে যখন গায়ক বসিয়া বিচার গাহিত, যখন নাকি এ গানের নাম ছিল ফকিরাত্তী গান, তখন গায়ককে সাধারণত ফকির বলা হইত।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৮০ থেকে ৮৭ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১৫১। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : ফকির জয়নাল হোসেন, ২. পিতার নাম : মৃত ওমর ফকির, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম + ডাকঘর : বরঙ্গাইল, থানা : শিবালয়, মহকুমা :

মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : গ্রাম : চরগড়পাড়া, ডাকঘর : গড়পাড়া, থানা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা, পেশা : আধাসংসারী বাউল, ৬. বয়স : ৭৪ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? পিতার নিকট হতে। ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানের আসর শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে থাকে। দুই গায়কের ভিতর পালা হয়। পালার বিষয় : শরিয়ত বনাম মারফত, কিংবা নবিতত্ত্বের আলোচনা, অথবা আদমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কারতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদির যে কোনো একটি বা কয়েকটি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। মূল গায়ক দাঁড়াইয়া গান করেন। দোহারগণ বসিয়া দোহার ধরেন। আসরে গিয়া মূল গায়ক সাধারণত একটি গান গাহেন, একটি গানে যদি প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো না হয় তবে তিনি দুই বা তিনটি গান গাহিয়া থাকেন।

এই গানে মূল গায়কের হাতে থাকে দোতারা বা বেহালা; দোহারগণ জুড়ি, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা বা খোল ব্যবহার করেন। করতালও এখানে ব্যবহৃত হয়।

বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা :

১. দোতারা — বোধ হয় সকলেই চিনেন।

২. বেহালা — বোধ হয় সকলেই চিনেন।

৩. জুড়ি — দুই ইঞ্চি (কমবেশি হতে পারে) ব্যাসার্ধের কাঁসার চেপটা কব্জে ধরনের বাদ্যযন্ত্র; ইহার কেন্দ্রস্থলে ছিদ্র আছে, উহার ভিতর দিয়া রসি লাগাইতে হয়; দুইটি দুই হাতে ধরিয়া তালে টুকা মারা হয়।

৪. হারমোনিয়াম।

৫. ডুগিতবলা : এগুলির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

৬. খোল।

সংগ্রহের তারিখ : ৩.২.১৯৬৪ ও ৪.২.১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৮৮ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-২৬৪। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈর্তৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স ; ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ.। ৮. সংগ্রহটি আপনি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : মনির উদ্দিন বয়াতি, ২. পিতার নাম : রিয়াজ উদ্দিন মিয়া, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : কদমতলী, ডাকঘর : লেছড়াগঞ্জ, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স ; ৬৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ৮. সংগ্রহটি আপনি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি : না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন ? তাঁহার পরিচয় কি ? : দাদা মিয়ার নিকট, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে : যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে সাধারণত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গায়েন আসরে দাঁড়াইয়া পালা করে। আসর থাকে শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গায়েনের ভিন্ন ভিন্ন দোহার থাকে। গায়েনেরা দাঁড়াইয়া গান করেন। তাঁহারা সাধারণত দোতারা, সারিন্দা, বেহালা বা গোপীযন্ত্র ও ডুগি (একযোগে) ব্যবহার করেন।

দোহারেরা আসরের একপাশে বসিয়া গানের দোহার ধরে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, করতাল, খঞ্জনি, জুড়ি, বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

কাব্যতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, শরিয়তি ও মারফতি ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে বহু বিচারগান লোকমুখে প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া অজ্ঞাতনামা বাউলেরা মন ও মৃত্যু সম্পর্কেও বহুগান রচনা করিয়াছেন। বাউল গানকেই এই অঞ্চলে বিচারগান বলা হয়।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৮৯ থেকে ৯৫ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-২৩৬। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ., ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : শ্রী হরিপদ সূত্রধর, ২. পিতার নাম : শ্রী পঞ্চানন্দ সূত্রধর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : বাঘুলী, ডাকঘর : খলসী, জেলা : ঢাকা।

৪. পৈতৃক নিবাস : -ঐ-, ৫. পেশা : ছুতোরের কাজ, ৬. বয়স : ৫৮ বৎসর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণী, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি ? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় কি ? : নানাজনের নিকট, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে ? : যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে দুই গায়েনের মধ্যে পালা হয়। গানের আসর থাকে শ্রোতৃবর্গের মাঝখানে। এই গানগুলি সাধারণত দেহতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, কারতত্ত্ব বা আদিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নামাজতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব অবলম্বনে রচিত। অনেক সময় বিচারগানের আসরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গায়েনের ভিতর মারফত ও শরিয়ত লইয়া পালা হইতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রেও নানাপ্রকার তত্ত্বমূলক গান গীত হয়।
মূল গায়েন আসরে দাঁড়াইয়া দোতারা, সারিন্দা, বেহালা বা গোপীযন্ত্র ও ডুগি বাজাইয়া গান করেন। দোহারেরা আসরের একপাশে বসিয়া গানের দোহার ধরেন। তাঁহারা সাধারণত ডুগি তবলা, জুড়ি, করতাল, শানাই, আড়বাঁশি, কদবাঁশি, খঞ্জনি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহা ছাড়া ফকিরের মেলা এবং ঘরোয়া মজলিসেও বিচারগান গীত হয়।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৯৬ থেকে ১১৯ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১২২। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : গানগুলি জনাব আফাজ উদ্দিন ফকির (বয়স ৭৪ বৎসর, গ্রাম : বরঙ্গাইল, ডাকঘর : বরঙ্গাইল, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা) সাহেবের নিকট হইতে ৫.৭.৬৩ ও ৬.৭.৬৩ তারিখে সংগৃহীত। ফকির সাহেব লেখাপড়া জানেন না। তিনি বলেন, এ গানগুলি পুরাতন। ইহাদের যথার্থ রচয়িতা সম্পর্কে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। যে গানগুলির শেষে রচয়িতার নাম পাওয়া যায় উহারাই যে রচয়িতা তা ফকির সাহেব ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না।

সংগ্রহের তারিখ : জুলাই, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

১২০ থেকে ১২২ সংখ্যক গান

ভলিউম নং- ৯৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : নিম্নের বিচারগান কয়টি জনাব শাকের আলী মোলা (বয়স : ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বাসুদেব বাড়ি, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা) সাহেবের নিকট হইতে ইং ১.৩.৬৩ তারিখে সংগৃহীত। মোলাসাহেব লেখাপড়া জানেন না। তিনি বলেন, এগুলি পুরাতন গান। গানগুলির রচয়িতা সমন্ধে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারিলেন না।

সাধারণত আসরের চারিদিকে বসিয়া শ্রোতৃবর্গ গান শুনেন। বিচারগায়ক মাঝখানে দাঁড়াইয়া গান করেন। এই গানে মূল গায়ক দোতারা বা সারিন্দা বা বেহালা ব্যবহার করেন। দোহারের বায়া, ঘুঙ্গুর, করতাল ইত্যাদি ব্যবহার করেন। দুই দলের ভিতর পালা হওয়াই বর্তমান প্রথা।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

১২৩ ও ১২৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং- ২১০। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : ১. নাম : আব্দুর রহমান ঠাকুর, ২. পিতার নাম : মোঃ মছের উদ্দিন ঠাকুর, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : ঐ, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ২৯ বছর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই. এ., ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি? না।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : ১. নাম : মোঃ খোরশে আলী মৃধা, ২. পিতার নাম : মোঃ ইয়াসিন মৃধা, ৩. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : উয়াইল, ডাকঘর : ছোনকা, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা। ৪. পৈতৃক নিবাস : ঐ, ৫. পেশা : জোতদারি, ৬. বয়স : ৬৮ বছর, ৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণী, ৮. সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি? না, ৯. সংগ্রহটি আপনি কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন? পিতার নিকট, ১০. কখন শুনিয়াছিলেন, বাল্যকালে না যুবাবয়সে? যুবাবয়সে।

প্রসঙ্গ-কথা : বিচারগানে দুই গায়েনের মধ্যে পালা হয়। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দোহার থাকে। মূল গায়েন দাঁড়াইয়া গান করেন এবং দোহারেরা বসিয়া দোহার ধরেন। গায়েনের হাতে থাকে দোতারা বা বেহালা। দোহারেরা ডুগিতবলা, হারমোনিয়াম, করতাল, বাঁশি, জুড়ি ইত্যাদি

ব্যবহার করেন। বিচারগান কারতত্ত্ব, আদিতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, নামাজতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, মনবন্দী, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত।

সংগ্রহের তারিখ : আগস্ট, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ।

১২৫ থেকে ১৪৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং-১১৫। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : সংগৃহীত বিচারগানগুলি জনাব আবেদ আলী ফকির সাহেবের (বয়স- ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বরঙ্গাইল, ডাকঘর : বরঙ্গাইল, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা) নিকট হইতে ইং ১.৬.৬৩, ৩.৬.৬৩, ৪.৬.৬৩ ও ৫.৬.৬৩ তারিখে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

প্রসঙ্গ-কথা : ফকির সাহেব একজন নিরক্ষর কৃষক। তিনি বলেন যে, এ গানগুলি পুরানো। এগুলির সঠিক রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে গানের শেষে যাঁহাদের নাম দেখা যায় তাঁহারই যে গানের যথার্থ রচয়িতা–এ বিষয়ে ফকির সাহেব প্রচুর সন্দেহ পোষণ করেন।

সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

১২৭ থেকে ১৪৪ সংখ্যক গান

ভলিউম নং- ৯৯। এলাকা : মানিকগঞ্জ।

সংগ্রাহক : আব্দুর রহমান ঠাকুর, গ্রাম : সিধুনগর, ডাকঘর : তেরশ্রী, জেলা : ঢাকা।

সংগ্রহ-কথা : নিম্নের বিচারগান কয়টি জনাব শাকের আলী মোলা (বয়স : ৭৬ বৎসর, গ্রাম : বাসুদেব বাড়ি, ডাকঘর : তেরশ্রী, থানা : ঘিওর, মহকুমা : মানিকগঞ্জ, জেলা : ঢাকা) সাহেবের নিকট হইতে ইং ১.৩.৬৩ তারিখে সংগৃহীত। মোলাসাহেব লেখাপড়া জানেন না। তিনি বলেন, এগুলি পুরাতন গান। গানগুলির রচয়িতা সমন্ধে তিনি সঠিককিছু বলিতে পারিলেন না।

সাধারণত আসরের চারিদিকে বসিয়া শ্রোতৃবর্গ গান শুনেন। বিচারগায়ক মাঝখানে দাঁড়াইয়া গান করেন। এই গানে মূল গায়ক দোতারা বা সারিন্দা বা বেহালা ব্যবহার করেন। দোহারের বায়া, ঘুঙ্গুর, করতাল ইত্যাদি ব্যবহার করেন। দুই দলের ভিতর পালা হওয়াই বর্তমান প্রথা।

সংগ্রহের তারিখ : মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।